প্রথম সবচেয়ে বাঙালি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

শেখ রেহানা সম্পাদিত

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি ট্রাস্ট

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫, ফাল্গুন, ১৪১১
দ্বিতীয় প্রকাশ ১ আগষ্ট, ২০০৯, ১৭ শ্রাবণ, ১৪১৬
তৃতীয় প্রকাশ ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, ১৯ মাঘ, ১৪২০
প্রচ্ছদ মাসুক হেলাল
প্রকাশনায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি ট্রাস্ট
কম্পোজ স্বপন ভৌমিক
মূদ্রণঃ এ প্লাস প্রিন্টিং প্রেস, ৩/৫, নয়া পল্টন, ঢাকা
মূল্য ঃ ১২৫ টাকা

SARBA KALER SARBA SRESHTHA BANGALI
(The Greatest Bangalee of All Times)
Edited by Sheikh Rehana, Published by Father of The Nation
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Trust
First Published February 2005
2nd Published 1 August 2009
3rd Published 1 February 2014
Price : 125, Taka Only, US $ 6

উ ৎ স র্গ

আমার মা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব

যিনি ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে ঘাতকের বুলেটে

শাহাদাৎবরণ করেন

ভূমিকা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, এই শব্দগুলো একত্রে জুড়ে ছন্দ ও তালের মিশ্রণে একটা সঙ্গীতের সুর প্রাণের ভিতরে বাজে, হৃদয়ের স্পন্দন বাড়ায় আর ছবিখানি ভেসে ওঠে! আর কারো না, আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। আমি একজন গর্বিত বাঙালি না গর্বিত সন্তান, কি হিসাবে লিখবো? তবুও হাত কাঁপে, বুকের ভিতর অন্য রকম অনুভূতি উপলব্ধি করি, বিবিসি বাংলা বিভাগের কর্মরত যাঁরাই, এই উপযুক্ত শিরোনামটি বেছে নিয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আর শ্রোতাদের প্রতি রইল আমার শুভ কামনা অন্তরের অন্তস্থল থেকে।

শেখ মুজিবুর রহমান একটি নাম, একজন মানুষ, একজন খাঁটি বাঙালি, আমি তাঁকে দেখেছি বাবা হিসেবে, বড় হয়েছি তাঁর আদর স্নেহ ভালবাসার ছায়ায়। আবার আমিই দেখেছি সংগ্রামে, আন্দোলনে রাজবন্দি হিসেবে। কি যে কষ্ট নিঃসঙ্গ কারাগারে, মানসিক-শারীরিক যন্ত্রণার, একাকীত্বের নির্যাতন। তারপরও তাঁকে দিয়ে কোন আপোস করানো যায়নি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হয়ে ওঠার পেছনে যে আত্মত্যাগ, শ্রম ও দূরদর্শিতা তাঁকে মহৎ করে তুলেছিল তা ছিল মানুষের ভালবাসা। আমার বাবা বলতেন, 'ত্যাগ তিতিক্ষা ছাড়া কোন জাতি বড় হতে পারে না।' তিনি আরও বলতেন, 'দেশকে ভালবাসবে দেশের মানুষকে ভালবাসবে।' তিনি এক মন্ত্রমুগ্ধ স্পর্শে জনগণকে উজ্জীবিত করে তোলেন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায়।

বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিকে বিশ্বের দরবারে মানচিত্রে যিনি স্থান দিয়ে গেলেন, তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একটি জাতিকে গড়ে তোলার পেছনে পৃথিবীতে যেসব মহৎ ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটে বঙ্গবন্ধু তাঁদেরই একজন। নিজের মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে একমাত্র বাঙালি জাতিই এত রক্ত দিয়েছে এই বিশ্বে। ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল। স্বাধীনতার জন্যও বাঙালির আত্মত্যাগের কাহিনী ইতিহাসে এক গৌরবজনক অধ্যায়।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু ডাক দিলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ত্রিশ লাখ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা, বাংলার দুর্জয় জনতা— মুজিবের মন্ত্রের দীক্ষায় সেদিন মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান একটা নাম। রাজনীতির কবি, একটি প্রতিষ্ঠান, জাতি তৈরির কারিগর ও একটি ইতিহাস।

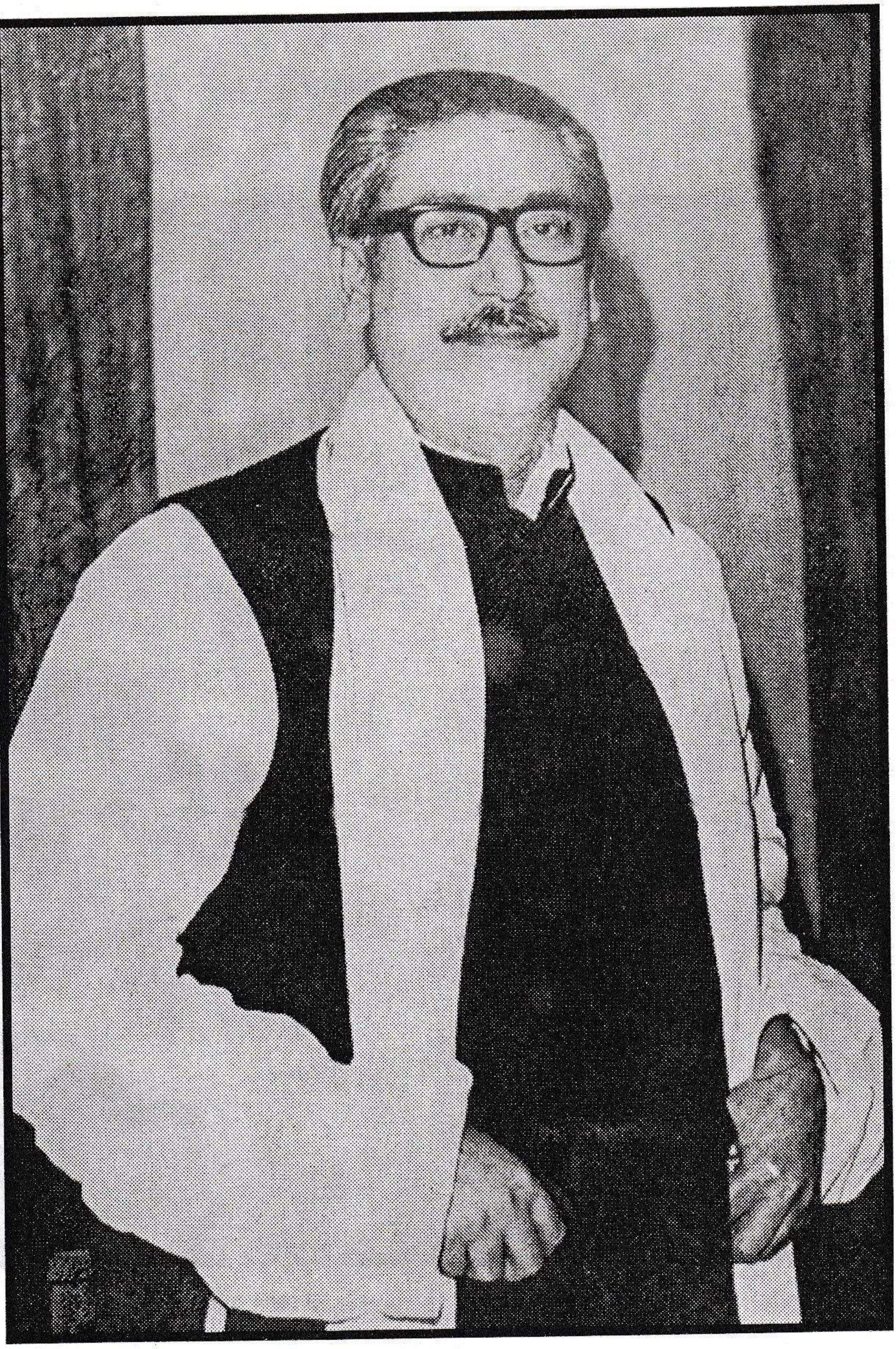
এমন একজন মহাপুরুষকে নির্মমভাবে রাতের অন্ধকারে হত্যা করতে ঘাতকদের এতটুকু বুক কাঁপেনি। ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ সালে একদল হায়েনা সপরিবারে হত্যা করলো বাঙালির প্রাণের পুরুষকে।

তিনি মন প্রাণ জুড়ে আমার বাবা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির এই সম্মান মাথায় নিয়ে যেন আমরা দুই সন্তান সোনার বাংলাকে ভালবাসি, তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে পারি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি— নির্বাচনে যারা যে মতামত দিয়েছেন বিবিসিকে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, উপসম্পাদকীয় এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আশাকরি গবেষক, লেখক ও পাঠক মনের খোরাক মেটাতে সক্ষম হবে। এই গ্রন্থটি সম্পাদনার কাজে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

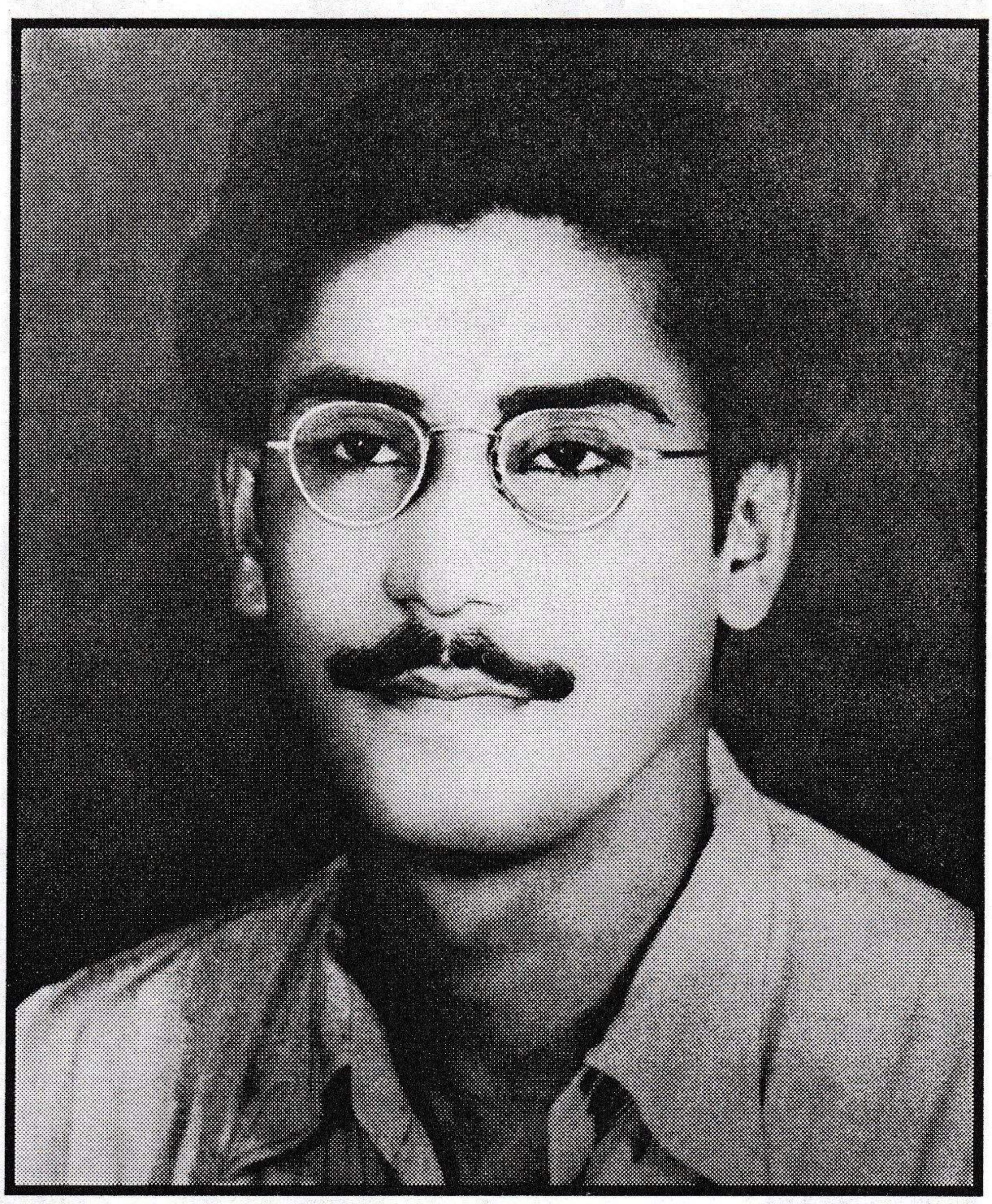
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু।

শেখ রেহানা
১৬ ডিসেম্বর, ২০০৪



জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জন্ম ঃ ১৭ মার্চ, ১৯২০ শাহাদৎবরণ ঃ ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫



শেখ মুজিব— ১৯৫২ সাল

বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রতিবেদন

সকালের অধিবেশন
শুক্রবার ১ বৈশাখ, ১৪১১, ১৪ এপ্রিল ২০০৪

বিবিসি বাংলা বিভাগ থেকে আমরা গত ১৫ দিন ধরে শ্রোতাদের নির্বাচিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকার ফলাফল গণনা করছি আর প্রচার করেছি শ্রোতাদের মনোনীত সেরা কুড়িজন বাঙালির জীবন নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। আজ আমরা তালিকার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। ফেব্রুয়ারি মাসের ১১ তারিখ থেকে মার্চ মাসের ২২ তারিখ পর্যন্ত হাজার হাজার শ্রোতা চিঠি, ই-মেইল এবং ফ্যাক্সের মাধ্যমে তাদের মনোনয়ন পাঠিয়েছেন। শ্রোতাদের মতামতের ভিত্তিতে আমরা তৈরি করেছি শীর্ষ কুড়িজন বাঙালির তালিকা। আজ শুনব আপনাদের মনোনীত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকে নিয়ে কিছু কথা। কিন্তু তার আগে অন্যান্যদের নাম আপনাদের মনে করিয়ে দেয়া যাক। কুড়ি নম্বরে এসেছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, উনিশে জিয়াউর রহমান, আঠারো অতীশ দীপংকর, সতের স্বামী বিবেকানন্দ, ষোল নাম্বারে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পনেরতে বায়ান্নর ভাষা শহীদরা, চৌদ্দ ড. অমর্ত্য সেন, তের নম্বরে সত্যজিৎ রায়, বারতে লালন শাহ, এগারতে মীর নিসার আলী তিতুমীর, দশ নাম্বারে রাজা রামমোহন রায়, নয় নাম্বারে মওলানা ভাসানী, আট নাম্বারে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর, সাত নাম্বারে জগদীশচন্দ্র বসু, ছয় নাম্বারে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, পাঁচ নাম্বারে সুভাষ চন্দ্র বোস, চার নাম্বারে আবুল কাশেম ফজলুল হক, তিন নাম্বারে কাজী নজরুল ইসলাম, দুই নাম্বারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবার শ্রোতাদের মনোনীত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি (রেকর্ডে ধারণকৃত কণ্ঠস্বর বাজানো হয়) — "এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল ঃ প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।"(স্বকণ্ঠ)

শেখ মুজিবুর রহমান যার বজ্রকণ্ঠ ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠীকে মুক্তি ও স্বাধীনতার পথ নির্দেশিত করেছিল।

'... মনে রাখবা ঃ রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব- এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'(স্বকণ্ঠ)

শেখ মুজিবকে কেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে মনোনীত করেছেন, সেকথা বলছিলেন জাপানের নাগাসাকি শহর থেকে মনিকা রশিদ (স্বকণ্ঠে)—

'আজ আমরা সারাবিশ্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যে যেখানেই বসে যা কিছু করছি যা বলছি তার কোনওটাই সম্ভব হতো না যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমাদের ইতিহাসের সবচে' প্রয়োজনীয় সময়টাতে না পেতাম। তিনিই বাঙালি জাতিকে প্রথম বোঝাতে সক্ষম হন যে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সর্বোপরি বাঙালি জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইলে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে হবে। মৃত্যুভয় বা ক্ষমতার লোভ কোনও কিছুই তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামী মনোভাবকে দমিয়ে দিতে পারেনি। ২৩ বছর ধরে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালির গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন অগ্রণী এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপায়ণ করেন। তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ মন্ত্রের মতো সমগ্র বাঙালি জাতিকে পৃথিবীর একটি সুপ্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে খালি হাতে লড়াইয়ে নামতে এবং সেই লড়াইয়ে জিততে উদ্বুদ্ধ করেছিল।'

ঢাকার ধানমন্ডি এলাকা থেকে বলছিলেন শহীদুল হক, (স্বকণ্ঠে) '১৯৭১ সালের ৭ মার্চ যে কণ্ঠস্বরটা ছিল সেটাকে একটা কণ্ঠস্বর হিসেবে মনে হয়নি। মনে হয়েছিল একটা ঐশী কণ্ঠস্বর এবং 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই বক্তব্যটা সাড়ে সাতকোটি মানুষকে ওইদিন এক করে দিয়েছিল। একটা দেশের স্রষ্টা সমগ্র দেশের মানুষকে একসূত্রে গেঁথেছেন এমন একজন মানুষ, এমন একজন বাঙালিকে আমি অবশ্যই শতাব্দীর সেরা বাঙালি হিসেবে মনে করছি। আজকে মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচার একটা স্পৃহা আছে। আমরা যে স্বাধীন এই উপলব্ধিটা কিন্তু এসেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকেই।'

বৃটেনের কসেন্সি শহরের ওয়ারিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনাত হুদা বলেন (স্বকণ্ঠে), 'বাঙালি জাতিকে ইম্যাজিন করার ক্ষেত্রে বহু সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সংগ্রামী অবদান রেখেছেন। কিন্তু বাঙালি জাতি যদি হয় একটি স্বপ্নের নাম, আকাঙ্ক্ষার নাম, সংগ্রামের নাম এবং সফলতার নাম তবে তার রূপকার শেখ মুজিব। আবহমানকালের শাশ্বত বাঙালির সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক স্বপ্নকে মুজিব বাস্তবায়িত করেন ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এ বাঙালি জাতি হিন্দুর নয়, মুসলিমের নয়– এটা হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ সকলের। যার ভিত্তি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি। মুজিব, তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা, মেধা, ত্যাগ, অকৃত্রিম ভালবাসা এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এই আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করেছেন।

এবার বিবিসি বাংলার নির্বাচিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন যা পরিবেশন করছেন কাদির কল্লোল—

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর আগপর্যন্ত সংগ্রামী মানুষের নির্দেশনার স্থল ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন ঢাকার ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িটি। এই বাড়ি থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করেছিল ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে আর স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেই বাড়িতেই সেনাবাহিনীর একদল সদস্যের হাতে নিহত হয়েছিলেন শেখ মুজিবুর

রহমান সপরিবারে। ফলে সেই বাড়িটি এখন হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর। শেখ মুজিব ঘাতকের বুলেটের গুলিতে যে সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়েছিলেন সেখানে রক্তের দাগ এখনও সংরক্ষণ করা রয়েছে। এখন সেই সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আমি কথা বলছি, ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী আবদুর রহমান রমার সঙ্গে– যিনি সে সময় কিশোর বয়সে এই বাড়িতে কাজ করতো। (স্বকণ্ঠে) "সকালে ঘুম ভাঙে গুলির আওয়াজে, গিয়ে দেখলাম আর্মি ঢুকছে আমাদের বাড়িতে। হঠাৎ বঙ্গবন্ধু দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বললেন, তোমরা কি করছো– তোমরা কাকে চাও, কি জন্য আসছো? আমাকে চাচ্ছ– ঠিক আছে চল, আমাকে নিয়ে চল। এরপর বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে ওই দরজার কাছ থেকে এখানে এনে যখন বঙ্গবন্ধু সিঁড়িতে নামেন তখন সামনে থেকে গুলি করে। বঙ্গবন্ধু এখানে লুটিয়ে পড়ে যান। পরে আরেক গ্রুপ এসে বেগম মুজিব, পুত্র, পুত্রবধু ও অন্যান্যদের হত্যা করে।"

শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। হত্যার পর সেই টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে গিয়ে তাকে কবর দেয়া হয়। স্কুল জীবন থেকেই ছিলেন রাজনীতিতে সক্রিয়। '৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৬০-এর দশকে তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা।

যেমনটা বলছিলেন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মূল নেতা এবং এখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমেদ (স্বকণ্ঠে) বলেন, '৪৮-এ ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা, '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন এবং ১৯৬৬-তে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানকে ছয়দফা দিয়েছিলেন। তারপর ১৯৭০ এর নির্বাচন।

সাপ্তাহিক 'এখন' পত্রিকার সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক আতাউস সামাদ বলছিলেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগে এসে শেখ মুজিব মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দলটিকে শক্তিশালী করেছিলেন। তবে যুক্তফ্রন্ট শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে না পারায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর শেখ মুজিব আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। সাংবাদিক আতাউস সামাদ বলছেন (স্বকণ্ঠে), "শেখ সাহেব সাহস করে ছয় দফা ঘোষণা করেন, তাও করলেন তিনি লাহোরে। পশ্চিম পাকিস্তানে একটা সম্মেলনে গিয়ে তিনি এই ছয় দফা ঘোষণা করলেন। যার ফলে ওনাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে যে মামলাটি হয় তাতে এক নম্বর আসামি করা হলো। তারপর ওনাকে ছাড়ানোর জন্য আন্দোলন হল যেটা ছাত্রদের ১১ দফায় রূপ নিল। এবং ওইখান থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হলো। ১৯৭০-র নির্বাচনে শেখ মুজিব তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টিকে মূল বক্তব্য হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।"

যেমনটা বলছিলেন, সাংবাদিক আতাউস সামাদ। উনি নির্বাচনী যে প্রচারগুলো করেছেন তার অনেকগুলো জায়গায় আমি তাঁর সঙ্গে গিয়েছি। উনি সবখানেই ছয় দফার কথা বলতেন এবং ছয় দফা না হলে একটা আঙুল তুলে বলতেন আমার দাবি 'এই' অর্থাৎ দেশ স্বাধীন করতে হবে।

সর্বোপরি '৭১-এর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধ— আবারও আতাউস সামাদ, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্সে তিনি এমন একটা বক্তৃতা দিলেন যা সবার মন ছুঁয়ে গেল, সবাই ওনার নির্দেশ মানতে লাগল এবং ওনার নামেই স্বাধীনতা যুদ্ধ চলেছে। নয় মাসের যুদ্ধের পর– পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এবং স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'দুশ' বছর ইংরেজ আমলে ইংরেজরা বাংলাদেশকে শোষণ করেছে, তারপর ২৩ বছর যা কিছু হাড় মাংস ছিল পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গেছে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশকে আর কেউ শোষণ করতে পারবে না। কোনও শক্তি এ দুনিয়ায় নেই এবং এটা শোষণহীন সমাজ হবে এবং এখানে হবে গণতন্ত্র, এখানে হবে সমাজতন্ত্র। বাংলার উর্বর জমি, দুনিয়ায় তুমি ঘুরেছ আমিও দুনিয়া দেখেছি কিন্তু এমন সোনার দেশ, এমন সোনার মাটি কোথাও দেখেছ তুমি? যদি আমার দেশের মানুষকে বিদেশিরা শোষণ না করত তাহলে আমার দেশের মানুষ এমন দুঃখী হতো না। যদি শোষণ বন্ধ করতে পারি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমার বাংলাদেশ সোনার বাংলা হবে। জয় বাংলা।'

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমানের দুইকন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা, যারা পঁচাত্তরের আগস্ট মাসে বিদেশে থাকার কারণে বেঁচে গেছেন। তাদের মধ্যে সক্রিয় রাজনীতিতে থেকে শেখ হাসিনা এখন আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন।

বিবিসি'র রাতের অধিবেশন

শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান

শ্রোতাদের মনোনীত শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাবির মুস্তাফা। আমার সাথে ঢাকা স্টুডিওতে আছেন রাজনৈতিক ভাষ্যকার সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। আর ইস্তাম্বুল থেকে টেলিফোনে যোগ দিচ্ছেন ড. কামাল হোসেন যিনি শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।

প্রফেসর চৌধুরী আপনাকে দিয়ে শুরু করছি আমরা তো শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে অনেক লেখা পড়েছি অনেক কথা শুনেছি। কিন্তু আপনার কাছে শেখ মুজিবের যে নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যগুলোকে আপনি কিভাবে দেখেন?

মি. চৌধুরী ঃ আমি তাঁর নেতৃত্বের তিনটি খুব বড় গুণ দেখি। প্রথমত. তিনি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন, দৃঢ়চেতা ছিলেন এবং আপোসহীন ছিলেন। যার অভাব আমরা আমাদের দেশের নেতৃত্বে বারবার দেখেছি। অন্যরা আপোস করে ফেলেন, ক্লান্ত হয়ে যান এবং ঐভাবে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যান না। দ্বিতীয়ত. যে বৈশিষ্ট্য আমরা দেখেছি তার নেতৃত্বে সেটা হলো এই যে, তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রধান দ্বন্দ্ব কি সেটাকে খুব সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তিনি তা জেনে নিয়েছিলেন যে বাঙালির সঙ্গে পাকিস্তানের দ্বন্দ্বটাই ছিল প্রধান দ্বন্দ্ব।

তৃতীয়ত. হচ্ছে যে, ব্যক্তি হিসেবে তাঁর মধ্যে অসাধারণ গুণ ছিল, তাঁর আকর্ষণী শক্তি ছিল যাকে ক্যারিশমা বলে, তিনি জনগণকে বুঝতেন, জনগণের সঙ্গে মিশতে পারতেন, তাদের ভাষা জানতেন, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন। কাজেই আমরা তাঁর মধ্যে দেখবো যে তাঁর মধ্যে বীরত্ব ছিল এবং নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা ছিল যার একটা সমন্বয় ঘটেছিল একটি অসাধারণ চরিত্রে।

বিবিসি ঃ মি. হোসেন আপনি কিভাবে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবন বা তাঁর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো মূল্যায়ন করবেন বা বিশ্লেষণ করবেন?

মি. হোসেন ঃ আমি একটু গোড়া থেকে শুরু করতে চাই। কিছুটা তাত্ত্বিকভাবেই প্রসঙ্গক্রমেই ১৯৯৪ আটলান্টিক এক মাসিক গবেষণা পত্রিকায় গ্যারি উইলস নামে একজন গবেষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেখান থেকে সামান্য একটু উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করছি। "Leaders have a vision, followers are to respond to it, Leaders organize a plan followers are to sort it out to feed the plan, leaders have will power, followers are let back to will and replace their own."

এই উদ্ধৃতিতে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, যিনি নেতা তার অন্তত তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। তিনি একদিকে নেতা, তার অনুসারী আছে এবং তিনি অনুসারীদের নিয়ে একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে এগুবেন। যেমন ধরা যাক সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই মোটামুটি ভাবেই যখন তিনি প্রথম বলেছিলেন যে, ইস্ট পাকিস্তান বলা যাবে না। পূর্ববাংলা বলতে হবে, বাংলাদেশের ধারণা তার মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে এসেছে। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে, একটা দুর্লক্ষ্য সামনে ছিল। এই দুর্লক্ষ্যটাকে সামনে এনে জনগণকে অনুসারী তৈরি করেছিল এবং সেই জন্যই ওই জায়গাটিতে আমাদের একটু বড় লক্ষ্য করার বিষয় যে আমরা '৪৭ থেকে '৭১ এই সময়টুকুতে অনেক নেতাকে পেয়েছি। যাদের অবদান কম নয়। সবকিছু ছাড়িয়ে জনগণের মুখপাত্র হয়ে ওঠা, জনগণের ভাবনা, চেতনা, অভিলক্ষ্য স্বপ্ন সবকিছু তিনি ধারণ করতে পেরেছিলেন।

বিবিসি ঃ ড. কামাল হোসেন আপনি শেখ মুজিবকে অনেক কাছে থেকে দেখেছেন। আপনি তাঁকে নেতা হিসেবে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন।

ড. কামাল হোসেন ঃ আমি কয়েকটি আশাব্যঞ্জক গুণ বলবো, একটি হলো যে বাংলাদেশের মানুষের মনের অবস্থা উনি যেভাবে বুঝতে পারতেন এবং সেটাকে কেন্দ্র করে যে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছেন, তা কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে ধরা যাক। সর্বপ্রথম '৫৯ সালে যখন আমার সঙ্গে উনার দেখা হয় তখন মার্শাল ল' চলছিল দেশে। তখন বলেছিলাম যে এই ভয়াবহ অবস্থা আমাদেরকে কতদিন সহ্য করতে হবে? তো উনি খুব হেসে বললেন, না পাঁচ বছর। খুববেশি হলে দশ বছর। তারপর তারা টিকতে পারবে না। এদেশের মানুষ মেনে নেবে না। এরপর যখন '৬৯-এ আইয়ুব খান বিদায় নিচ্ছেন। আমরা রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে গেছি, তখন আমি বলেছিলাম যে, আপনি '৫৯-এ একথা বলেছিলেন যে পাঁচ বছর না হয় তো দশ বছর। কিন্তু মাপা দশ বছরতো বিদেয় নিয়েছে। আর আরেকটা ছিল যে, যখন উনি রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে, আইয়ুব খান যখন বললো যে ৬ দফা মানবে না,

নির্বাচন ঘোষণা করে দেবে। উনি সেটা গ্রহণ করতে পারলে গ্রহণ করতে পারেন। উনি সঙ্গে সঙ্গে সেটা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তো এই যে ওনাকে ওখানে বসে তাৎক্ষণিক একটা সিদ্ধান্ত নিতে হলো মূল্যায়ন করে এবং দেখা গেল যে সারা বাংলাদেশের মানুষ সেটা গ্রহণ করছে। যখন আমরা ফিরে আসলাম এবং উনি ঢাকা এয়ারপোর্টে নামলেন, যারা উনাকে সমর্থন করেনি মানুষ তাদেরকে খুঁজতে শুরু করলেন যে উনারা কোথায়। ওরা আমাদের বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তাদের নেতা হিসেবে তারা সবাই শ্রদ্ধা করতে শুরু করে বাঙালি জাতির একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে তিনি স্বীকৃতি পেলেন।

বিবিসি ঃ প্রফেসর হোসেন এখানে একটা বিষয় হচ্ছে '৬৯-এর আন্দোলন। যেই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সম্ভবত শেখ মুজিব আনডিসপিউটেড লিডার বা অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ঐ আন্দোলন যখন চূড়ান্ত তখন তিনি ছিলেন জেলখানায়, তখন তিনি আইয়ুব খানের কারাগারে ছিলেন। তা সত্ত্বেও আন্দোলনের উপর তাঁর প্রভাবটা কি রকম ছিল আন্দোলনের উপর এবং জনগণের উপর সেই সময়?

প্রফেসর হোসেন ঃ আমার কাছে মনে হয় যে, ওই আগরতলা মামলায় এবং আগরতলা মামলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সেই সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র এবং জনতার যে আন্দোলন তার রাজনৈতিক জীবনে একটা বড় রকমের পরিবর্তন তৈরি করে এবং ওই সময় কিন্তু তিনি বলা যেতে পারে চূড়ান্ত বিচারে জনগণের কাছাকাছি চলে আসে। অবশ্য ঠিক যদি প্রকরণ হিসেবে বিচার করি তবে তিনি ছিলেন পপুলিস্ট লিডারের মত। কারণ প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম বলছিলেন যে, তিনি জনগণের বোঝার মত ভাষায় কথা বলতে পারতেন। অনেকটা মেঠো বাংলায়, যার মধ্য দিয়ে এই অর্থাৎ মেঠো বাংলার মধ্যে দিয়ে তার ...

বিবিসি ঃ শুধু কি উনিই তাঁর বার্তা পৌঁছে দিতেন নাকি উনি নিজেও জনগণের মধ্যে কি আকাঙ্ক্ষা রয়েছে সেটা অন্যদের চেয়ে ভাল বুঝতেন?

প্রফেসর হোসেন ঃ তুলনামূলকভাবে আমরা এই বক্তব্য স্বীকার করে নেব যে, সেটা তিনি ভাল বুঝতেন। সেই জন্যই জনগণের ভিতরে আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য ও ঈর্ষা যত ভাল বুঝেছেন তা ওই সময় আর কেউ বুঝতে পারেনি।

মি. চৌধুরী ঃ এখানে আমি একটু যোগ করবো, সেটা হচ্ছে যে, '৬৯-এর পরে কিন্তু নির্বাচন এসেছে '৭০-এ এবং ওই নির্বাচনের দিকে যখন যাচ্ছে তখন কিন্তু মওলানা ভাসানী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না অর্থাৎ তার দল অংশ নিচ্ছে না। তখন অংশ না নিয়েও যে আওয়ামী লীগের বিজয় সম্ভব হয়েছে। আর এটা এত অসাধারণ বিজয় যেটা মাত্র ২ আসন ছাড়া সব জায়গায় হয়েছে। মওলানা বোধহয় তখন বুঝেছিলেন যে এই সময় জাতীয়তাবাদী আসন যেভাবে বিকশিত হচ্ছে সেটা নির্বাচনে যাতে প্রতিফলিত হয় তার সুযোগ দেয়া দরকার। হয়তো সেই কারণেই তিনি নির্বাচনে অংশ নেননি।

মি. হোসেন ঃ এখানে একটু যোগ করে নিই। প্রথমত. তিনি যে জেলখানা থেকে

বেরিয়ে এলেন তখন কিন্তু ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ পল্টনে তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেয়া হলো। এটা কিন্তু আমি বলবো একটা পালাবদল। কারণ তিনি অবিসংবাদিত নেতা হয়ে যাচ্ছেন। এই উপাধিটি দেয়ার মধ্যে দিয়ে তা হয়। আরেকটি হচ্ছে এই যে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্টই প্রমাণ করেছিল যে বাঙালির তিনি একমাত্র মুখপাত্র। কাজেই এটা কিন্তু তার রাজনৈতিক ভিত্তিকে অনেক শক্ত করে দিয়েছিল আমি মনে করি।

বিবিসি ঃ প্রফেসর চৌধুরী বলছিলেন মওলানা ভাসানীর সিদ্ধান্তের কথা যে নির্বাচনে অংশ না নেবার জন্য উনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যদিও উনি জন সম্মুখে বলেছিলেন যে, মার্শাল ল' এর অধীনে কোন নির্বাচন করবেন না। কিন্তু অনেকেই বলেছেন তখন যে, আসলেই তিনি আওয়ামী লীগের জন্য মাঠটা খালি রাখার জন্যই এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন, তো আওয়ামী লীগের ওই সময় কতটুকু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল যে মওলানা ভাসানীর মত নেতার সমর্থন তারা আকার ইঙ্গিতে হলেও পাচ্ছেন এবং এটা কিভাবে কাজে লাগবে। সে ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা কি চলছিল আওয়ামী লীগের ক্যাম্পে?

ড. কামাল ঃ আমার একটা ঘটনা মনে পড়ছে যে, মওলানা ভাসানী আমাদের পক্ষে কথা বলতেন, মওলানা সাহেব অবশ্য তখন খুব একটা অবস্থান নিলেন যে, উনি বলেন না মুজিবতো যাচ্ছে, উনিতো আমাদের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখবেন। উনি যদি ওখানে সফল হন তবে সেটাতো আমরা সকলেই ভোগ করবো। আমি উনার জন্য দোয়া করি যে তোমরা সফল হয়ে আস। ইলেকশনের ব্যাপারটা আমার ক্লিয়ারলি মনে হচ্ছিল এটা খুব কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। কেননা যখন কোন সিদ্ধান্ত নিতে হয় নীতিগতভাবে কোন মার্শাল ল'-এর অধীনে আমরা কোন নির্বাচন করবো না। শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, আমরা বলবো ইলেকশন করবো। কিন্তু ইলেকশনের রেজাল্টের পরে আমরা মনে করবো যে, জনগণ যে রায়টা দেবে সেই রায়টা মানতে সকলে বাধ্য হবো। তখন কোন শর্ত সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

বিবিসি ঃ এই পর্যায়ে আমি আপনাদের একটা সাক্ষাৎকারের ছোট্ট অংশ শোনাতে চাই। সাক্ষাৎকারটা নেয়া হয়েছিল ১৯৭২ সালে। এখানে তিনি প্রার্থী হিসেবে বাংলাদেশের জনগণের সম্পর্কে চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমান ঃ বাংলাদেশ এসেছে দুনিয়াতে এবং যতদিন দুনিয়া থাকবে বাংলাদেশ থাকবে এবং যে আপোসহীনভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, বাংলার মানুষ ত্যাগ স্বীকার করেছে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশের এই সব আদর্শের জন্য আমার দেশের জনসাধারণ কাজ করে যাবে। এই বিশ্বাস আমার আছে। অনেক সাহায্যের প্রয়োজন আছে দুনিয়ার কাছে। কিন্তু এমন সাহায্য চাই না যার দ্বারা আমার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ হতে পারে। আমার দেশের সোনার প্রাণ বিক্রি করে কোন সাহায্য কারো কাছে চাই না।

বিবিসি ঃ আমরা এই দেশের মানুষ এখন স্বাধীন হয়েছি। এই স্বাধীন দেশের ভবিষ্যত আপনি কিভাবে দেখেন?

শেখ মুজিব ঃ স্বাধীন মুক্ত মানুষ।

বিবিসি ঃ কি রকম উন্নতি হতে পারে বাংলাদেশের?
শেখ মুজিব ঃ 'বাংলাদেশের সম্পদ আছে, বাংলাদেশের মানুষ আছে, বাংলাদেশে উর্বর জমি আছে। বাংলাদেশের অসুবিধা বেশি হওয়ার কোন কারণ নেই। ২০০ বছর ইউরোপ বাংলাদেশকে শোষণ করেছে। তারপর ২৩ বছরে যা কিছু হাড় মাংস ছিল তা পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গেছে। আমার স্বাধীন বাংলাদেশকে আর কেউ শোষণ করতে পারবে না। এখানে হবে গণতন্ত্র, এখানে হবে সমাজতন্ত্র, এখানে হবে শোষণহীন সমাজ, এখানে হবে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং সেটা হবে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। বাংলাদেশে এমন সম্পদ আছে, যা দুনিয়ার আর কোন দেশেই নেই। জনসম্পদ হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সম্পদ যা বাংলার আছে। বাংলার উর্বর জমি ও দুনিয়া তুমি ঘুরেছ। সবকিছু তোমার জানা আছে। আমিও দুনিয়া দেখেছি। কিন্তু এমন সোনার দেশ, এমন সোনার মাটি, কোথাও কি দেখেছ তুমি? যদি বিদেশীরা আমার দেশের মানুষকে শোষণ না করতো, তবে আমার দেশের মানুষ আজ এত দুঃখী হতো না। যদি শোষণ বন্ধ করে দিতে পারি তবে অদূর ভবিষ্যতে আমার বাংলাদেশ সোনার বাংলা হবে। 'জয় বাংলা'।

এটা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাৎকার। তিনি সেখানে গণতন্ত্র এবং শোষণবিহীন সমাজ গঠনের কথা বলছিলেন এবং আশা ব্যক্ত করছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যে অভিযোগটা করা হয়। '৭২, '৭৪ এবং '৭৫-এ শেখ মুজিবের শাসনামল সেখানে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয় এবং একটা শোষণের সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই বিষয়ে প্রফেসর আনোয়ার হোসেন আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করেন। ব্যাপারটি কিভাবে পরিবর্তন হলো? এর প্রেক্ষাপটটা কি?

মি. হোসেন ঃ '৭১ পূর্ব বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের যে মূল্যায়ন সেটি রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে। আর '৭২-এর দশই জানুয়ারি যখন ফিরে এলেন দেশে। সেই সময় তার সম্পর্কে যে মূল্যায়নটি হবে সেটা প্রশাসনিক দিক থেকে। ১০ জানুয়ারি যখন ফিরে এলেন ১৯৭২-এ সেই দিন তিনি যে ভাষণটি দিয়েছিলেন, তার মধ্যে মোট ১৭টি বিষয় তিনি তুলে এনেছিলেন তাৎক্ষণিকভাবে একটি জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করবার জন্য। কিন্তু পরবর্তীকালে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাতে করে কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে, গণতন্ত্র অর্থাৎ পশ্চিমী ধাঁচের যে গণতন্ত্র যার উপর বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে তার রাজনৈতিক জীবন গড়ে উঠেছিল। সেই অবস্থান থেকে তিনি ক্রমাগত সরে এসেছিল। তবে একই সঙ্গে আরেকটি কথা আছে। এটি হচ্ছে যে, একদলীয় যে ব্যবস্থাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং যা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে গণতন্ত্র পরবর্তী ব্যবস্থা। কিন্তু এর মধ্যে একটা পরিস্থিতি গত বিশ্লেষণ আমরা করতে পারি। সারা দেশে যখন একটা চরম বিশৃঙ্খলা, সেই সময় অন্তত আমার কাছে মনে হয় যে, বঙ্গবন্ধু এমন একটা ভাবনায় পরিবেষ্টিত থাকতেন যে, গোটা পরিস্থিতিটি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। কাজেই আমি চূড়ান্ত মূল্যায়ন করেছি যে পরিস্থিতির একটা ব্যাপার আছে।

বিবিসি ঃ প্রফেসর চৌধুরী আপনি কতটুকু বলবেন পরিস্থিতির কারণে?

মি. চৌধুরী ঃ পরিস্থিতি তো ছিলই। এই পরিস্থিতিটা যেটা আনোয়ার হোসেন বলছিলেন যে অন্য দেশেও ঘটেছে। জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে এখন একটা দেশ স্বাধীন যা তখন কিন্তু রাষ্ট্রের যে ব্যাপার যেমন আইনগত ব্যবস্থা, বিধি বিধান এবং সমাজের যে ব্যাপারটা, সেখানে পরিবর্তন আসে, মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সেই আকাঙ্ক্ষাগুলোকে চরিতার্থ করা এমন প্রয়োজন ছিল। সেটা কিন্তু এই নেতৃত্বের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখন এটা কোন ব্যক্তির ব্যাপার না। এটা এমন বা ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটে, রাষ্ট্র পরিবর্তিত হয় না। সমাজে মৌলিক পরিবর্তন আসে না। বাংলাদেশেও তাই ঘটেছিল। সেই জন্য ওই যে পরিস্থিতি যেটা সেটা ওই কারণেই এসেছিল। মৌলিক কোন পরিবর্তন কিন্তু হয়নি। ক্ষমতা আমরা বাঙালিরা পেয়ে গেলাম। কিন্তু রাষ্ট্র তো রইলো আগের মতই, সমস্যা তো রইলো আগের মতই।

বিবিসি ঃ ড. কামাল হোসেন আমরা দুটো দিক দেখলাম যদিও দ্বিতীয় দিকটি অর্থাৎ ৭২ পরবর্তী দিকটি খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। দু-তিন বছরের। আর শেখ মুজিবের সংগ্রামী জীবন ছিল অনেক দীর্ঘ। তো আপনি দু' দিক বিশ্লেষণ করে উপমহাদেশের ইতিহাসে শেখ মুজিবের ঋণ কোথায় আছে বলে আপনার মনে হয়।

ড. কামাল হোসেন ঃ উপমহাদেশের ইতিহাসে যে ধরনের আন্দোলন জনগণের শক্তির উপর ভিত্তি করে ঐক্যবদ্ধ একটা শক্তি সৃষ্টি করে ঝুঁকি নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছালেন যে আমরা স্বাধীন ছিলাম। এটাতো আমি মনে করি যে, কেউ ভাবতে পারেনি যে, এভাবে একটি রাজনৈতিক শক্তি সৃষ্টি করা সম্ভব। বলা হতো যে, অসম্ভবকে সম্ভব করা হলো, সেটা উনি করেছেন এবং আমার মনে আছে যে, কিসিঞ্জার উনাকে যে ট্রিবিউটটা দিল যে, ইউ হ্যাভ ডিফাইড হিসট্রি। আমাদের ইতিহাসবিদদের যে হিসাব যে এভাবে একটা রাষ্ট্র ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। যেটা আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তোমরা করে ফেললে। টাস্কফোর্স সম্পর্কে আমার একটা বক্তব্য ছিল যে, আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল সমাজ পরিবর্তন মানুষকে শোষণ থেকে মুক্ত করা। এগুলো কিন্তু আমরা সংবিধানে সবই লিপিবদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু দুই বছরের মধ্যে যেটা উপলব্ধি আসলো যে, আমাদের যে রাজনৈতিক দলগুলো, সেই দলের মধ্যে সেই শক্তি নাই যে সংবিধানের স্থিরকৃত লক্ষ্য অর্জন করা। অবশ্য আমাদের প্রস্তাব ছিল যে, দলকে পুনর্গঠন করা, এটার আরো নতুন ধরনের কর্মী সৃষ্টি করা। কিন্তু অন্যখান থেকে বলা হলো যে, না সংবিধানকে পরিবর্তন করার। আমি এ ব্যাপারে ওনার সঙ্গে আলাপ করেছি। না আমাদের মূল যে রাজনৈতিক যে দল আছে এটাকে পুনর্বাসন করা দরকার। তাজউদ্দিন সাহেবেরও এটাই ধারণা ছিল। কিন্তু অন্য কিছু উপদেষ্টারা ছিল এবং কিছু আমলারা ছিল যাদের কথা ছিল যে, অন্যান্য দেশের যে সংবিধান রয়েছে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এক দলীয় সংবিধানের প্রয়োজন আছে।

মি. চৌধুরী ঃ আমি একটু যোগ করতে চাই যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সবচেয়ে বড় লক্ষ্যণীয় দিকটি হচ্ছে তিনি বাঙালিকে একটি রাষ্ট্রীয় সত্তার ঘোষিত করেছিলেন

এবং এটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি এবং একই প্রসঙ্গে ড. কামাল হোসেন কিছুক্ষণ আগে ড. হেনরি কিসিঞ্জারের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, বঙ্গবন্ধু ডিফাইড হিস্ট্রি আমি এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবো। ড. হেনরি কিসিঞ্জার বাঙালি আর বাঙালি ইতিহাস জানতেন না বলেই একথা বলেছেন। আমি বরং বলবো যে, বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তার যে উদার্য উদ্ভব সেটিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে অনুঘটক নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছিলেন। কাজেই তিনি ইতিহাসকে দায়ী করেননি বরং ইতিহাসের সঙ্গেই লগ্ন হয়ে আছেন। বাঙালির বাংলা ইতিহাসের সঙ্গে।

ড. কামাল হোসেন ঃ আমি আনোয়ার হোসেন সাহেবের সঙ্গে একমত কেননা এটা দেখা গেল যে কিসিঞ্জারের নিজের হিস্ট্রি সম্পর্কে ভুল ছিল, যে কারণে জাতীয়তাবাদী চেতনার যে শক্তি সেটা সে বোঝে নাই। ভিয়েতনামের পরাজয় তো সেই কারণেই হলো। জাতীয়তাবাদী চেতনার মধ্যে যে কি শক্তি আছে তারা বোঝার ক্ষমতা রাখে না।

৭ই মার্চ ১৯৭১ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক ভাষণ

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।

কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলী বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করব এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো, এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দুঃখের সংগে বলতে হয়, ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।

বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সনে রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সনে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সনে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে দশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছিল। ১৯৬৬ সনে ৬ দফার আন্দোলনে, ৭ই জুনে আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট এহিয়া খান সাহেবের সংগে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন ভূট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন প্রথম সপ্তাহের মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলীতে বসবো।

আমি বললাম, এসেম্বলীর মধ্যে আলোচনা করবো, এমনকি আমি এও পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও হয় সে তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, ওদের সঙ্গে আলাপ করলাম ঃ আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে

এসেম্বলী। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ এসেম্বলীতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম এসেম্বলী চলবে। তারপরে হঠাৎ এক তারিখে এসেম্বলী বন্ধ করে দেয়া হলো। এহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলী ডেকেছিলেন, আমি বললাম যে, আমি যাব। ভূট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। পঁয়ত্রিশ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দে'য়া হল। দোষ দেওয়া হল বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হল আমাকে। বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কি পেলাম আমরা? যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী-আর্ত মানুষের মধ্যে। তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সংগে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম জনাব এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলি করা হয়েছে। কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি না-কি স্বীকার করেছি যে, ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমিতো অনেক আগেই বলেছি, কিসের আর.টি.সি? কার সংগে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সংগে বসব? হঠাৎ আমার সংগে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন। বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

পঁচিশ তারিখে এসেম্বলী কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ঐ শহীদের রক্তের উপর দিয়ে, পাড়া দিয়ে আর. টি. সিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেম্বলী কল করেছেন আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা এসেম্বলীতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে এসেম্বলীতে বসতে আমরা পারি না। আমি, আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারি, আদালত, ফৌজদারী, শিক্ষা-

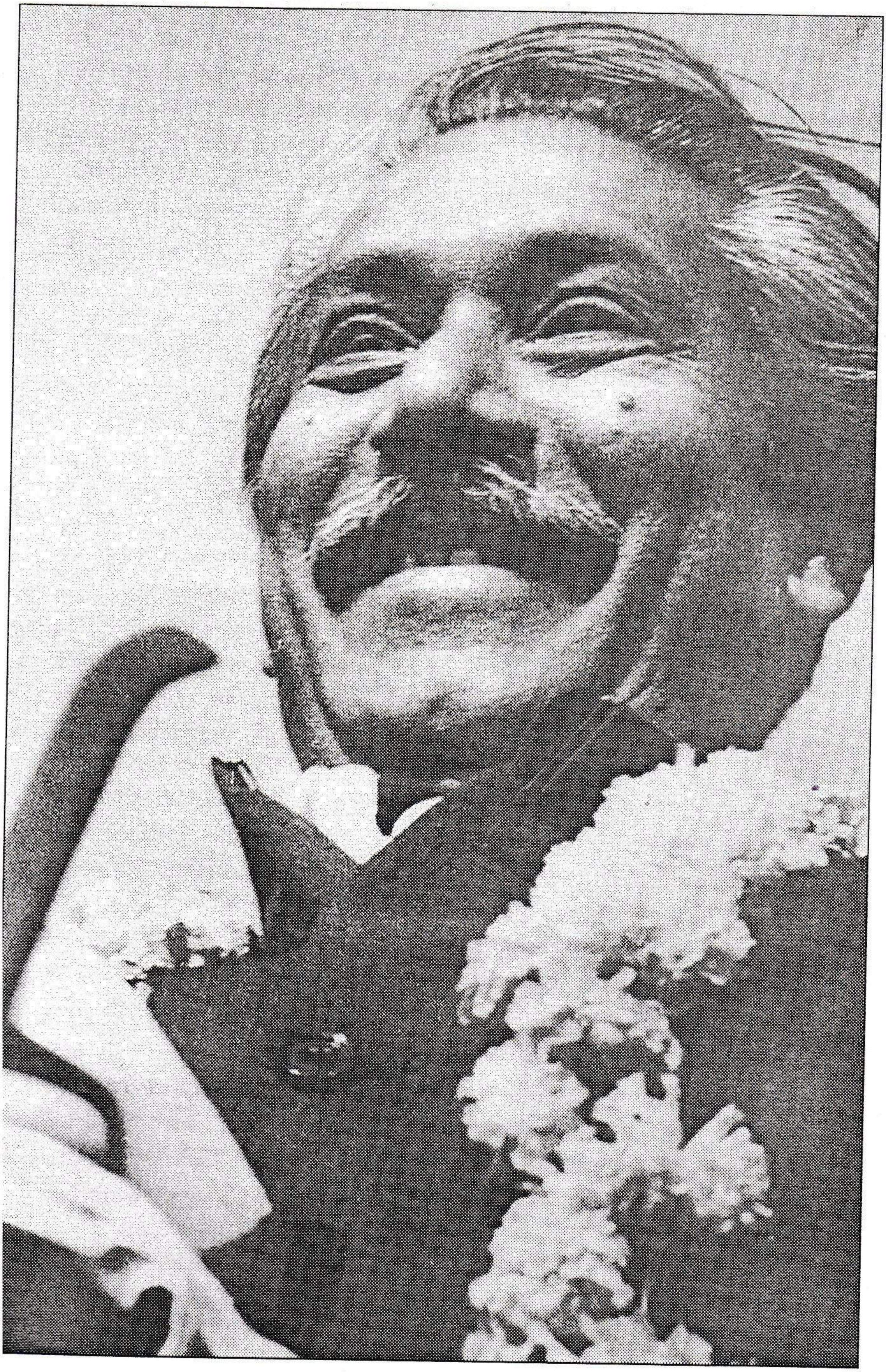
প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলো হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ার গাড়ী চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু, সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাই কোর্ট, জর্জ কোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দফতরগুলো-ওয়াপদা, কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল ঃ প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দেবার না পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।

আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই— তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপরে গুলি চালাবার চেষ্টা কর না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবা না। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যতদূর পারি ওদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছিয়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি ঃ আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল। কেউ দেবে না। শোনেন -মনে রাখবেন শত্রু বাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-নন বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন রেডিও, টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয় কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে- যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সংগে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।

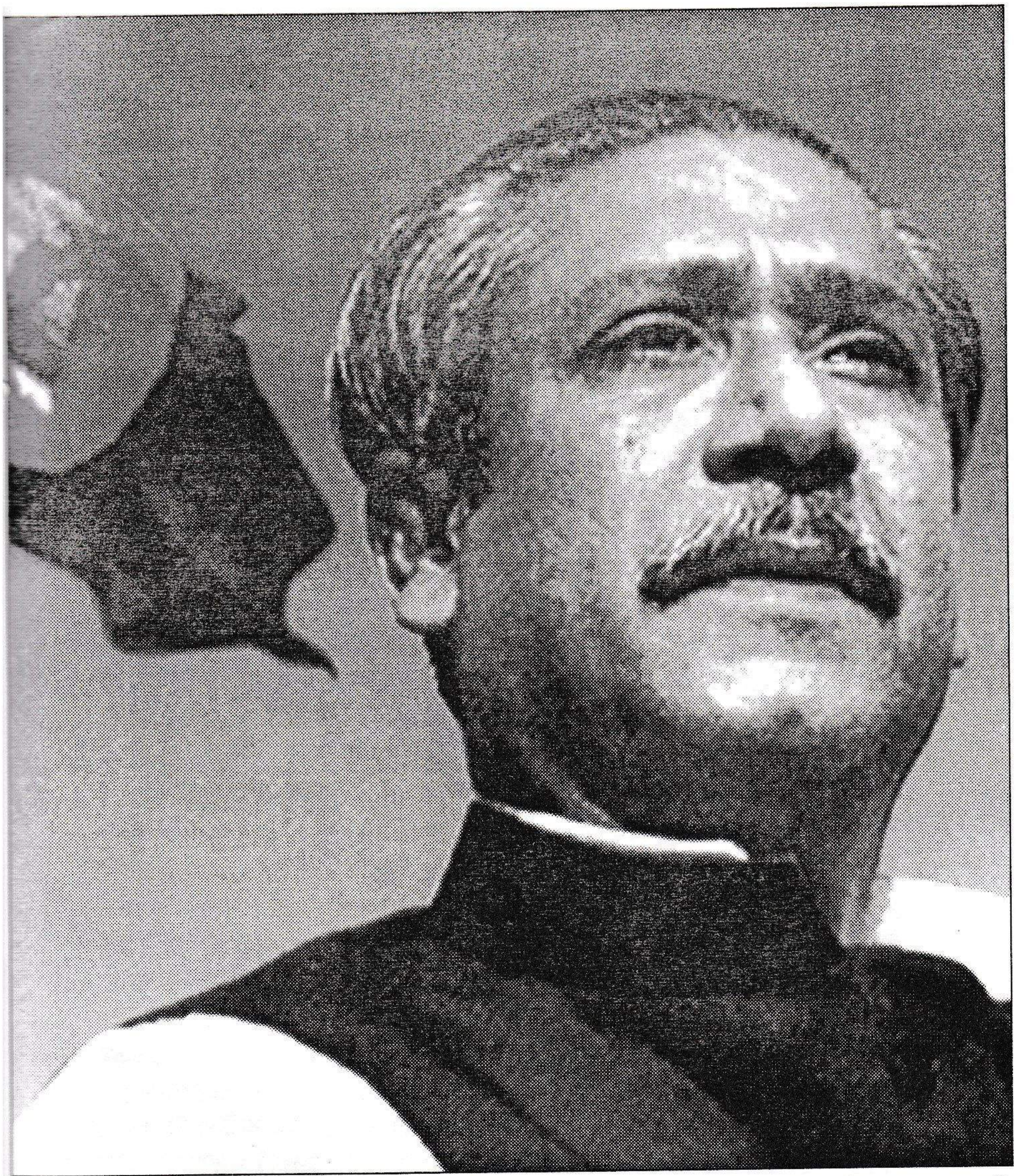
প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা ঃ রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব- এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

জয় বাংলা।



২৪ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি



রাজনীতির কবি— এপ্রিল, ১৯৭১ নিউজ উইক পত্রিকার প্রচ্ছদের ছবি

ইত্তেফাক, শুক্রবার ৩ বৈশাখ ১৪১১, ১৬ এপ্রিল ২০০৪

বিবিসি বাংলা সার্ভিসের শ্রোতা জরিপ

বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

ইত্তেফাক রিপোর্ট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। বিবিসি বাংলা সার্ভিসের শ্রোতা জরিপে বঙ্গবন্ধু সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২২ মার্চ, ২০০৪ পর্যন্ত বিবিসি ৩৩ দিন তাদের বাংলা সার্ভিসের অগণিত শ্রোতার মধ্যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ২০ জন বাঙালি নির্বাচন জরিপ চালায়। চিঠি, ই-মেইলে শ্রোতাদের কাছ থেকে মতামত চাওয়া হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের বলা হয়, তাদের পছন্দমত ৫ জন শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকা পাঠাতে। শ্রোতাদের প্রাপ্ত তালিকার ভিত্তিতে বিবিসি বাংলা সার্ভিস লন্ডন থেকে ২০ জন শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকা তৈরি করে। গত ২৬ মার্চ থেকে বিবিসি ২০তম স্থান থেকে শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম প্রচার করতে থাকে। গত ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের দিনে প্রচার করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রোতা জরিপে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রূপকার হিসেবে। বিবিসির ১৪ এপ্রিল প্রাতঃকালীন অধিবেশনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ঘোষণাকালে বলেছে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি যার বজ্রকণ্ঠে ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠিকে মুক্তি ও স্বাধীনতার পথ নির্দেশনা দিয়েছিল। তাঁর ৭ মার্চের ভাষণও প্রচার করে। 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

বিবিসি শ্রোতা জরিপে সর্বকালের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় শ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ৪র্থ শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, ৫ম নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, ৬ষ্ঠ বেগম রোকেয়া, ৭ম স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু, ৮ম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৯ম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, ১০ম রাজা রাম মোহন রায়, ১১তম মীর নিসার আলী যিনি শহীদ তিতুমীর হিসেবে পরিচিত, ১২তম লালন শাহ্, ১৩তম সত্যজিৎ রায়, ১৪তম অমর্ত্য সেন, ১৫তম ভাষা আন্দোলনের চেতনা (শহীদরা), ১৬তম ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৭তম স্বামী বিবেকানন্দ, ১৮তম অতীশ দীপংকর, ১৯তম স্থানে রয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং ২০তম স্থানে আছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

বিবিসি বাংলা সার্ভিস সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিদের নাম প্রচারের সময় কেন এবং কি কারণে শ্রেষ্ঠ এ সম্পর্কে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মতামতও প্রকাশ করে। ২৬ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিদিন বিবিসির এ অনুষ্ঠানের সামনে শ্রোতাদের উৎসুক ভিড় ছিল। বঙ্গবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের উপর তিনদিন বিশেষ অনুষ্ঠানও প্রচার করে। বিবিসি বাংলা সার্ভিসের প্রধান সাবির মুস্তাফার তত্ত্বাবধানে

পুরো জরিপটি পরিচালিত হয়। বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ঘোষণার পর তিনি নিজে এ নিয়ে একটি অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক ভাষ্যকার সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও বঙ্গবন্ধুর এক সময়কার ঘনিষ্ঠ সহযোগী বর্তমানে গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেনের সাথে কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, প্রথমত. তিনি সাহসী ছিলেন এবং দৃঢ়চেতা ছিলেন এবং আপোসহীন ছিলেন। যার অভাব আমরা আমাদের দেশের নেতৃত্বে বার বার দেখছি। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, '৪৭ থেকে '৭১ পর্যন্ত আমরা অনেক নেতাকেই পেয়েছি। যাদের অবদান কম নয়, সবকিছু ছাড়িয়ে জনগণের মুখপাত্র হয়ে উঠা, জনগণের ভাবনা, চেতনা, অবিলক্ষ্য, স্বপ্ন সবকিছু তিনি ধারণ করতে পেরেছিলেন। ড. কামাল হোসেন বলেন, 'বলা হতো অসম্ভবকে সম্ভব করা হল, সেটা উনি (বঙ্গবন্ধু) করেছেন এবং আমার মনে আছে কিসিঞ্জার উনাকে যে ট্রিবিউটটা দেন, 'ইউ হ্যাভ ডিফাইড হিস্ট্রি।' আমাদের ইতিহাসসেবীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এভাবে একটি রাষ্ট্র ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠা হতে পারে না, কিন্তু তোমরা করে ফেললে।' একই অনুষ্ঠানে বিবিসির সাথে দেয়া ১৯৭২ সালের বঙ্গবন্ধুর একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ এসেছে দুনিয়াতে এবং যতদিন দুনিয়া থাকবে, বাংলাদেশ থাকবে।'

দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিবিসি বলেছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাকে অনেকেই বাঙালি অস্তিত্বের শিকড় হিসেবে বর্ণনা করেন। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাঙালি সমাজে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব শুধু ভাষা সাহিত্য সাংস্কৃতিতেই সীমাবদ্ধ নেই, রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসংখ্য কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও সঙ্গীত রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপিত করেছেন, আর কোন কবি-লেখক তার ধারে-কাছেও পৌঁছাতে পারেনি। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি গীতাঞ্জলি রচনার জন্য ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করে বিশ্ববাসীর সম্মুখে বাংলা সাহিত্যকে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগে ডায়ারের নেতৃত্বে নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ইংরেজদের দেয়া নাইট উপাধি বর্জন করে দেশপ্রেমের আদর্শ তুলে ধরেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তৃতীয় স্থানে রয়েছেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বিবিসি বলেছে, 'এ কবি যার লেখা গান, কবিতায় যুগে যুগে বাঙালির জীবন সংগ্রাম ও স্বাধীনতার প্রেরণার উৎস হয়ে কাজ করেছে। তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

৪র্থ শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। বিবিসি বলেছে, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন যুগান্তকারী ঘটনার কেন্দ্রে ছিলেন ফজলুল হক। সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি অবিভক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার নিরলস চেষ্টা করেছেন ফজলুল হক।

পঞ্চম সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নেতাজী সুভাষ বসু। একজন আপোষহীন রাজনীতিক যিনি যুগে যুগে বাঙালিদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে রক্ত দাও, আমি স্বাধীনতা দেব।'

ষষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বাঙালি একজন মহিয়সী নারী। বাঙালির আধুনিক যুগের ইতিহাসে যে নারীর নাম সম্ভবতঃ সবচেয়ে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় সেই নাম হচ্ছে বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন।

স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির ৭ম স্থানে রয়েছেন। একজন বৈজ্ঞানিক যার অবদান মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির অষ্টম স্থানে আছেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিবিসি তাঁর সম্পর্কে বলেছে, যাকে আধুনিক বাংলা ভাষার জনক বললেও ভুল হবে না। তিনি শুধু বাংলা ভাষাকে মুক্ত করেই জনগণের হাতে তুলে দেননি, তিনি ছিলেন প্রগতিশীল সংস্কারের একজন অগ্রদূত।

মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির ৯ম স্থানে রয়েছেন। বিবিসি বলেছে, মওলানা ভাসানীর দীক্ষা হয়েছিল ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা চিত্তরঞ্জন দাসের হাতে। আর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বহু ঘটনার কেন্দ্রেই ছিলেন ভাসানী।

রাজা রামমোহন রায় সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির ১০ম স্থানে আছেন। তিনি একজন সংস্কারক, যিনি সনাতনী ধর্মীয় প্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন ব্রাহ্ম সমাজ।

সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির ১১তম স্থানে আছেন একজন বিপ্লবী, বিদ্রোহী শহীদের নাম মীর নিসার আলী। যিনি শহীদ তিতুমীর হিসেবে এ দেশে পরিচিত। তিনি শুধু ব্রিটিশ এবং দেশীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করেছিলেন।

১২তম স্থানে থাকা ফকির লালন শাহ এমন একজন ব্যক্তিত্ব যার রচিত গানে বিরল মানবিক দর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়।

সত্যজিৎ রায় ১৩তম শ্রেষ্ঠ বাঙালি যিনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাংলা ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সর্বোপরি বাঙালির জীবন ধারাকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেছেন।

১৪তম শ্রেষ্ঠ বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ১৯৯৮ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়ে বাঙালিদের মন জয় করেন।

১৫তম স্থানে মূলতঃ কোন একক ব্যক্তির নাম নয়, একটি চেতনার নাম এসেছে। সেটি হলো বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন যার অর্থ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ নাম না-জানা আরো অনেকের আত্মত্যাগ।

১৬তম স্থানে থাকা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এমন একজন বাঙালি যিনি সর্বপ্রথম যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বিবেচনা করার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করেন।

ধর্মগুরু স্বামী বিবেকানন্দ ১৭তম শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বাণী দিয়ে মানব সেবাকে ধর্ম রূপ দেন।

১৮তম শ্রেষ্ঠ বাঙালি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক শ্রীমান অতীশ দীপংকর এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি নিজে জয় করেছিলেন তিব্বত থেকে মালয়েশিয়া পর্যন্ত।

১৯তম শ্রেষ্ঠ বাঙালি সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। বিবিসি বলেছে, শহীদ জিয়াউর রহমান এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো' আবির্ভূত হন। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে 'আই মেজর জিয়াউর রহমান ডু হেয়ার বাই ডিক্লেয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ অন বিহাফ অব দ্য গ্রেট ন্যাশনাল লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' বলে যে ঘোষণা দেন, তা ওই সময়ে বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের মানুষের মনে সাহস জাগিয়েছিল, প্রেরণা জুগিয়েছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।

২০তম শ্রেষ্ঠ বাঙালি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাকে বলা হয়, গণতন্ত্রের মানসপুত্র। উপমহাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমৃত্যু আপোসহীন সোহরাওয়ার্দী ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী।

প্রতিক্রিয়া

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত করায় বঙ্গবন্ধুর জীবিত দু'কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জাতি এবং বিবিসির লাখ লাখ শ্রোতার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা গতকাল এক বিবৃতিতে বরেন, এ গর্ব সমগ্র বাঙালি জাতির। বিবিসি শ্রোতাদের এ রায়ে আবার প্রমাণিত হয়েছে, হত্যা করে বা ইতিহাস বিকৃতি করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম মুছে ফেলা যাবে না। বাঙালি জাতি যতদিন থাকবে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র যতদিন থাকবে, ততদিন বেঁচে থাকবেন এ রাষ্ট্রের স্থপতি। তিনি আরো বলেন, আজ যখন জাতির প্রকৃত ইতিহাস এবং বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের পরিচয় যে ক্ষমতার দাপটে অস্বীকার করার চেষ্টা হচ্ছে, তখন বিবিসির শ্রোতাদের এ রায় ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে শক্তি যোগাবে।

লন্ডনে অবস্থানরত শেখ রেহানা বার্তা সংস্থা ইউএনবিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আমি খুবই খুশি। এটি আবার প্রমাণিত হয়েছে যে, ইতিহাস তার নির্ধারিত অবস্থানে থাকে। বাঙালির হৃদয় থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম কেউ কোনদিন মুছে ফেলতে পারবে না।

প্রথম আলো, শুক্রবার ৩ বৈশাখ ১৪১১, ১৬ এপ্রিল ২০০৪
বিবিসির জরিপ

বঙ্গবন্ধু শ্রেষ্ঠতম বাঙালি

প্রথম আলো ডেস্ক

বিবিসির বাংলা সার্ভিসের শ্রোতাদের মনোনীত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ২০ জন বাঙালির তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নেতৃত্ব ও চূড়ান্তপর্বে তাঁর বজ্রকণ্ঠের আহ্বান ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠীকে মুক্তি ও স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছিল।

বিশ দিন আগে থেকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকাটি বিবিসিতে প্রচারের শেষ পর্বে গত বুধবার পহেলা বৈশাখ ভোর সাড়ে ৬টার বাংলা অনুষ্ঠানে ১ নম্বরে উঠে আসা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপস্থাপন করা হয়।

বিবিসির প্রচারিত অনুষ্ঠানে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মনোনীত করে জাপানের নাগাসাকি শহরে থেকে বিবিসির শ্রোতা মনিকা রশিদ বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম বাঙালি জাতিকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি, সর্বোপরি বাঙালি জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইলে রাজনৈতিকভাবে আমাদের স্বাধীন হতে হবে। মৃত্যুভয় বা ক্ষমতার লোভ কোনো কিছুই তাঁর দৃঢ় সংগ্রামী মনোভাবকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালির গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন অগ্রদূত। তিনি সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তর করেন। তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ মন্ত্রের মতোই বাঙালি জাতিকে একটি সুপ্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় খালি হাতে লড়াইয়ে নামতে এবং সেই লড়াইয়ে জিততে উদ্বুদ্ধ করেছিল।'

ঢাকার ধানমন্ডি থেকে শহিদুল হক বলেন, '১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠস্বর কোনো স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর বলে মনে হয়নি— মনে হয়েছিল সেটি যেন একটি ঐশী কণ্ঠ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম— এই বক্তব্য সেদিন সাড়ে ৭ কোটি বাঙালিকে এক করে দিয়েছিল।'

বৃটেনের শ্রোতা জিনাত হুদা বলেন, 'বাঙালি জাতি যদি হয় কোনো স্বপ্নের নাম, কোনো আকাঙ্ক্ষার নাম, সংগ্রামের নাম এবং সাফল্যের নাম— তবে তার রূপকার শেখ মুজিব। আবহমানকালের শাশ্বত বাঙালির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বপ্নকে তিনি বাস্তবায়িত করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।'

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরুর আগ পর্যন্ত সংগ্রামী মানুষের নির্দেশনার স্থল ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িটি। এইবাড়ি থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে এবং ওই বাড়িতেই স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি থাকাকালে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর এক দল সদস্যের হাতে তিনি নিহত হন।

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম। স্কুলজীবন থেকেই তিনি ছিলেন রাজনীতিতে সক্রিয়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ষাটের দশকে তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা।

বিবিসি প্রচারিত অনুষ্ঠানে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মূল নেতা এবং বর্তমানে আ. লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমেদ বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনকে চুম্বকে প্রকাশ করে দেখান, '১৯৪৮-এ ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ছেষট্টিতে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে গিয়ে ৬ দফা দিয়েছিলেন এবং সত্তরে বঙ্গবন্ধুর নির্বাচন।'

সাপ্তাহিক 'এখন' পত্রিকার সম্পাদক আতাউস সামাদ বিবিসিকে বলেন, 'শেখ সাহেব সাহস করে পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে এক সম্মেলনে গিয়ে ৬-দফা ঘোষণা করেন। যার ফলে তাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় এক নম্বর আসামি করা হয়। তখন তাকে ছাড়াবার জন্য আন্দোলন শুরু হলো, যা ছাত্রদের ১১-দফায় রূপ নেয়। সেখানে থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।'

সত্তরের নির্বাচনে শেখ মুজিব তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টিকে মূল বক্তব্য হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। সাংবাদিক আতাউস সামাদ বলেন, 'তাঁর অনেকগুলো নির্বাচনী মিটিংয়ে আমি গিয়েছি এবং দেখেছি। তিনি যে ৬-দফার কথা বলতেন, তখন তিনি একটা আঙুল তুলে বলতেন— আমার দাবি এই, অর্থাৎ দেশ স্বাধীন করতে হবে।'

আতাউস সামাদ আরো বলেন, '১৯৭১ সালের ৭ মার্চে তিনি রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এমন একটা বক্তৃতা দিলেন যে সবার মন ছুঁয়ে গেল। তখন তাঁর নামেই স্বাধীনতাযুদ্ধ চলেছে।'

নয় মাস যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হলে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরেছিলেন। দেশে ফিরে তিনি একসময় বলেছিলেন, 'দু'শ বছর ইংরেজ আমলে ইংরেজ বাংলাদেশকে শোষণ করেছে। তারপর ২৩ বছরে যা কিছু হাড়-মাংস ছিল তা পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গেছে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশকে (এখন) আর কেউ শোষণ করতে পারবে না, কোনো শক্তি দুনিয়ায় নাই এবং এটা (এখন) শোষণহীন সমাজ হবে এবং এখানে হবে গণতন্ত্র, এখানে হবে সমাজতন্ত্র।... যদি আমার দেশের মানুষকে শোষণ বিদেশীরা না করত তাহলে আমার মানুষ এভাবে দুঃখী আজ হতো না। যদি শোষণমুক্ত করতে পারি অদূর ভবিষ্যতে আমার বাংলাদেশ সোনার বাংলা হবে। জয় বাংলা।'

বিবিসির ভাষ্যে বলা হয়, সেই সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার আগেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কতিপয় উচ্চাভিলাষী সেনা কর্মকর্তার হাতে বঙ্গবন্ধু নিহত হন।

শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার কৃতজ্ঞতা

বিবিসির বাংলা বিভাগ পরিচালিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জরিপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রথম নির্বাচিত করায় বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা দেশ ও দেশের

বাইরের সকল বাঙালিকে অভিনন্দন জানিয়েছেণ। বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ রেহানাও বার্তা সংস্থা ইউএনবিকে দেওয়া এক প্রতিক্রিয়ায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

জরিপের ফলাফল প্রকাশের পর দেওয়া এক বিবৃতিতে শেখ হাসিনা বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে নয়, একজন বাঙালি হিসেবে আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ গর্ব সমগ্র বাঙালি জাতির।' তিনি বলেন, 'আবারও প্রমাণিত হয়েছে হত্যা করে বা ইতিহাস বিকৃত করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামকে মুছে ফেলা যাবে না। বিবিসির শ্রোতাদের এ রায় ইতিহাস-বিকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহস যোগাবে। বাঙালি জাতি যতদিন থাকবে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র যতদিন থাকবে, ততদিন বেঁচে থাকবেন এ রাষ্ট্রের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু।'

তিনি আরো বলেন, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রিত্ব বা সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব নয়, আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির কন্যা।'

এ ছাড়া বিভিন্ন সংগঠন গতকাল মিছিল সমাবেশ ও বিবৃতি দিয়ে বিবিসিকে অভিনন্দন জানায়। ছাত্রলীগ গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

প্রথম আলো, বৃহস্পতিবার ৯ বৈশাখ ১৪১১, ২২ এপ্রিল ২০০৪

ইতিহাস নিজের পথেই চলে

আবুল মোমেন

বাংলাদেশে নেতা-নেত্রীর ছবি লাগানো না লাগানো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো যে জবরদস্তির পথ ধরে, তাতে শেষপর্যন্ত এ দেশের বিবাদ ও সংঘাতের রাজনীতিই উস্কানি পায়। এই বিবাদ-সংঘাতের রাজনীতির পাশাপাশি ইতিহাস কিন্তু নিজস্ব নিয়মেই চলে। জনগণ আসলে ইতিহাসের যাত্রাপথে নীরবেই যুক্ত থাকে, তারাই ইতিহাসের প্রকৃত নির্মাতা।

বঙ্গবন্ধুর নাম ইতিহাসে অমর অক্ষয় করে রাখার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর থেকেই বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। নামকরণের হিড়িক চলল, জন্ম-মৃত্যু দিবসে ছুটি দিয়ে ক্ষান্ত হলো না, দীর্ঘ সময়ব্যাপী অনুষ্ঠান চালু করল, কারণে-অকারণে নিত্যদিনই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি চালাতে থাকল, সবশেষে তার ছবি অফিসে-অফিসে টানানোর আইন করা হলো। আওয়ামী লীগের অবশ্য ক্ষমতায় এসে এভাবে প্রতিক্রিয়া ও ব্যস্ততা দেখানোর পেছনে কারণও ছিল। পঁচাত্তরের পর থেকে প্রতিটি সরকার অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। তার আদর্শ অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধতা করেছে, বাংলাদেশকে পাকিস্তানি ধারার রাজনীতিতে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাৎপদ রাজনীতি বরাবর ইতিহাস নিয়ে মিথ্যাচার ও বিকৃতি ঘটিয়ে চলেছে। জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ নিয়ে বহু কাহিনী ও মিথ্যার আশ্রয়ও নেয়া হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু ও জেলহত্যার খুনিদের বিচার থেকে রক্ষা করে ক্ষান্ত হয়নি, তাদের সরকারি চাকরি দিয়ে পক্ষও নেয়া হয়েছে।

হত্যা ও সামরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের মতো অপরাধকে প্রশ্রয় দিলে কিংবা ক্ষমতায় আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য জবরদস্তির পথ অবলম্বন করতে গেলে ইতিহাসের সহজ-সত্য পথ বিঘ্নিত হয়। বঙ্গবন্ধু বা তাজউদ্দীন আহমদকে তাদের ন্যায্য আসন ও সম্মান দেয়া যায় না। খাপছাড়া, খণ্ডিত ও বিকৃত ইতিহাস দেশে চালু হলো। রাষ্ট্র তো ইতিহাস রচনা করেই এগিয়ে চলে, এভাবে ইতিহাস খণ্ডিত ও বিকৃত হয়ে পড়ায় রাষ্ট্রের নৈতিক অবস্থান নড়বড়ে হয়ে পড়েছে এবং অনৈতিকতার কুফলগুলো সমাজে দেখা দিতে শুরু করেছে।

প্রতিক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়ায় সম্ভবত আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়ে বঙ্গবন্ধুর নাম ও ছবি নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছিল। কিন্তু প্রথম সুযোগ পেয়েই এ দেশের জনগণ জানিয়ে দিয়েছে যে, বঙ্গবন্ধুর অবদান, ভূমিকা ও অবস্থান সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা ও বিভ্রান্তি নেই। এতটাই সে আবেগ যে, বিবিসি'র জরিপে রবীন্দ্রনাথকেও প্রায় দ্বিগুণ ভোটে টপকে বঙ্গবন্ধুই সর্বকালের সেরা বাঙালির শীর্ষ আসনটিতে অভিষিক্ত হয়েছেন। বোঝা গেল বঙ্গবন্ধুর নাম ও ছবি মানুষ অন্তরে লালন করে, বাইরে অত্যন্ত কদর্যভাবে তার ছবি ভাঙার মতো গর্হিত অন্যায় ও রুচিহীন কাজ হলেও। প্রকাশ্যে সরকারিভাবে উপেক্ষা ও অবমাননা সত্ত্বেও জনগণ নীরবে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। এখানেই আমাদের মূঢ়তা, ভুল ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইতিহাসের রায়, ইতিহাসের সাক্ষ্য, ইতিহাসের জবাব।

বিবিসি'র কথা বেদবাক্য নয়; কিন্তু বিবিসি'র শ্রোতাদের মতামতকে জনমতেরই প্রতিফলন হিসেবে গণ্য করা যায়। এ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে; যে কুড়িজনের নাম এসেছে তার বাইরে কারা বাদ পড়লেন বা কাদের নাম এ তালিকা থেকে বাদ পড়লেও চলত কিংবা এ তালিকার বিভিন্ন মনীষীর অবস্থান নিয়ে মতান্তর থাকা স্বাভাবিক। তবু বিষয়টা জনমত যা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে, অংশগ্রহণকারীরা বিনা প্ররোচনায়, বিনা লাভে তা করেছেন। এ বিষয়ে আলোচনার আগে আরেকটু কথা বলা দরকার বঙ্গবন্ধু সম্পর্কেই।

জনগণের এ রায় থেকে বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধু বাংলার ইতিহাসের মহানায়ক, সমকাল ও দলীয় রাজনীতির গণ্ডিতে তাকে আবদ্ধ করে রাখা ভুল ও অন্যায়, সকল মানবিক ভুলভ্রান্তি ছাপিয়ে তিনি মানুষের হৃদয়ে স্থান পেয়েছেন। অতএব, এখান থেকে বিএনপি ও তার বিরোধী রাজনীতিকদের যেমন শিক্ষার বিষয় রয়েছে, তেমনি তার দল আওয়ামী লীগের জন্যও শিক্ষার বিষয় রয়েছে। শিক্ষাটা হলো, বঙ্গবন্ধুর নাম তো মুছে ফেলা যাবেই না, তাতে কালিমালিপ্ত করতে চাইলে সে কালি নিজেদের গায়ে লাগবে; আবার বঙ্গবন্ধুকে দলীয় নেতা বানিয়ে রাজনীতির ফায়দা নিতে চাইলে তার অবদানকে খাটো করা হবে, তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হবে। জবরদস্তিভাবে তাকে উপেক্ষা করে বা সম্মান দেখাতে গিয়ে তার বা আমাদের কারোরই লাভ হবে না।

গণরায়কে সম্মান দেখানো হবে কি-না বা ইতিহাসের ইঙ্গিতটি কেউ উপলব্ধি করবেন কি-না সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু জাতীয়ভাবে যত তাড়াতাড়ি আমরা ঐতিহাসিক অবস্থানটা ঠিক করতে পারব, আমাদের বর্তমান কুফা অবস্থা

থেকে তত দ্রুতই মুক্তি পাব। এ রকম একটি তালিকায় বঙ্গবন্ধুর নাম যে সামনের কাতারে থাকবে সে বিষয়ে বস্তুত কারো মনে তেমন সন্দেহ থাকার কথা নয়। সবটা বেরোনোর পর প্রশ্ন উঠেছে, শীর্ষস্থানে বঙ্গবন্ধু না রবীন্দ্রনাথ— কার নাম থাকা উচিত ছিল। এ নিয়ে তর্ক হতেই পারে, একটা স্বাস্থ্যকর তর্কই হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের মনীষা ও সৃজনশীলতার ওপর ভর করে বস্তুত বাঙালি জাতিসত্তার মানসভূমিটি ভিত্তি পেয়েছে ও বিকশিত হয়েছে। তার পূর্বেকার সকল মনীষীর অবদান আত্মস্থ করে রবীন্দ্রনাথ প্রাদেশিকতা ও গ্রাম্যতার গণ্ডিতে আবদ্ধ বাঙালির জাতীয় জাগরণের, আধুনিক পর্বের এবং নাগরিক প্রমিত সাংস্কৃতিক উন্মেষের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া তার গান, কবিতা ও ছোটগল্প একদিকে; আর অন্যদিকে চিন্তা উদ্রেককারী প্রবন্ধ, শিক্ষা ও সমাজজীবনের গঠনমূলক কাজ এবং অসামান্য রুচিশীল সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বাঙালিকে তার ক্ষুদ্র জীর্ণ অবস্থান থেকে বৈশ্বিক অবস্থানের পথ দেখিয়েছে। তিনি বাঙালির মানসভুবন ও মননজগতের জন্য এক অফুরন্ত ভাণ্ডার; বাঙালিকে ব্যক্তিগত শোকে-দুঃখে, বিপদে-আপদে যেমন, তেমনি জাতীয় জাগরণে-ব্যর্থতায়, সংগ্রামে-ত্যাগে বারবার তার কাছেই হাত পাততে হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও তার আবেগের মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা স্মরণ করতেন। তাঁর শ্রেষ্ঠতা নিয়ে বিভ্রান্ত অথবা বিপথগামী মানুষ ছাড়া আর কারো তর্কে লিপ্ত হওয়ার কথা নয়।

এদিকে আমরা লক্ষ্য করি পূর্ব পাকিস্তানের অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলিম-সমাজে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভাবাবেগ কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে বাঙালির চিরায়ত অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদের মধ্যে প্রেরণার উৎস খোঁজ শুরু হয়। এটি শুরু হয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এবং প্রধানত উচ্চ পর্যায়ের ছাত্র-শিক্ষক সমাজের মধ্যে। বাঙালি মুসলমানের এই আত্মানুসন্ধান ও জাতিগত বিকাশের ধারা ক্রমে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রাসঙ্গিক ও মুখ্য হয়ে উঠেছে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের রাজনীতির মাধ্যমে। অত্যন্ত দূরদর্শিতা ও সাহসের সঙ্গে তিনি পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মোকাবেলায় লিপ্ত হয়েছিলেন। ছয় দফার আন্দোলন একদিকে যেমন আমবাঙালির মধ্যে জাতীয় চেতনা ও গৌরববোধ সঞ্চারিত করার পাশাপাশি অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জাতীয় ঐক্য ও জাগরণ সৃষ্টি করেছিল, তেমনি অন্যদিকে আন্দোলনের তীব্রতার মুখে পাকিস্তানি শাসকচক্রের ক্রমবর্ধমান দমন-পীড়নের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান উদীয়মান জাতির অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠেছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মতো দেশদ্রোহিতার অভিযোগ সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবেলা করে, বাংলাদেশ জুড়ে গণসংযোগ করে ও বক্তৃতা দিয়ে এবং আন্দোলনের লক্ষ্য স্পষ্ট করে তুলে বঙ্গবন্ধু ততদিনে জাতির মূল জাতীয় নেতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। তার সাহস, কর্মসূচির বিষয়ে অবিচল দৃঢ়তা এবং নেতা হিসেবে জনসম্পৃক্তি ও জনসমাদৃতি তাকে এ আসন দিয়েছে। এতদিনকার বড় মাপের নেতাদের মধ্যে মানুষ কিন্তু দোলাচল, অস্পষ্টতা, আপস এবং গণবিচ্ছিন্নতা দেখেছে। ফলে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় তিনি কেবল বঙ্গবন্ধু উপাধিই পাননি তার চেয়ে বর্ষীয়ান, বিদ্বান ও অভিজ্ঞ নেতাদের চেয়ে সুস্পষ্টভাবে এগিয়ে ছিলেন।

পূর্ব বাংলায় এই যে ধর্মীয় জাতীয়তার মোহ ঘুচে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক জাতীয় চেতনার বিকাশ এবং তার ভিত্তিতে সূচিত জাতীয় ঐক্যের মূল নায়ক তো বঙ্গবন্ধু। এরও চেয়ে বড় বিষয় হলো, তার নেতৃত্বে এই আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এতদিনকার ঘরকুনো, ভেতো ও ভীতু বাঙালির রূপান্তর ঘটেছিল এক সাহসী বীর জাতিতে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এক রূপান্তরিত নতুন সাহসী বাঙালি জাতিকে দেখেছে যে লড়তে জানে, সর্বোচ্চ ত্যাগে প্রস্তুত, যে ঘরবাড়ি ছেড়ে রণাঙ্গণে জীবন কাটাতে পারে।

কেবল একটি রাজনৈতিক দলের একজন নেতা এ রকম বিশাল ভূমিকা নিতে পারেন না; আবার যিনি এ রকম এক বিশাল কাজে নেতৃত্ব দেন, তিনিও কেবল একটি দলের ও কেবল রাজনীতির গণ্ডিতে বাঁধা থাকেন না। তিনি ইতিহাসের এবং জাতির মহানায়কে রূপান্তরিত হন। বাংলাদেশ যদি নাও টেকে (সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন অনেক পরিবেশবিদ), বাঙালি জাতি যত দিন টিকবে, তত দিন শেখ মুজিবের নাম এভাবে টিকে থাকবে। মনীষী অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেই ছড়াটি এ রকম একটা বোধ থেকেই উৎসারিত— 'যত দিন রবে পদ্মা-মেঘনা, গৌরী বহমান/তত দিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান'।

যখন কেউ সাধারণ অবস্থান থেকে অনেক বড় ভূমিকায় চলে যান, তখন তিনি কেবল আর বাস্তবের মানুষ থাকেন না, হয়ে ওঠেন ঐতিহাসিক চরিত্র, পুরাণকথার কিংবদন্তি-সমব্যক্তিত্ব, গল্প-কবিতা-গানের উপলক্ষ। সাম্প্রতিককালে রাজনীতিকদের মধ্যে কেবল বঙ্গবন্ধুকেই নেয়েই কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী ও সাধারণ মানুষ নানা সৃজনশীলতায় মেতে উঠেছেন। এত গান, এত ছড়া, এত কবিতা সৃজনশীলতা কোন আওয়ামী লীগারের কাজ নয়; তেমনি কোন সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও রচিত হয়নি। এ সবই মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক আবেগের প্রকাশ। যেকোন বিচারক্ষমতাসম্পন্ন সচেতন মানুষ জানেন, ইতিহাসে কখনো কখনো এ রকম গণনায়কের সন্ধান মেলে, যাদের নিয়ে যুগ যুগ ধরে মানুষ তাদের আবেগ প্রকাশ করে চলে। এর অর্থ এই নয় যে, তারা অভ্রান্ত পুরুষ, তাদের দুর্বলতা ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেনি। মানুষ তো মানুষেরই মতো ভুলত্রুটি নিয়েই মানুষ। বঙ্গবন্ধুও তাই, কিন্তু গণনায়কদের মতো জাতীয় জীবনে ইতিবাচক মৌলিক, প্রভাবক ভূমিকাটা এত যে ভুলকে ছাপিয়ে অবদানের কথাই বার বার আসে। মহাত্মা গান্ধী, আব্রাহাম লিংকন, গ্যারিবল্ডির মতো ইতিহাসের গণনায়কদের ভুলত্রুটি নয়, অবদানের জন্যই জাতি স্মরণ করছে শ্রদ্ধার সঙ্গে। একটি জাতির রূপায়ণ-রূপান্তরে এবং জাগরণ ও স্বাধীনতা অর্জনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এটি তাদের নায়কের প্রতি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিদান।

যে প্রশ্নটা এ সূত্রে উঠতে পারে, তা হলো, রবীন্দ্রনাথকে ডিঙিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রথম স্থানে উঠে আসা সঙ্গত হলো কি-না। আসলে এর উত্তরটা সহজ। বঙ্গবন্ধুসহ যেসব শিক্ষিত বাঙালি এ দেশের মানুষের জাগরণ ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় তাদের উজ্জীবিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাদের সবার কাছে এ কাজে মূল প্রেরণা ও অবলম্বন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আগেই আমরা বলেছি, তিনিই গ্রাম্যতার

গণ্ডিতে বাঁধাপড়া প্রাদেশিকতায় নিমজ্জিত বাঙালিকে বিশ্ব দরবারের সন্ধান দিয়েছিলেন। তিনি বাঙালির মানস ও মননের খোরাক যুগিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। বাঙালি মানসের স্রষ্টা ও বাঙালির মননের মূল স্থপতি হলেন সব হিসেবের ঊর্ধ্বে। যদি বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করা হতো, তার বিচারে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কে, তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায়, তিনি রবীন্দ্রনাথেরই নাম করতেন। হয়তো বিবিসি'র এ জরিপ যদি বঙ্গবন্ধু ও তার মতো শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে সীমিত থাকত, তাহলেও হয়তো শীর্ষস্থানে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এ জরিপ আরো সর্বজনীন-বিবিসি রেডিওর বাংলা সার্ভিসের শ্রোতাদের মধ্যে হয়েছে। শিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত-শিক্ষাবঞ্চিত এবং ধনী-মধ্যবিত্ত-দরিদ্র, শহুরে-গ্রামীণ মিলে আমাদের যে বৈচিত্র্যময় জাতি; তাঁদের আবেগ ও তারই বিচারবোধের প্রতিফলন ঘটেছে। এতে শীর্ষস্থানে বঙ্গবন্ধুর স্থান লাভ যথার্থভাবেই ঘটেছে। এর মধ্য দিয়ে জাতি গঠন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা, তার প্রতি মহলবিশেষের বিরূপতার প্রতিবাদ এবং তার কিংবদন্তিতুল্য ভূমিকার স্বীকৃতি মিলেছে।

আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞেস করলে আমি বলতাম, রবীন্দ্রনাথকে হিসাবের বাইরে রাখাই যুক্তিযুক্ত। আর আমবাঙালির মতামত জরিপ করলে বৃটেনে যেমন শেক্সপিয়রকে ডিঙিয়ে চার্চিল শীর্ষে চলে এসেছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথকে ডিঙিয়ে বঙ্গবন্ধু শীর্ষে চলে এলে তা চার্চিলের চেয়েও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হবে আমার।

সংবাদ, বুধবার ১ বৈশাখ ১৪১১, ১৪ এপ্রিল ২০০৪
সবার শীর্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। বিবিসির শ্রোতাদের জরিপে শেষপর্যন্ত এটাই হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে গতকাল ভোর সাড়ে ৬টায় বিবিসির বাংলা অনুষ্ঠানে যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ভেসে আসে, তখনই নিশ্চিত হওয়া যায় বঙ্গবন্ধুই হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। গত কয়েকদিন ধরেই জল্পনা-কল্পনা চলছিল কে হবেন শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান না কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর?

বিবিসির শ্রোতাদের ওপর জরিপে শ্রোতাদের মনোনয়নের ওপর ভিত্তি করে বাছাই করা হয় শীর্ষ বাঙালির নাম। একজন শ্রোতা পাঁচজনকে মনোনয়ন দেয়ার সুযোগ পায়। এক মাসে চিঠি ও ই-মেইলে প্রায় ১৪০ ব্যক্তির নাম আসে। এর মধ্যে পয়েন্টের ভিত্তিতে শীর্ষ কুড়িজনের তালিকা তৈরি করা হয়। গত ২৬ মার্চ থেকে বিবিসি প্রচার শুরু করে ওই শীর্ষদের নাম, তাদের পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠানে। আজ ১ বৈশাখ, নতুন বছরে ঘোষিত হবে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম। তিনি হচ্ছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সংবাদ, শুক্রবার ৩ বৈশাখ ১৪১১, ১৬ এপ্রিল ২০০৪
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
সংবাদ ডেস্ক

বিবিসি'র জনমত জরিপে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। বাংলা ও বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, যার বজ্রকণ্ঠ ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠীকে মুক্তি ও স্বাধীনতার পথ নির্দেশিত করেছিল। আজ আমরা সারাবিশ্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যে যেখানেই বসে যা কিছু করছি বা বলছি তার কোনটাই সম্ভব হতো না যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সময়ে না পেতাম। তিনিই বাঙালি জাতিকে প্রথম বোঝাতে সক্ষম হন যে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সর্বোপরি বাঙালি জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইলে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে হবে। মৃত্যুভয় বা ক্ষমতার লোভ— কোনও কিছুই তার দীর্ঘ সংগ্রামী মনোভাবকে দমিয়ে দিতে পারেনি। ২৩ বছর ধরে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালির গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন অগ্রণী এবং এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপায়ণ করেন। তার ৭ মার্চের ভাষণ মন্ত্রের মতো সমগ্র বাঙালি জাতিকে পৃথিবীর একটি সুপ্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে খালি হাতে লড়াইয়ে নামতে এবং সেই লড়াইয়ে জিততে উদ্দীপ্ত করেছিল।

সংবাদ, শুক্রবার ৩ বৈশাখ ১৪১১, ১৬ এপ্রিল ২০০৪

‘যতদিন রবে পদ্মা যমুনা গৌরি মেঘনা বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান’

শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের কথা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। বাংলা ও বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, যার বজ্রকণ্ঠ ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠীকে মুক্তি ও স্বাধীনতার পথ নির্দেশিত করেছিল। আজ আমরা সারাবিশ্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যে যেখানেই বসে যা কিছু করছি বা বলছি তার কোনটাই সম্ভব হতো না যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সময়টাতে না পেতাম। তিনিই বাঙালি জাতিকে প্রথম বোঝাতে সক্ষম হন যে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সর্বোপরি বাঙালি জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইলে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে হবে। মৃত্যুভয় বা ক্ষমতার লোভ— কোনও কিছুই তার দীর্ঘ সংগ্রামী মনোভাবকে দমিয়ে দিতে পারেনি। ২৩ বছর ধরে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালির গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন অগ্রণী এবং এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপায়ণ করেন। তার ৭ মার্চের ভাষণ মন্ত্রের মতো সমগ্র বাঙালি জাতিকে পৃথিবীর একটি সুপ্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে খালি হাতে লড়াইয়ে নামতে এবং সেই লড়াইয়ে জিততে উদ্দীপ্ত করেছিল।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ যে কণ্ঠস্বরটা ছিল সেটাকে একটা মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবে মনে হয়নি। মনে হয়েছিল একটা ঐশী কণ্ঠস্বর এবং ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’— এই বক্তব্যটা সাড়ে সাতকোটি মানুষকে ওইদিন এক করে দিয়েছিল। আজকে মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচার একটা স্পৃহা আছে। আমরা যে স্বাধীন, এই উপলব্ধিটা কিন্তু এসেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকেই।

বাঙালি জাতি যদি হয় একটি স্বপ্নের নাম, আকাঙ্ক্ষার নাম, সংগ্রামের এবং সফলতার নাম তবে তার রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। আবহমানকালের শাশ্বত বাঙালির সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক স্বপ্নকে মুজিব বাস্তবায়িত করেন ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ বাঙালি জাতি হিন্দু নয়, মুসলিমের নয়— এটা হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধসহ সকলের। যার ভিত্তি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি। মুজিব তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা, মেধা, ত্যাগ, অকৃত্রিম ভালবাসা এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এই আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করেছেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। হত্যার পর সেই টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে গিয়ে তাকে কবর দেয়া হয়। স্কুল জীবন থেকেই ছিলেন রাজনীতিতে সক্রিয়। ’৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ’৬০-এর দশকে তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা।

যেমনটা বলছিলেন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মূল নেতা এবং এখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য

তোফায়েল আহমেদ (স্বকণ্ঠে) বলেন, '৪৮-এ ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা, '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন এবং ১৯৬৬-তে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানকে ছয়দফা দিয়েছিলেন। তারপর ১৯৭০ এর নির্বাচন।

সাপ্তাহিক 'এখন' পত্রিকার সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক আতাউস সামাদ বলছিলেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগে এসে শেখ মুজিব মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দলটিকে শক্তিশালী করেছিলেন। তবে যুক্তফ্রন্ট শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে না পারায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর শেখ মুজিব আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। সাংবাদিক আতাউস সামাদ বলছেন (স্বকণ্ঠে), "শেখ সাহেব সাহস করে ছয় দফা ঘোষণা করেন, তাও করলেন তিনি লাহোরে। পশ্চিম পাকিস্তানে একটা সম্মেলনে গিয়ে তিনি এই ছয় দফা ঘোষণা করলেন। যার ফলে ওনাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে যে মামলাটি হয় তাতে এক নম্বর আসামি করা হলো। তারপর ওনাকে ছাড়ানোর জন্য আন্দোলন হল যেটা ছাত্রদের ১১ দফায় রূপ নিল। এবং ওইখান থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হলো। ১৯৭০-র নির্বাচনে শেখ মুজিব তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টিকে মূল বক্তব্য হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।

যেমনটা বলছিলেন, সাংবাদিক আতাউস সামাদ। উনি নির্বাচনী যে প্রচারগুলো করেছেন তার অনেকগুলো জায়গায় আমি তাঁর সঙ্গে গিয়েছি। উনি সবখানেই ছয় দফার কথা বলতেন এবং ছয় দফা না হলে একটা আঙুল তুলে বলতেন আমার দাবি 'এই' অর্থাৎ দেশ স্বাধীন করতে হবে।

সর্বোপরি '৭১-এর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধ— আবারও আতাউস সামাদ, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্সে তিনি এমন একটা বক্তৃতা দিলেন যা সবার মন ছুঁয়ে গেল, সবাই ওনার নির্দেশ মানতে লাগল এবং ওনার নামেই স্বাধীনতা যুদ্ধ চলেছে।

নয় মাসের যুদ্ধের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। দেশে ফেরার পর তিনি বলেছিলেন, "২শ' বছর ইংরেজ আমলে ইংরেজরা বাংলাদেশকে শোষণ করেছে, তারপর ২৩ বছর যা কিছু হাড়, মাংস ছিল পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গেছে কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশকে আর কেউ শোষণ করতে পারবে না। কোন শক্তি এ দুনিয়ায় নেই এবং এটা শোষণহীন সমাজ হবে এবং এখানে হবে গণতন্ত্র, এখানে হবে সমাজতন্ত্র। বাংলার জমি উর্বর, দুনিয়ায় তুমি ঘুরেছ, আমিও দুনিয়া দেখেছি— এমন সোনার দেশ, এমন সোনার মাটি কোথাও দেখেছ তুমি? যদি আমার দেশের মানুষকে বিদেশীরা শোষণ না করত তাহলে আমার দেশের মানুষ এমন দুঃখী হতো না। যদি শোষণ বন্ধ করতে পারি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমার বাংলাদেশ সোনার বাংলা হবে।"

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবনে বঙ্গবন্ধু ঘাতকদের গুলিতে নিহত হন। দেশের গুটিকয় সেনা কর্মকর্তা এ হত্যাকাণ্ড ঘটায়।

সংবাদ, শুক্রবার ৩ বৈশাখ ১৪১১, ১৬ এপ্রিল ২০০৪

এই গৌরব বাঙালি জাতির
শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার প্রতিক্রিয়া

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বিবিসি'র জরিপে জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হওয়ায় বঙ্গবন্ধু পরিবারে জীবিত দু'সদস্য, দু'কন্যা জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা জরিপে অংশগ্রহণকারী সকল শ্রোতা এবং বিশ্বের সকল বাঙালির প্রতি অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

শেখ হাসিনা ১ বৈশাখ বিবিসিতে জরিপের ফলাফল প্রচারের পরপরই এক বিবৃতিতে বলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বীকৃতি দেয়ার গৌরব সমগ্র বাঙালি জাতির। শেখ হাসিনা বলেন, বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে তার নিজস্ব ভাষা ছিল, কৃষ্টি ছিল, সংস্কৃতি ছিল, ঐতিহ্য ছিল। ছিল না একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, বীরের জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে নিজস্ব পরিচিতি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই বাঙালিকে দিয়েছিলেন জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। এখানেই বঙ্গবন্ধুর সার্থকতা, তার শ্রেষ্ঠত্ব।

তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধারণ করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্বপ্নকে। বাস্তবায়িত করেছিলেন তিতুমীর, সূর্যসেন, নেতাজি সুভাষ বসু, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীসহ মুক্তিকামী বাঙালির আকাঙ্ক্ষাকে। তাঁর নেতৃত্বেই পরাধীনতার শিকল ভেঙেছিল বাঙালি জাতি।

শেখ হাসিনা তার মা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এবং ১৫ আগস্ট কালরাতে বঙ্গবন্ধুর সাথে নিহত সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, আজ যখন জাতির প্রকৃত ইতিহাস এবং বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের পরিচয়কে ক্ষমতার দাপটে অস্বীকার করার চেষ্টা হচ্ছে, তখন বিবিসি'র শ্রোতাদের এ রায় ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহস জোগাবে।

তিনি বলেন, আবারও প্রমাণিত হয়েছে হত্যা করে বা ইতিহাসকে বিকৃত করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামকে মুছে ফেলা যাবে না। বাঙালি জাতি যতদিন থাকবে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র যতদিন থাকবে, ততদিন বেঁচে থাকবেন এ রাষ্ট্রের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রিত্ব বা সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব নয়, আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির কন্যা। এ পরিচয় আমাকে অনুপ্রাণিত করে। ইনশাল্লাহ যতদিন বেঁচে থাকব বাংলাদেশ ও বাঙালির জন্য কাজ করে যাব।

১ বৈশাখে আওয়ামী লীগের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শেষে শেখ হাসিনা তার বক্তৃতায় বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী ও একাত্তরের পরাজিত শত্রুরা গত ২৯ বছর ধরে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলা এবং তার মর্যাদা খাটো করার ষড়যন্ত্র করেছে। তিনি বলেন, সঠিক

ইতিহাস কখনো মুছে ফেলা যায় না, ইতিহাস সবসময় সত্যকেই স্বীকৃতি দেয়। তাই সমগ্র বিশ্বে সকল বাঙালির কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হয়েছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আজ প্রমাণিত হয়েছে ইতিহাস কথা কয়। তিনি বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলে এদেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাবো। দুঃশাসনের কবল থেকে বাংলাদেশের মানুষকে মুক্ত করবোই।

জাতির জনকের কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনবিকে দেয়া তার প্রতিক্রিয়ায় বিবিসি ও তার শ্রোতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, আজ এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইতিহাস বঙ্গবন্ধুকে সঠিক স্থান দিয়েছে। এ ঘটনায় তার অসীম আনন্দ প্রকাশ করে শেখ রেহানা বলেন, বাঙালির হৃদয় থেকে কেউ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম মুছে ফেলতে পারবে না। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে ততদিন প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকবেন।

সংবাদ, রোববার ৫ বৈশাখ ১৪১১, ১৮ এপ্রিল ২০০৪
উপসম্পাদকীয়
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
মোহাম্মদ শাহজাহান

বিবিসি বাংলা বিভাগের শ্রোতাদের ভোটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ২০ জন বাঙালির তালিকায় এক নম্বরে রয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে ১৪ এপ্রিল শীর্ষ ২০ জন বাঙালির প্রথম ব্যক্তি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম প্রচারিত হয়। ২৬ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত এই শীর্ষ ২০ বাঙালির ওপর বিবিসি অনুষ্ঠান প্রচার করে। ২৬ মার্চ ২০তম স্থান লাভকারী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নাম প্রথম প্রচারিত হয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই ২০ বাঙালি সন্তান হচ্ছেন— প্রথম- শেখ মুজিবুর রহমান, ২য়- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩য়- কাজী নজরুল ইসলাম, ৪র্থ- এ. কে. ফজলুল হক, ৫ম- সুভাষ চন্দ্র বোস, ৬ষ্ঠ- বেগম রোকেয়া, ৭ম- জগদীশ চন্দ্র বসু, ৮ম- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৯ম- মওলানা ভাসানী, ১০ম- রাজা রামমোহন রায়, ১১তম- শহীদ তিতুমীর, ১২তম- লালন শাহ, ১৩তম- সত্যজিৎ রায়, ১৪তম- অমর্ত্য সেন, ১৫তম- ভাষা শহীদগণ, ১৬তম- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ,১৭তম-স্বামী বিবেকানন্দ, ১৮তম- অতীশ দীপঙ্কর, ১৯তম- জিয়াউর রহমান এবং ২০তম- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

পয়লা বৈশাখ বিবিসির প্রভাতী অনুষ্ঠানে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে প্রচারিত হওয়ার পর বাংলার মানুষ আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে। পয়লা বৈশাখ বা ১৪ এপ্রিল এটাই ছিল সবচেয়ে আনন্দময় খবর।

বিবিসির শ্রোতাদের ভোটে শীর্ষ ২০ জন বাঙালির মধ্যে বঙ্গবন্ধু মুজিবের নাম এক নম্বরে থাকায় আবার প্রমাণিত হলো ইতিহাসের সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকা যায় না।

কেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ?

১. ১৯৭০ সালের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৯টি আসনের মধ্যে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পায়।

প্রাদেশিক পরিষদ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন আওয়ামী লীগ পায়। কোন বাঙালি নেতা তার দেশের কোন নির্বাচনে এতো বিপুল সমর্থন পেয়েছে কি?

২. ১৯৭১ সালের পয়লা মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ '৭১ অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শুরু হয় শেখ মুজিবের নির্দেশে অসহযোগ আন্দোলন। ৭ মার্চ '৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের বক্তৃতা স্মরণকালের বা ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম বক্তৃতা। তখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ চেয়েছিল তিনি যেন ওই দিন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অন্যদিকে সামরিক কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, রেসকোর্সের ময়দানে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে জনসভায় রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়া হবে। এই পরিস্থিতিতে বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু সরাসরি যেমন স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি আবার স্বাধীনতা ঘোষণার বাকিও রাখেননি।

৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আলাউদ্দিন আল আজাদ তার লেখা 'ফেরারী ডায়েরী' গ্রন্থে লিখেছেন— 'মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দলিল, লিংকনের গৃহযুদ্ধ ভাষণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং শুধু ভাষণ হিসেবেও এমনি অনবদ্য যে, তা নিঃসন্দেহে শুধু দশটি শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণের অন্যতম। এই ভাষণ শুধু যেন ভাষণ নয়— এক বীজমন্ত্র, যা কোটি কোটি মানুষকে শুধু উদ্দীপ্ত করেনি, এক কঠিন সংগ্রামের দিকে পরিচালিত করেছে। যেন কোন ব্যক্তি নয়, একটা আলোড়িত জাতির মর্মমূল থেকে এই ভাষণের উৎপত্তি-প্রাকৃতিক ঘটনার মতো।...'

৩. একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতির ওপর সশস্ত্র হামলা করলে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১ থেকে ২৫ '৭১ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক শাসন কার্যত অচল হয়ে যায়। এই ২৫ দিন প্রকৃতপক্ষে দেশ পরিচালনা করেছেন শেখ মুজিব। গভর্নর হাউজ নয়, বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাসভবনই ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। পাকিস্তানি নেতা খান মো. ওয়ালী খান বলেছেন— 'শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এবারের অসহযোগ আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের চেয়েও শক্তিশালী।' ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান সামরিক সরকারের জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালেক তার লেখা ..... গ্রন্থে লিখেছেন— 'অসহযোগ আন্দোলনের সময় মুজিবের শাসন সারা পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করে।' পাকিস্তানি নেতা আসগর খান '৭১-এর মার্চে পূর্ব পাকিস্তান সফরের পর বলেছিলেন, 'ক্যান্টনমেন্ট ও প্রেসিডেন্ট হাউজ ছাড়া কোথাও পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উড়তে তিনি দেখেননি।' তখন পূর্ব পাকিস্তানের সকল মানুষ বঙ্গবন্ধুর কথা শুনেছেন। যেমন— ৭ মার্চ, ১৯৭১ টিক্কা খান গভর্নর হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। কিন্তু হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি বি. এ সিদ্দিকী টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করাননি। আরও একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ৭ মার্চ '৭১ পূর্ব পাকিস্তান বেতার কেন্দ্র থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারিরা বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানের ভাষণ

সরাসরি প্রচার করতে চেয়েছিল। কিন্তু সামরিক সরকার সেই ভাষণ প্রচার করতে না দেয়ায় কর্মকর্তা-কর্মচারিরা বেতারের কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। পরদিন ৮ মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করার অনুমতি দেয়ার পর সেই ভাষণ প্রচারের মাধ্যমে বেতারের কার্যক্রম শুরু হয়। '৭১-এর ৫ মার্চ লন্ডনের টাইমস পত্রিকায় বলা হয় 'শেখ মুজিবই হচ্ছেন বিদ্রোহী পূর্ব বাংলার শাসক।'

৪. আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। বাংলাদেশ নামকরণও বঙ্গবন্ধুই করেন। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসনে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন যে, 'আজ হতে এ অঞ্চলের নাম হবে বাংলাদেশ।'

৫. ১৯৭১ সালে নয় মাস যুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। তা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকে প্রবাসী সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয়।

তার কারণ হলো, শত্রুর কারাগারে বন্দি হওয়া সত্ত্বেও সে সময় মুজিবের মতো জনপ্রিয় অন্য কোন নেতা আওয়ামী লীগে বা বাংলাদেশে ছিল না। আওয়ামী লীগ বিরোধী বলে পরিচিত বর্তমান আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ তার লেখা গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন— 'নেতৃবৃন্দ জানতেন যে একমাত্র শেখ মুজিবের নামে সংগ্রাম পরিচালনা করলেই জনগণের সমর্থন অর্জন করা সম্ভব। এটা ছিল বাস্তবিক অর্থে বিস্ময়কর যে শেখ মুজিব পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হলেও এবং নিজে গ্রেফতার বরণ করলেও তার জনপ্রিয়তা ও ভাবমূর্তি ছিল অটুট। এভাবে এমন একজনের নামে নয় মাসব্যাপী সংগ্রাম পরিচালনা করা হয় যিনি স্বয়ং সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন না এবং কোনদিন নিজ বাসভূমিতে ফিরে আসবেন এমন নিশ্চয়তা ছিল না। মুজিবের জীবনে এটাই ছিল সর্বোচ্চ সাফল্য।'

৬. এ কথা ঠিক একাত্তরের নয় মাস পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি থাকলেও বঙ্গবন্ধুর নামে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দেশের বিবেক বলে পরিচিত আবুল ফজল লিখেছেন— 'আজ আমরা যে নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিতে সাহস পাচ্ছি এও শেখ মুজিবেরই অবদান। তার দুঃসাহসী কণ্ঠই আমাদের কণ্ঠে এ দাবি তুলে দিয়েছে। আমরা আজ বন্ধনমুক্ত।'

৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারেও বঙ্গবন্ধু দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর সশস্ত্র হামলা চালানোর পর গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এর আগে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়া যেত না। উল্লেখ্য, তৎকালীন মার্কিন ও চীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করলেও সঠিক সময়ে স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার কারণে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই মাত্র নয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

৮. বঙ্গবন্ধুর অনন্যসাধারণ নেতৃত্বের জন্য ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'নিউজ উইক' তাকে 'রাজনীতির কবি' বলে উল্লেখ করেন। একজন কূটনীতিকের উদ্ধৃতি দিয়ে ওই ম্যাগাজিনে লেখা হয়—

'একাকী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সময়েও মনে হয় তিনি যেন ৬০ হাজার লোককে সম্বোধন করে বক্তৃতা দিচ্ছেন। উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি— পাকিস্তানের তিনটি ভাষায় বঙ্গবন্ধু পটু। নিজেকে মৌলিক চিন্তাবিদ বলে ভান করেন না মুজিব। বঙ্গবন্ধু রাজনীতির কবি— প্রকৌশলী নন, তবে বাঙালিরা যত না প্রায়োগিক, তার চেয়ে শৈল্পিক বেশি। কাজেই এই অঞ্চলের সকল শ্রেণী ও মতাদর্শকে ঐক্যবদ্ধ করতে যা প্রয়োজন, বঙ্গবন্ধুর রীতিতে হয়ত ঠিক তাই আছে।'

৯. বঙ্গবন্ধু ছিলেন সমগ্র বিশ্বের দু'চার পাঁচজন জনপ্রিয় নেতাদের অন্যতম। '৭০-এর নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব বাংলার শতকরা ৯০ জনেরও বেশি মানুষ শেখ মুজিবের নৌকায় ভোট দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে কবি শামসুর রাহমান লিখেছেন,

'শেখ মুজিবুর রহমানের মতো জনপ্রিয় নেতা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এই অসামান্য জনপ্রিয়তা এমনিতেই আমলকির মতো এসে যায়নি তার হাতের তালুতে। যদি আমরা তার রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব কী করে তিনি নিজেকে ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করে গেছেন। এ সবকিছুর পেছনেই ছিল ঐকান্তিক দেশপ্রেম এবং মানুষের প্রতি ভালবাসা।...'

১০. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ বের হয়েছে। বাঙালি কবি অন্নদা শংকর রায় যথার্থই বলেছেন—

'যতদিন রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।
দিকে দিকে আজ রক্তগঙ্গা
অশ্রুগঙ্গা বহমান
তবু নাহি ভয় হবে হবে জয়
জয় মুজিবুর রহমান।'

(লেখক ঃ সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা)

সংবাদ, সোমবার ১৩ বৈশাখ ১৪১১, ২৬ এপ্রিল ২০০৪
অতিথি কলাম
বাঙালি, তোমাকে অভিবাদন
মমতাজ লতিফ

শ্রেষ্ঠ বিশজন বাঙালির তালিকা জনমতের তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ দাবি করে। বিবিসি যখন শ্রেষ্ঠ পাঁচজন বাঙালির মনোনয়নের জন্য মতামত আহ্বান করেছিল, তখন অধিকাংশ বাঙালির মতোই আমিও ছিলাম কৌতূহলহীন। বরং ভাবছিলাম প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বর্তমান জোট সরকারের বদৌলতে এতো বিচিত্র মানবতা বিধ্বংসী ঘটনার প্রতিবাদ, প্রতিরোধের প্রচেষ্টার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকা প্রণয়নকে নেহাতই সাদামাটা এক কাজ বলে গণ্য করে এ বিষয়ে একেবারেই ছিলাম নীরব, উত্তেজনাহীন। হঠাৎ একদিন আকস্মিকভাবে খবরের কাগজে শ্রেষ্ঠ একজন বাঙালির

নাম হিসেবে অতীশ দীপঙ্করের নাম উঠে আসছে দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। ভাবলাম, এ যুগের কনজুমারিজমের পেছনে দৌড়ানো সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমান মতামতদাতাদের মনে অতীশ দীপঙ্কের নাম মনে পড়ল? এ তো ভারি অদ্ভুত জাতি! সেদিনের মুক্তিযুদ্ধের চার মূলনীতি, চার নেতা, একজন বাদে অন্যসব সেক্টর কমান্ডারকে ভুলে থাকা, হয় কে নয়, নয় কে হয় করতে দেখেও চোখ-মুখে থাকা, এতো দীর্ঘকালীন হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে না দাঁড়ানো, সত্তর হাজার চিহ্নিত সন্ত্রাসীকে মামলা থেকে অব্যাহতি দান এবং দেশে খুনি-সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য বাড়লেও যারা কানে তুলো, চোখে ঠুলি দিয়ে নিজের আখেরটি গোছাচ্ছে, তাদের অতীশ দীপঙ্করকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি মনে হয় কি করে?

বাস্তবিক বাঙালিকে হিসাবে আনা যায় না। বাঙালি কখন কি করে বসবে, কি বলবে, তার কোন ঠিক নেই। তারপর থেকে প্রতিদিন খবরের কাগজে দেখে নিই শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় আর কে অন্তর্ভুক্ত হলেন। দেখে প্রতিদিন খুশি হয় মন, বাঙালি করেছে কি? কাউকে ভোলেনি, এ কেমন করে হলো? আমার নিরানন্দ জীবনে দুয়েকটা আনন্দের কুঁড়ি ফুটিয়ে দিল সেসব ঘটনা, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাঙালির ওপর মতামত জরিপের ফল একটি! বাঙালি নারী শিক্ষার এবং আধুনিক শিক্ষার প্রচারে এবং সতীদাহ রদে অগ্রণী ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়কে মনে রেখেছে। তবে সর্ব অর্থে আধুনিক এবং নারী শিক্ষা, নারীর পুনর্বিবাহ প্রথা প্রচলন করে নারীকে সমাজের এবং পুরুষের তৈরি অনেক শৃঙ্খল ভাঙার জন্য আজীবন কাজ করেছেন, নিজ ব্যয়ে কত স্কুল খুলেছেন, কত বিধবা বালিকার বিয়ে দিয়েছেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করেছে এবং সত্যজিতের নামের আগে স্থান দিয়েছেন দেখে বাঙালিকে একবার অভিবাদন না দিয়ে পারি না।

বাঙালির স্বাধীনতার প্রতি আত্মিক টান কতটা আন্তরিক, তার প্রমাণ মেলে তিতুমীরকে, সুভাষ চন্দ্র বসুকে স্মরণ করার মধ্যে! বাংলায় বারবার ব্রিটিশবিরোধী গুপ্ত সশস্ত্র বাহিনী, ফকির বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন—এসব ঘটনার পাশে তিতুমীর বাঁশের কেল্লা গড়ে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ যুদ্ধ করেছিলেন, তাতে তিনিসহ অন্যরা শহীদ হলেও তিনি স্বাধীনতার প্রতীক হয়েই রইলেন। হোক না বাঁশের কেল্লা, তিনি যা শুরু করেছিলেন, বঙ্গবন্ধু তা অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সফল করে তুলেছিলেন, সেও স্বাধীনতার সংগ্রাম, বঙ্গবন্ধুর অসহযোগও ছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বাঙালি তার গৌরব উদ্ভিদবিদ জগদীশকে যেমন মনে করেছে, তেমনি ভোলেনি ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে! এসেছেন মজলুম জননেতা ভাসানী, যিনি শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ডাককে কালের ধ্বনি হিসেবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিয়েছিলেন। বাঙালি তার মরমিয়া, সহজিয়া, হিন্দু-মুসলিম, জাত-পাত না মানা সঙ্গীত সাধক লালনকে যে শ্রেষ্ঠ বাঙালির আসনে বরণ করেছে এ একটি গভীর তাৎপর্য বহনকারী ঘটনা বলে প্রতিভাত হচ্ছে! আজকের বাঙালি তো এমন উদার জাতপাতহীন মাটির মানুষ যে সে তো তার প্রতিবেশী ভিন্নধর্মীর জানমাল, নারীর সম্ভ্রম, এমনকি ছোট শিশুর কচি প্রাণও নিতে ইতস্তত

করে না তাদের জমি, পুকুর, গাছ, বসতভিটা অধিকারের লোভে। এ লোভ যে কতদূর পর্যন্ত মানবতাবিরোধী, কতটা অমানবিক হতে পারে তার সর্বগ্রাসী রূপ তো দেখা গেল ২০০১-এর নির্বাচনের পরপরই! তাহলে বাঙালির মধ্যে এখন 'এরা' আর 'ওরা' আছে। যারা এ জনমত জরিপে অংশগ্রহণ করেছে তারা লালনপ্রেমিক, সহজিয়া সুরের বন্ধনে বাঁধা ভিন্নধর্মীয় প্রতিবেশীকে ভিন্ন মনে করে না। আহা, এই তো ছিল বাঙালির আসল, আদি রূপ। তারা ভেদ মানা দল থেকে বের হয়ে হয়েছিল বাউল, সহজিয়া সুফি-সাধক, ফকির-সন্ন্যাসী। বাঙালির মধ্যে এই দল অন্তঃশীলা প্রস্রবনের মতো বয়ে চলেছে নিশ্চয়, অনেক বাঙালি এই দলে নাম লিখিয়েছে, নতুবা লালন শাহ শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে অতো ওপরে স্থান পান? এখনকার অনেক গীতিকারকে আবারও সহজিয়া সুরে গান বাঁধতে দেখি, যেসব গানে-সুরে লালনসহ বাউল গানের ধর্ম, প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করি এবং রোমাঞ্চ অনুভব করি! বাঙালিকে আরও একটি অভিবাদন।

বাঙালি আর বাংলা ভাষা— দু'টির ভাগ্য এবং চারিত্র্য একই! বাঙালি ভাষার জন্য বড়ই কাতর, বাংলায় কথা বলা যেমন তেমনি দুটো ভাত-ডালের বড়ই কাঙাল। বাঙালি কাঙাল এ তো সবাই জানে। দুটো ভাতের জন্য বাঙালিভোজনে সে বসে; কিন্তু ভাষার প্রশ্নে? বড়ই বাজে বুকে। কি? মা'কে মা বলে ডাকতে পারবে না বাঙালি, তা হতে দেবে না সে। তাই বুক পেতে দেয় বুলেটের সামনে, কি এমন যাবে, যাবে তো যাক প্রাণ, থাকবে ভাষার মান, মা যে এ ভাষায় কথা বলে। এসেছে বাঙালির গর্বের ধন ভাষা শহীদ, যারা পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সব জাতিকে বলেছে বাঙালি, যার যার মাতৃভাষার সম্ভ্রম রক্ষা কর। আহা বাঙালি, আরও একবার অভিবাদন। তুমি তোমার গৌরবের ধনকে চিনতে ভুল করোনি!

বাঙালির আছে কবি নজরুল। নির্যাতিত, দুঃখীজনের বন্ধু, দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙার হাঁক পাড়ার সেনাপতি কবি নজরুল। দুঃখের কণ্টক মুকুট পরে তিনি দাপিয়ে বেড়ান, প্রেমাতুর সঙ্গীত যেমন উপহার দেন, তেমনি ধর্মজীবী মোল্লা পুরুষের মুখোশ টেনে ছিঁড়ে ফেলেন, মানুষকে দেখান তাদের প্রকৃত চেহারা, নিজে ভেদাভেদহীন হিন্দু-মুসলমান মিলনের মাধ্যমে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেন ও দেখান সকলকে। একদিন মোল্লারা তাকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল, অথচ তিনিই হলেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি! ইতিহাসের বিদ্রুপ কতই না কঠিন!

তারই মতো শ্রেষ্ঠ বাঙালির মধ্যে একমাত্র নারী বেগম রোকেয়া ধর্মের নামে, মোল্লা ও পুরুষের নারীকে দমিয়ে রাখার অসীম সাহসী ব্যাখ্যার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান শর্ত হিসেবে অন্তঃপুরবাসিনী নারীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে মুসলিম নারী স্বাধীনতার প্রথম রূপকার হিসেবে অসামান্য অবদান রেখেছেন। কি আশ্চর্য এই নারীকে স্বীকৃতি দিতে ভুল হয়নি বাঙালির! তার রচিত 'সুলতানার স্বপ্ন' তো আজকালকার নারীরাও সয়ে উঠতে পারে না। মন তো তাদের পুরুষের তৈরি সাংস্কৃতিক প্রথায় বাঁধা। তারপরও অনেক দেশবরেণ্য পুরুষকে ছাপিয়ে উঠে এসেছে তার নাম। তিনি প্রাতঃস্মরণীয়, দেশের নারীদের অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছেন, তিনি বেগম রোকেয়া।

বাঙালি এতো পেছনের, এতো দূরের, এতো আধুনিক যিনি ধর্মগ্রন্থকে পুরুষের রচিত বলে পুরুষ কর্তৃত্ব এসবের প্রধান সুর বলে কালোত্তীর্ণ কথা বলে গেছেন, তাকেও খুঁজে বের করে এনেছে! বাঙালি ভুলে যায়, তার মন দেশের পলিমাটির মতো, নদীর চরের মতো, পাড়ের মতো, আজ এখানে আছে, তো কাল নেই! সেই বাঙালি কালো পাড়ের সাদা শাড়ি পরিহিত এই নারীকে ঠিকই খুঁজে বের করল তার শ্রেষ্ঠ বাঙালি নারী হিসেবে! বিশজনের মধ্যে একজন নারী তো শ্রেষ্ঠ বাঙালি নারীই!

শেষ পর্যায়ে বাঙালিতে বাঙালিতে জোর বাক্য লড়াই শুরু হয়ে গেল। বাকি রইল দু'জন, প্রথম ও দ্বিতীয় কে হবেন? অবধারিতভাবে সব বাঙালি তর্ক করতে শুরু করল— 'প্রথম হবেন রবি ঠাকুর, দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু।' অন্যদল বলল— 'না, প্রথম হবেন বঙ্গবন্ধু, দ্বিতীয় রবি ঠাকুর।' প্রথম তার্কিক দল প্রশ্ন করল— 'কেন?' দ্বিতীয় দল ঠোঁট বাঁকিয়ে উত্তর দিল— 'এটাও বলে বোঝাতে হবে? এজন্যই বাঙালির কিছু হলো না। রবি ঠাকুর বাংলাভাষাকে জগৎ সভায় ঠাঁই দিলেন, কিন্তু জাতির চেয়ে কি তার ভাষা বড় হতে পারে? বঙ্গবন্ধু তো বাঙালি জাতিকেই জগৎ সভায় একটি স্থায়ী স্থান করে দিলেন। বুঝেছিস বোকা, তিনি হাজার বছরের মধ্যে এই প্রথম বাঙালিকে একটি রাষ্ট্র দিয়েছেন, একটি স্থায়ী আবাস, একটি স্থায়ী ঠিকানা, পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস, বুঝলি? রবি ঠাকুর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বাঙালি, তার গান আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত; কিন্তু প্রথম শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুই হবেন।'

প্রথম দল এ যুক্তি মেনে নেয়। সত্যিই তো যিনি বাঙালির প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থপতি, তিনিই কি প্রথম শ্রেষ্ঠ বাঙালি নন?

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে একটি সংবাদপত্রে এই খবরটি পরিবেশন করেছে এভাবে— 'বঙ্গবন্ধু প্রথম শ্রেষ্ঠ বাঙালি?' একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন গণ্ডিবদ্ধ করে দিল! পত্রিকাটি প্রায়ই জনমত জরিপ করে থাকে এবং এর ফল প্রকাশ করে; কিন্তু একটি জনমত জরিপের ফলকে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে বিদ্রুপ করা সঙ্গত কি?

এ মুহূর্তে আরও মনে পড়ছে, অনেকদিন আগে এই কাগজে একটি লেখা পাঠিয়েছিলাম। আজ মনে পড়ছে না কি ছিল ওই লেখার মূল বিষয়, তবে শেষ দু'টি বাক্য মনে পড়ে— লিখেছিলাম, আজ থেকে যদি এক হাজার বছর পরে অনেক দূর থেকে পৃথিবীর দেশগুলোর দিকে দুরবীণ চোখে তাকিয়ে দেখে, তাহলে সেখানে ছোট একটি বিন্দুর মতো বাংলাদেশকে দেখা যাবে এবং একটি মাত্র নাম, অনেক পথ পাড়ি দিয়ে দেখা যাবে— শেখ মুজিব, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি হিসেবে। কালের গতিতে অন্যসব নাম ক্রমশ ম্লান হয়ে যাবে, কেননা ইতিহাস দীর্ঘকাল প্রাচীন অনেক ব্যক্তিকে ধরে রাখবে না। এটাই ইতিহাসের বা কালের নিয়ম। সে যেন সবসময় এক ধোয়া-মোছার কাজ করে চলেছে। যে ধোয়া-মোছার হাত থেকে বড় বড় রথী-মহারথীও মুছে যেতে বাধ্য হয়! বাঙালি শেষ একবার অভিবাদন গ্রহণ কর।

জনকণ্ঠ, বৃহস্পতিবার ২ বৈশাখ, ১৪১১, ১৫ এপ্রিল ২০০৪

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকে আমি দেখেছি

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

বাংলা নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই 'জনকণ্ঠের' অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীকে। নববর্ষের শুভ কামনা রইলো সকলের জন্য। এবার বাংলা নববর্ষের সবচাইতে বড় সুসংবাদ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম আসনটি লাভ। বিবিসি'র জনমত সমীক্ষায় বিশ্বের সকল স্থানের বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মনোনয়নে বঙ্গবন্ধুর প্রাপ্য আসনটি এতোদিনে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হলো। ইতিহাস যে আসনটি বঙ্গবন্ধুকে দিয়েছে এবং যে আসন থেকে তাঁকে হটাবার জন্য দীর্ঘকাল ধরে চলেছে নির্লজ্জ ইতিহাস-বিকৃতি, তাঁর চরিত্র হনন, তাঁর সর্বপ্রকার স্মৃতিবিনাশের অবিরাম অপচেষ্টা, ইতিহাসই সেই কুৎসা ও মিথ্যার জঞ্জাল দু'হাতে সরিয়ে তাঁর যথাযোগ্য আসনে বঙ্গবন্ধুকে এনে বসিয়ে দিল। এটা দলের কাজ নয়। ইতিহাসের কাজ। বিবিসি রেডিওর মতো একটি বিশ্বখ্যাত সংস্থা ইতিহাসের হয়ে এই দায়িত্ব পালন করে যা করলেন তার তুলনা নেই। বিবিসি'কেও আমাদের অন্তরঢালা অভিনন্দন।

বিবিসি'র এই জনমত সমীক্ষায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ দুই বাংলারই স্মরণীয় ও বরণীয় অনেক মনীষী উঠে এসেছেন। দু' একজন বিতর্কিত ব্যক্তির নাম, যারা ছিলেন বাঙালি হিসেবে পরিচিত হতেও অনিচ্ছুক; তাদের নামও উঠে এসেছে। তালিকার প্রায় নিচের দিকে এই নাম দেখে আমি বিস্মিত হইনি। নদীতে যখন জোয়ার আসে, তখন সেই জোয়ারের ঢেউয়ের সঙ্গে কিছু শ্যাওলা কচুরিপানাও ভেসে আসে। তাতে জোয়ারের পানির বিশুদ্ধতা নষ্ট হয় না। জোয়ারের ঢেউ সরে গেলে ওই ময়লা আবর্জনা নদীর দুই পারের কর্দমে আটকে পড়ে থাকে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় অবাঞ্ছিতভাবে উঠে আসা এই নাম বা নামগুলোরও যে একই দশা হবে তাতে সন্দেহ নেই।

বিবিসি'র জনমত সমীক্ষায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকার শীর্ষ নামটিই 'বঙ্গবন্ধু'র এই খবরটি যখন গতকাল (মঙ্গলবার লন্ডনে এক বাংলা সাপ্তাহিকের অফিসে বসে পেয়েছি, তখন দেখেছি, শুধু আমার নয়, অনেকের চোখের কোণেই অশ্রুবিন্দু জমা হয়েছে। এই কান্না বিষাদের নয়, আনন্দের। নব্য বাংলার যে স্থপতিকে ঊনত্রিশ বছর আগে সপরিবারে, শিশুপুত্র রাসেলকেসহ হত্যা করা হয়েছিল এবং তারপর অবিরাম কুৎসা ও মিথ্যার জঞ্জালে তার বিশাল ভাবমূর্তিকে ঢেকে রাখার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল, তা আজ ব্যর্থ হয়ে গেল এবং এই সত্যটি আবার প্রমাণিত হলো যে, ইতিহাসের সত্যকে কখনো চাপা দেওয়া যায় না। ইতিহাস অবিনাশী। দু'শো বছর আগে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করার পর তার বিরুদ্ধে অবিরাম মিথ্যা ছড়িয়ে যেমন তার স্মৃতিকে কলঙ্কিত করা যায়নি, বরং ইতিহাসের মহানায়কের আসনে তিনি এখন উঠে এসেছেন; তেমনি দু'শো বছর পর স্বাধীন বাংলার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পর নির্লজ্জ ইতিহাস-বিকৃতি ও মিথ্যাচার সফল হয়নি। কুৎসা ও নিন্দার সব জঞ্জাল সরিয়ে ইতিহাস-বিধাতা তার অমর সন্তানকে

এনে তার প্রাপ্য আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। যতোই দিন যাবে এই আসনের মর্যাদা আরো ঘোষিত ও স্বীকৃত হবে। আর যে খলনায়কদের এনে মহানায়ক হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য বছরের পর বছর অপচেষ্টা চালানো হয়েছে, ইতিহাস নিজেই তাদের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে। বিবিসি'র জনমত সমীক্ষায় তার সূচনা হলো মাত্র।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের একটি কবিতার কয়েকটি লাইন আজ বড় বেশি মনে পড়ছে—

'দৃঢ় সত্যের দিতে হবে খাঁটি দাম
হে স্বদেশ, ফের সেই কথা জানলাম।
দেব, প্রাণ দেব মুক্তির কোলাহলে
জীন ডার্ক, যীশু, সক্রেটিসের দলে।
কুয়াশা কাটছে, কাটবে আজ কি কাল
ধুয়ে ধুয়ে যাবে কুৎসার জঞ্জাল।
ততোদিন প্রাণ দেব শত্রুর হাতে
মুক্তির ফুল ফুটবে সে সংঘাতে।'

নিশ্চয়ই বাংলাদেশে আবার মুক্তির ফুল ফুটবে। কুয়াশা, কুৎসার জঞ্জাল অবশ্যই ধুয়ে মুছে যাবে। শাশ্বত বাংলা, আবহমান বাংলার মহামনীষীরা আবার সার বেঁধে ওইতো উঠে আসছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায়। তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, কবি নজরুল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, শেরে বাংলা, মওলানা ভাসানী, ড. শহীদুল্লাহসহ সকলেই আছেন। বাঙালির এই চিরজাগ্রত সত্তা, ভাস্বর ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে দানবের মূঢ় অপব্যয় সাময়িকভাবে মলিন করে ফেলতে পারে; কোনোদিন মুছে ফেলতে পারবে না। হাজার বছরের শাশ্বত বাংলা, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি, তার সেক্যুলার জাতিসত্তা আবার 'নব্য তাতার দস্যুদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হবে। তাই গ্রীক-ট্রাজেডির মহানায়ক হয়েও বঙ্গবন্ধু আবার ফিরে এসেছেন আরও বড় সম্মান ও স্বীকৃতি নিয়ে। তিনি বাংলার গর্ব, বাঙালির গৌরব এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।

আমার জীবনের সবচাইতে বড় গর্ব, আমি তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। আমি তাঁকে কতোটুকু দেখেছিলাম, কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন, তাহলে বলবো, হিমালয়ের পাদদেশে দাঁড়ানো কোনো ব্যক্তিকে, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি পাহাড়টির কতোটুকু দেখেছো, তাহলে তার যে জবাব হবে, বঙ্গবন্ধুকে কাছে থেকে দেখা সম্পর্কে আজ আমারও সেই একই জবাব।

লন্ডন ॥ ১৪ এপ্রিল বুধবার ॥ ২০০৪

জনকণ্ঠ, বৃহস্পতিবার ২ বৈশাখ ১৪১১, ১৫ এপ্রিল ২০০৪

শ্রেষ্ঠতম বাঙালি বঙ্গবন্ধু দেশজুড়ে আনন্দ মিছিল

উত্তম চক্রবর্তী

বর্ষবরণের আমেজের সঙ্গে শ্রেষ্ঠতম বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম ঘোষণার পর রাজধানীসহ দেশজুড়ে পয়লা বৈশাখে বয়ে গেছে আনন্দের জোয়ার। বর্ষবরণ

উপলক্ষে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ রাজধানীতে যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজন করেছিল তা পরিণত হয় আবেগাপ্লুত আনন্দ-উচ্ছ্বাসে। শোভাযাত্রা শেষে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা বিবিসির কর্তৃপক্ষ, শ্রোতামণ্ডলীসহ বিশ্বের সকল বাঙালিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেন, সঠিক ইতিহাস কখনও মুছে ফেলা যায় না। ইতিহাস সত্যকেই স্বীকৃতি দেয়। স্বাধীনতাবিরোধী ও একাত্তরের পরাজিত শক্তি গত ২৯ বছর বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার এবং তাঁকে খাটো করতে অনেক ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও রক্তদান কখনও বৃথা যায় না। ইতিহাস সঠিক সময় প্রতিশোধ নেয়, সত্যকে প্রমাণিত করে। আর তাই সমগ্র বিশ্বের সকল বাঙালির কাছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হয়েছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আজ প্রমাণ হয়েছে ইতিহাস কথা কয়।

বিবিসির বাংলা বিভাগের শ্রোতা জরিপে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হওয়ায় বুধবার আওয়ামী লীগের প্রতিটি নেতা-কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ছিল আনন্দের জোয়ার। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা মিষ্টি বিতরণের পাশাপাশি মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে মহান আল্লাহতায়ালার কাছে শুকরিয়া আদায় করেছেন। সর্বস্তরের নেতা-কর্মী একে অপরের গায়ে রং ছিটিয়ে, কোলাকুলি করে আনন্দের বহির্প্রকাশ ঘটান। শোভাযাত্রা শেষে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ ও তার সকল সহযোগী সংগঠন পৃথক পৃথকভাবে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বুধবার সকালে বের হওয়া আওয়ামী লীগের নববর্ষের র‍্যালিটি আনন্দ-উচ্ছ্বাসের র‍্যালিতে পরিণত হয়। সাম্প্রদায়িকতা ও দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে মুক্ত, উদার অসাম্প্রদায়িক দেশগড়ার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে হাজার হাজার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরনো ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে শুরু হয়ে প্রায় দশ কিলোমিটার পথ ঘুরে শোভাযাত্রাটি ঐতিহাসিক ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সকাল সোয়া আটটায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল এমপি শাশ্বত বাঙালির লোকজ আচার ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে সাজানো এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকালে আবদুল জলিল বলেন, আজ গোটা বাঙালি জাতির গর্বের দিন। বঙ্গবন্ধুই যে বাঙালি জাতির প্রাণ, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধী যে সকল ষড়যন্ত্রকারী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে অন্যকে সমান্তরালে আনতে চায় তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছে বিশ্বের সকল বাঙালি।

সকাল আটটার আগেই নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ড ও থানা থেকে আসা শত শত মিছিলের স্রোতে বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকার চতুর্দিক সয়লাব হয়ে যায়। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি-বিশ্বব্যাপী প্রমাণিত', 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হে মুজিব— তোমাকে অভিবাদন' ইত্যাদি লেখা বিশাল বিশাল ব্যানার,

বঙ্গবন্ধু, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, শেখ হাসিনার প্রতিকৃতি, জাতীয় ও দলীয় পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়। বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়ে ইংলিশ রোড, নর্থ সাউথ রোড, সিদ্দিকবাজার, গোলাপশাহ মাজার, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, পল্টন, বিজয়নগর, কাকরাইল, মৎস্য ভবন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, শাহবাগ, এলিফ্যান্ট রোড, সায়েন্স ল্যাবরেটরি, মিরপুর রোড হয়ে ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ ঘুরে শোভাযাত্রাটি শেষ হয় সকাল পৌনে এগারোটায়।

প্রখর রৌদ্রতাপ তুচ্ছ করে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী, সমর্থক ছাড়াও সকল বয়সী নারী-পুরুষ এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। বিশাল তিনটি হাতি ছিল মিছিলের অগ্রভাগে। ঢাক-ঢোল, বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে টমটম, গরুর গাড়ি, পালকি, বরযাত্রা নিয়ে আওয়ামী লীগের এই বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে শাশ্বত বাংলার বৈশাখী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে। লোকজ আচার ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে শোভাযাত্রায় অংশ নেয়া আওয়ামী লীগের সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা পরেছিলেন পাজামা-পাঞ্জাবি, আর মেয়েদের পরনে ছিল লাল পেড়ে সাদা কাপড়। সুদীর্ঘ পথে নববর্ষের এই শোভাযাত্রায় অংশ নেয়া নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা মেতে ওঠে আনন্দ হিল্লোলে। আলহাজ্ব সাঈদ খোকনের নেতৃত্বে দৃষ্টিনন্দন সাজে সজ্জিত ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে মিছিল এবং জাতীয় ও দলীয় পতাকা দিয়ে তৈরি করা জামা ও টুপি পরিধান করে জাহাঙ্গীর কবির নানক ও মির্জা আজম এমপির নেতৃত্বে যুবলীগের বর্ণাঢ্য র‍্যালি নগরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রমনা উদ্যানের সামনে বর্ষবরণ উৎসবে মেতে থাকা লাখো মানুষ এবং পথে পথে রাস্তার দু'ধারে, দোকানপাট, মার্কেট ও বাড়ি-ঘরের ছাদে শত শত মানুষ দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগের এই শোভাযাত্রাকে স্বাগত জানায়। ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ও হেঁটে বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধু জাদুঘর পর্যন্ত দীর্ঘ এই শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল, জিল্লুর রহমান, আমির হোসেন আমু, আব্দুর রাজ্জাক, বেগম মতিয়া চৌধুরী, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, ওবায়দুল কাদের, আবদুল মান্নান, ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, আসাদুজ্জামান নূর, অধ্যাপিকা নাজমা রহমান, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বেগম আইভী রহমান, দেওয়ান শফিউল আরেফিন টুটুল, অসীম কুমার উকিল, বিএম মোজাম্মেল হোসেন, হাবিবুর রহমান খান প্রমুখ। এছাড়া জাহাঙ্গীর কবির নানক ও মির্জা আজমের নেতৃত্বে যুবলীগ, আফম বাহাউদ্দিন নাছিম ও পঙ্কজ দেবনাথের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক লীগ, লিয়াকত সিকদার ও নজরুল ইসলাম বাবুর নেতৃত্বে ছাত্রলীগ, আবদুল মতিন মাস্টার ও রায় রমেশ চন্দ্রের নেতৃত্বে শ্রমিক লীগ, মির্জা আবদুল জলিল ও মোতাহার হোসেন মোল্লার নেতৃত্বে কৃষক লীগ বর্ণাঢ্য মিছিলে অংশ নেয়।

বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠা বর্ণাঢ্য ও ব্যতিক্রমী এই শোভাযাত্রা শেষে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে শেখ হাসিনা আরও বলেন, বাঙালি জাতির ইতিহাসে নববর্ষ ১৪১১ সাল নতুন উদ্দীপনা নিয়ে এসেছে। কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি নাম, একটি ইতিহাস। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা এবং একটি স্বাধীন জাতির জন্মের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত।

বাঙালির হৃদয় থেকে এই নাম কখনও মুছে ফেলা যাবে না। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ইতিহাস বিকৃত করছে, তারাই একদিন ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। তিনি বলেন, বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতা আনার জন্য বঙ্গবন্ধুর মতো আত্মত্যাগ কেউ করেনি। বাংলার শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মুক্তির জন্য তিনি জীবন-যৌবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন নির্জন কারাগারে। বাঙালি জাতির স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি কোন দিন আপোস করেননি। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, হে জাতির পিতা, তোমায় কথা দিচ্ছি— রক্ত দিয়ে হলেও এদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাব। দুঃশাসনের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করে বাঙালি জাতিকে আবারও বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড় করাব। তোমার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র মুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তুলবই। শেখ হাসিনা ছাড়া সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের যুগ্ম সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

জনকণ্ঠ, বৃহস্পতিবার ২ বৈশাখ ১৪১১, ১৫ এপ্রিল ২০০৪
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু
বিবিসি জরিপ
স্টাফ রিপোর্টার

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিবিসি বাংলা সার্ভিস সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ঘোষণা করেছে। শ্রোতাদের জরিপের ভিত্তিতে নির্বাচিত এই শ্রেষ্ঠতম বাঙালি একাত্তরে জাতিকে মুক্তি ও স্বাধীনতার পথনির্দেশনা দিয়েছিলেন। জনমত জরিপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আরেক মহান বাঙালি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ পয়েন্ট পেয়েছেন এ কথা বলেছেন বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রধান সাবির মুস্তাফা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে মনোনীত করেছেন সে বিষয়ে জাপানের নাগাসাকি শহর থেকে মনিকা রশিদ বললেন, আজ আমরা বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যে যেখানে যা-ই করছি না কেন, তার কোনটাই সম্ভব হতো না যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সময়টাতে না পেতাম। তিনি বাঙালি জাতিকে প্রথম বোঝাতে সক্ষম হন যে, বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, সর্বোপরি বাঙালি জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইলে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে হবে। মৃত্যুর ভয় বা ক্ষমতার লোভ কোন কিছুই তাঁর দৃঢ় সংগ্রামী মনোভাবকে দমিয়ে দিতে পারেনি। ২৩ বছর ধরে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালির গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন অগ্রণী এবং এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ দেন। তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ মন্ত্রের মতোই সম্পূর্ণ বাঙালি জাতিকে পৃথিবীর একটি সুপ্রশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় খালি হাতে লড়াইয়ে নামতে এবং সেই লড়াইয়ে জিততে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ঢাকার ধানমন্ডি থেকে শহীদুল হক বলেন, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের সেই কণ্ঠস্বরটিকে মনে হয়েছে একট ঐশী কণ্ঠস্বর। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'— এই বক্তব্যটা সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ঐদিন এক করে দিয়েছিল। একটা দেশের স্রষ্টা, যিনি সমস্ত মানুষকে একসূত্রে গেঁথেছেন এমন একজন বাঙালিকে আমি অবশ্যই সেরা বাঙালি হিসেবে মনে করছি। আজকে মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচার একটা স্পৃহা আছে। আমরা যে স্বাধীন— এই উপলব্ধিটাও কিন্তু এসেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে।

বৃটেন থেকে জিনাত হুদা বললেন, বাঙালি জাতিকে ইমাজিন করার ক্ষেত্রে বহু সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ এবং সংগ্রামী অবদান রেখেছেন। কিন্তু বাঙালি জাতি যদি হয় একটি স্বপ্নের নাম, আকাঙ্ক্ষার নাম, সংগ্রামের নাম এবং সফলতার নাম তবে তার রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আবহমানকালের শাশ্বত বাঙালির সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক স্বপ্নকে বঙ্গবন্ধু বাস্তবায়িত করেন ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এই বাঙালি জাতি হিন্দুর নয়, মুসলিমের নয়— এটি হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধসহ সকলের, যার ভিত্তি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা, মেধা, ত্যাগ, অকৃত্রিম ভালবাসা এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে এই আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগ পর্যন্ত সংগ্রামী মানুষের নির্দেশনাস্থল ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িটি। এই বাড়ি থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করেছিল ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে। আর স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি থাকাকালে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেই বাড়িতে সেনাবাহিনীর একদল সদস্যের হাতে নিহত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে। ফলে সেই বাড়িটাই এখন বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর। বঙ্গবন্ধু ঘাতকের বুলেটে যে সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়েছিলেন সেখানে রক্তের দাগ এখনও সংরক্ষণ করা রয়েছে। সেই সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আবদুর রহমান রমা বললেন, সকালে গুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে যায়। দেখলাম আর্মি ঢুকছে বাড়িতে। হঠাৎ বঙ্গবন্ধু দরজা খুলে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি জন্য এসেছ এখানে? আমার কাছে আসলে আমাকে নিয়ে যাও। চারদিকে আর্মি ঘিরে বঙ্গবন্ধুকে সিঁড়ির কাছে নিয়ে আসে এবং তাঁর সামনে দিয়ে গুলি করে। বঙ্গবন্ধু লুটিয়ে পড়ার পর আরেক গ্রুপ এসে বেগম মুজিবসহ তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের হত্যা করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গি পাড়ায়। তাঁকে হত্যার পর সেই টুঙ্গিপাড়াতেই তাঁর মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে কবর দেয়া হয়। স্কুলজীবন থেকেই শেখ মুজিব ছিলেন রাজনীতিতে সক্রিয়। '৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ষাটের দশকে তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের মূল নেতা বর্তমানে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমদ বললেন, '৪৮-র ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা, '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৫৪-র

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৬৬-র বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তানে গিয়ে ৬ দফা, এরপর '৭০-এর নির্বাচন এবং সর্বোপরি '৭১ বাঙালির স্বাধীনতা সবই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে হয়েছে। সাপ্তাহিক 'এখন' পত্রিকার সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক আতাউস সামাদ বলেছেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগে এসে শেখ মুজিব মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দলটিকে শক্তিশালী করেছিলেন। তবে যুক্তফ্রন্ট শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে না পারায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। সাংবাদিক আতাউস সামাদ আরও বলেন, শেখ সাহেব সাহস করে লাহোরে এক সম্মেলনে গিয়ে ৬ দফা ঘোষণা করার ফলশ্রুতিতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে এক নম্বর আসামি করা হলো। তারপর তাঁকে ছাড়াবার আন্দোলন শুরু হলো যেটা ছাত্রদের ১১ দফায় রূপ নিল এবং মুক্তি পাওয়ার পরই উনাকে বঙ্গবন্ধু ভূষণে ভূষিত করা হল।

সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টিকেই মূল বক্তব্য হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। সাংবাদিক আতাউস সামাদ বলেন, উনি নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়ে ৬ দফার কথা বলতেন এবং বলতেন ৬ দফা না হলে এক আঙ্গুল তুলে বলতেন আমার দাবি এই, অর্থাৎ দেশ স্বাধীন করতে হবে। সর্বোপরি '৭১-এর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধ সম্পর্কে সাংবাদিক আতাউস সামাদ বলেন, উনি ৭ মার্চ রেসকোর্সে এমন একটা বক্তৃতা দিলেন যেটা সবার মন ছুঁয়ে গেল, সবাই উনার নির্দেশ মানতে লাগল এবং উনার নামে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলেছে।

৯ মাসের যুদ্ধের পর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরপর স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, দু'শ বছরের ইংরেজ আমলে ইংরেজরা বাংলাদেশকে শোষণ করেছে। তারপর ২৩ বছরে যা কিছু হাড়-মাংস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশকে আর কেউ শোষণ করতে পারবে না। কোন শক্তি দুনিয়ায় নেই। এবং এটা শোষণহীন সমাজ হবে। এখানে হবে গণতন্ত্র এখানে হবে সমাজতন্ত্র। বাংলার উর্বর জমি, তুমি ঘরেছ, আমিও দুনিয়া দেখেছি কিন্তু এমন সোনার দেশ, সোনার মাটি কোথাও দেখেছ তুমি? যদি আমার দেশের মানুষকে বিদেশীরা শোষণ না করত তাহলে আমার মানুষ এভাবে আজ দুঃখী হতো না। যদি শোষণ বন্ধ করবার পারি অদূর ভবিষ্যতে আমার বাংলাদেশ সোনার বাংলা হবে— জয় বাংলা।

জনকণ্ঠ, বৃহস্পতিবার ২ বৈশাখ ১৪১১, ১৫ এপ্রিল ২০০৪

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

বিশ্বের সকল বাঙালিকে হাসিনা-রেহানার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা

স্টাফ রিপোর্টার

বিবিসি'র বাংলা বিভাগের শ্রোতা জরিপে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' হিসেবে নির্বাচিত করায়

বিবিসির কর্তৃপক্ষ, লাখো শ্রোতৃমণ্ডলীসহ বিশ্বের সকল বাঙালিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর দু'কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা।

'৭৫-এর ১৫ আগস্ট কালরাতে বিদেশে অবস্থানের কারণে বেঁচে যাওয়া বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা বুধবার প্রাতক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, বিবিসির শ্রোতাদের এই রায় ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহস যোগাবে। আজ যখন জাতির প্রকৃত ইতিহাস এবং বাঙালি হিসেবে আমাদের পরিচয়কে ক্ষমতার দাপটে অস্বীকার করার চেষ্টা হচ্ছে, তখন আবারও প্রমাণিত হয়েছে হত্যা করে বা ইতিহাস বিকৃত করে বঙ্গবন্ধুর নামকে মুছে ফেলা যাবে না। বাংলাদেশ রাষ্ট্র যতদিন থাকবে, ততদিন বেঁচে থাকবেন এ রাষ্ট্রের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ হাসিনা এক বিবৃতিতে এই জরিপ পরিচালনার জন্য বিবিসিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ইতিহাস সত্যকেই স্বীকৃতি দেয়। শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু কন্যা হিসেবে নয়, একজন বাঙালি হিসেবে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এ জরিপে অংশগ্রহণকারী সবাইকে, যারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর স্বীকৃতিকে আবারও তুলে ধরেছেন। এ গর্ব সমগ্র বাঙালি জাতির।

তিনি বলেন, বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে তার নিজস্ব ভাষা ছিল, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ছিল। ছিল না একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, বীরের জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে নিজস্ব পরিচিতি। বঙ্গবন্ধুই বাঙালিকে দিয়েছিলেন জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন— স্বাধীনতা, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। এখানেই বঙ্গবন্ধুর সার্থকতা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ধারণ করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং বিদ্রোহী কবি নজরুলের স্বপ্নকে। বাস্তবায়িত করেছিলেন তিতুমীর, সূর্যসেন, নেতাজী সুভাষ বসু, শেরে বাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীসহ মুক্তিকামী বাঙালির আকাঙ্ক্ষাকে। তাঁরই নেতৃত্বে পরাধীনতার শিকল ভেঙ্গে ছিল বাঙালি জাতি।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীত্ব বা সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব নয়, আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির কন্যা। এ পরিচয় আমাকে অনুপ্রাণিত করে। যতদিন বেঁচে থাকব বাংলাদেশ ও বাঙালির জন্য কাজ করে যাব।

এদিকে লন্ডন থেকে ইউএনবির কাছে দেয়া এক প্রতিক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা বঙ্গবন্ধুকে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' হিসেবে নির্বাচিত করায় বিবিসির শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি সত্যিই আনন্দিত ও অভিভূত এই কারণেই যে, এটি আবারও প্রমাণিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর যে স্থান, ইতিহাস তাঁকে সেই স্থানই দিয়েছে।

শেখ রেহানা দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাঙালির হৃদয় থেকে কেউ কোনদিন মুছে ফেলতে পারবে না। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে যতদিন থাকবে ততদিন প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকবেন।

জনকণ্ঠ, বৃহস্পতিবার ২ বৈশাখ ১৪১১, ১৫ এপ্রিল ২০০৪

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ব্যক্তিত্বের তালিকার শীর্ষে স্থান পেয়েছেন বিবিসির জরিপে। বিবিসি বাংলা বিভাগ তার শ্রোতাদের মতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কুড়িজন বাঙালি নির্বাচনের আয়োজন করেছিল। এই জরিপে শ্রোতারা এক নম্বর আসনে বসিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকে। শ্রোতারা দ্বিতীয় আসনটি দিয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর পরের আসনটি পেয়েছেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল। এমনিভাবে তারা নির্বাচন করেছে কুড়িজন শ্রেষ্ঠ বাঙালিকে।

বিবিসি একটি ঐতিহ্যবাহী সংস্থা তথা সংবাদ মাধ্যম। সারাবিশ্বে এই সংস্থার বেতার ও টিভির দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা অগণিত। এই উপমহাদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশে বিবিসি বেতারের লাখ লাখ শ্রোতা রয়েছে। সে বিচারে এর জনপ্রিয়তা কম নয়। সে কারণেই বিবিসি কর্তৃক তার শ্রোতাদের মধ্যে পরিচালিত জরিপের ফলাফল দেশব্যাপী আগ্রহ সৃষ্টি করে। ফলাফল সংক্রান্ত প্রতিদিনের রিপোর্ট পত্র-পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়।

সাধারণ মানুষের মতামত জরিপের চল আমাদের দেশে খুব একটা নেই। তবে পশ্চিমাদেশগুলোয় বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কোন ইস্যুতে, ভোটের আগে কোন প্রার্থীর জনপ্রিয়তা যাচাইয়ে এ ধরনের জরিপ প্রায়ই চালানো হয়। এগুলোর মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকরা কি ভাবছে, তারা কি অভিমত পোষণ করে অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোন ইস্যুতে তাদের অভিমত কি— সেসব জানা যায় এতে। কোন নির্বাচনের আগে কোন দল বা প্রার্থী কতখানি জনপ্রিয়, তাদের জনপ্রিয়তা কমেছে না বেড়েছে এসব জরিপে সেসব স্পষ্ট হয়। সংশ্লিষ্ট দেশের সবার জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেই এসব জরিপ চালানো হয়।

বিবিসির বাঙালি শ্রোতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাঙালি ব্যক্তিত্ব নির্বাচনের এই জরিপটি এ ধরনের প্রথম জরিপ। বিবিসির জরিপে অংশগ্রহণকারী বাংলাভাষী শ্রোতাদের অভিমতের ভিত্তিতেই শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম তালিকা ঠিক করা হয়েছে অর্থাৎ এতে অংশগ্রহণকারী বাংলাভাষী শ্রোতাদের অভিমতই প্রতিফলিত হয়েছে। সে জন্য এই তালিকাটির কোন কিছুর ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত থাকবে না সেটা বলা যাবে না।

তাছাড়াও এমন ব্যক্তিত্বও আছেন যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠর তালিকায় স্থান পাওয়ার যোগ্য— এমন অভিশতও অবশ্যই থাকতে পারে। এ ব্যাপারে আমরা মনে করি এই সর্বশ্রেষ্ঠের তালিকায় মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিজ্ঞানী সত্যেন বসু প্রমুখ স্থান পাওয়ার যোগ্য। স্বীয় কৃতিত্বে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করার কৃতিত্ব এবং অবদানই শ্রেষ্ঠ নির্বাচনে মূলত বিবেচিত হয়েছে বোঝা যায়, সেদিক থেকে উল্লিখিত এই দুই ব্যক্তিত্বের স্থান ঐ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকলে সেটি পূর্ণাঙ্গ হতে পারত।

তারপরও বলা যায়, এই মতামত জরিপের গুরুত্ব এখানেই যে, এ থেকে মানুষের ভাবনাচিন্তার ছবিটা যেমন ফুটে ওঠে তেমনি বাংলাভাষী মানুষ তাদের কোন্

ব্যক্তিত্বকে মনে রেখেছে, কাকে মনের মণিকোঠায় আসন দিয়েছে সেটাও পরিষ্কার হয়। বিবিসির এই জরিপ থেকে একটি বিষয় বিশেষভাবেই পরিষ্কার : সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে যাঁকে তালিকার শীর্ষে স্থান দেয়া হয়েছে তাঁর কৃতিত্ব ও অবদানের কথা মানুষ মনে রেখেছে। হাজার চেষ্টা করে মানুষের মন থেকে তাঁর কৃতিত্ব ভুলিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। তা যে সম্ভব নয় তাঁর মৃত্যুর ২৯ বছর পর এক বিদেশী প্রচার মাধ্যমের জরিপে সেটাই নতুন করে প্রমাণিত হলো। বঙ্গবন্ধু সকলকে ছাড়িয়ে সর্বশীর্ষে স্থান পেয়েছেন। সবকিছুর ওপরে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব— বাঙালির জন্য স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, যুগ যুগের দাসত্ব তথা পরাধীনতার পর এ জাতির মুখ স্বাধীনতার সোনার আলোয় উদ্ভাসিত করা। অথচ এই সত্যটি ১৯৭৫ সালের পর কতভাবেই যে অস্বীকার করার চেষ্টা হয়েছে, ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁর কৃতিত্বকে মুছে ফেলার, তাঁকে খাটো করার কত চেষ্টাই না করা হয়েছে— এসব চেষ্টা এখন বন্ধ হয়েছে তাও বলা যাবে না। অথচ এই অপচেষ্টার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে ইতিহাসের সত্য থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই বাঙালির আদর্শকে ভোলানোর মাধ্যমে জাতিকে বিভক্ত করা এবং এভাবে জাতি হিসেবে আমাদের অগ্রগতিকেই ব্যাহত করা হচ্ছে। বিবিসির জরিপের ফল দেখে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবার চোখ খুলবে— এটাই প্রত্যাশা।

জনকণ্ঠ, বৃহস্পতিবার ২ বৈশাখ ১৪১১, ১৫ এপ্রিল ২০০৪

রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে যে কারণে বঙ্গবন্ধু শ্রেষ্ঠ বাঙালি

শরিফুজ্জামান পিন্টু

বিশ্বের ত্রিশ কোটি বাঙালির মধ্যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচন জরিপ নিয়ে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা এখন সর্বত্র। বিশেষ করে বাঙালি অস্তিত্বের শেকড় রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠতম না হয়ে স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে আসনটি অলঙ্কৃত করলেন তা নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা ও যুক্তিতর্ক জমে উঠেছে বেশ। শ্রেষ্ঠতম বাঙালি নির্বাচনে বিবিসির শ্রোতারা সঠিক রায় দিয়েছেন এমন মন্তব্য করে অনেকেই বলেছেন, রবীন্দ্র মননের সৃষ্টি হলেন বঙ্গবন্ধু। রবীন্দ্রভাবনা ও দর্শনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান, জন্ম দিয়েছেন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের। সাত কোটি বাঙালিকে মানুষ করার যে আকুতি ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তা পূরণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। অবশ্য অনেকে এই দুই মহান বাঙালিকে আগে পিছে স্থান দেবার চিন্তা করতে গিয়ে বিব্রত, ইতস্তত।

বিশ বাঙালির তালিকায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত কেন স্থান পেলেন না তা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অপার বিস্ময়। উল্লেখ্য, বিবিসির শ্রোতা জরিপে মোট ১৪৩ বাঙালির নাম এসেছে এবং তাঁদের মধ্য থেকে এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকা নির্বাচন করা হয়েছে। আর এরই মাধ্যমে সচেতন শ্রোতা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নির্ধারণ করেছেন শ্রেষ্ঠ বাঙালির অবস্থান।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় অঞ্চলে বাঙালিদের জরিপে রাজা রামমোহন রায়, জগদীশ চন্দ্র বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ফকির লালন শাহ এবং তিতুমীর প্রায় সমান প্রাধান্য পেয়েছেন। তবে পঞ্চম স্থানে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এবং ১৭তম স্থানে স্বামী বিবেকানন্দ উঠে এসেছেন মূলত পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের একতরফা সমর্থন পেয়ে। টপ টুয়েন্টি তালিকায় তাঁরা স্থান পেলেও ত্রিশের কোঠায়ও স্থান পাননি পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত বামনেতা জ্যোতিবসু। বরং জ্যোতিবসুকে একত্রিশে ঠেলে দিয়ে সৌরভ গাঙ্গুলি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যৌথভাবে ত্রিশতম স্থানটি পেয়েছেন। পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন, রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ, কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং বঙ্গবীর এমএ জি ওসমানী কুড়ি বাঙালির তালিকায় স্থান না পাবার বিষয়টি অনেকে মেনে নিতে পারেননি। তবে এই চারজনের নাম আছে ত্রিশের মধ্যে।

এদিকে ২০ শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় একমাত্র মহিলা হলেন নারীমুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। আর কুড়িজনের একমাত্র জীবিত ব্যক্তি নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা জনমত জরিপে সাতাশতম বাঙালির স্থান পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অবস্থান চল্লিশের কোঠায়। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ২১তম স্থান অধিকার করেছেন। যে কোন একজন উত্তরদাতা কাদের সিদ্দিকীকে যদি পুরো পাঁচ পয়েন্ট দিতেন তাহলে তিনি কুড়ি বাঙালির তালিকায় ঢুকে পড়তেন। সেক্ষেত্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হতেন ২১তম বাঙালি। এই দু'জনের মধ্যে নম্বরের ব্যবধান মাত্র চার। মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকার জন্য সমালোচিত জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর গোলাম আযম জনমত জরিপে ২৪ তম বাঙালি হয়েছেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নাম নিয়ে দু' একজন প্রশ্ন তুললেও শ্রোতারাই বিষয়টি নির্ধারণ করেছেন। তাছাড়া সোহরাওয়ার্দীর জন্ম আজকের পশ্চিমবঙ্গে এবং তিনি আজীবন বাঙালির গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তবে মাইকেল মধূসূদনের নাম শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় স্থান না পাওয়া প্রসঙ্গে বিবিসির বক্তব্য হচ্ছে, বিষয়টি সারপ্রাইজিং হলেও শ্রোতাদের পছন্দের ওপর তাদের কোন হাত ছিল না।

বিবিসি বাংলা সার্ভিস এই প্রথম বাংলাভাষী শ্রোতাদের জন্য শ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচনে ব্যতিক্রমধর্মী এই জরিপ পরিচালনা করে। কিছুদিন আগে বিবিসির ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের জনমত জরিপে সবাইকে অবাক করে শ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ নির্বাচিত হন বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন। অবশ্য কেবল বৃটেনে পরিচালিত বিবিসি টেলিভিশনের এক জরিপে শ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ নির্বাচিত হন সাবেক প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টান চার্চিল।

এদিকে ২০০৩ সালের জুনে পরিচালিত জরিপে বিখ্যাত শিম্পসন পরিবারের সেলিব্রেটি হোমার শিম্পসন অনলাইন জরিপে ৪৭ দশমিক ১৭ ভাগ ভোট পেয়ে শ্রেষ্ঠতম আমেরিকান নির্বাচিত হন। আব্রাহাম লিংকন ৯ দশমিক ৬৭ ভাগ ভোট, মার্টিন লুথার কিং ৮ দশমিক ৫৪ ভাগ এবং বিল ক্লিনটন ৩ দশমিক ৫৩ ভাগ ভোট পান। গত ডিসেম্বরে মধ্যপ্রাচ্যে বিবিসির এক জরিপে শ্রেষ্ঠতম আরব নাগরিকের

মর্যাদা লাভ করেন ওসামা বিন লাদেন এবং তারপরই ছিল সাদ্দাম হোসেনের নাম। জার্মানিতে জনমত জরিপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে দেশটিকে নেতৃত্বদানকারী চ্যান্সেলর কনরাড এ্যাডেনুয়ের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জার্মান নাগরিক নির্বাচিত হন। এরপর ছিল মার্টিন লুথার, কার্ল মার্কস, আলবার্ট আইনস্টাইন, গ্যাটে এবং গুটেনবার্গের নাম। আউটলুক পত্রিকার জনমত জরিপে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় নির্বাচিত হয়েছেন মাদার তেঁরেসা। তাঁর পরে জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অবস্থান। অবশ্য জাতির জনক হিসেবে আউটলুক মহাত্মা গান্ধীকে জরিপের ঊর্ধ্বে রাখে।

টপ টুয়েন্টি বাঙালির তালিকায় টপ মোস্ট হিসেবে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান নিয়ে জমে উঠেছে যুক্তিতর্ক। বিবিসির শ্রোতারা সর্বজনীন দুই মহান ব্যক্তি বিশ্বকবি এবং বঙ্গবন্ধুকে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক স্থানে দাঁড় করানোর ফলে জরিপের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। বিশ্বজুড়ে কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা স্বীকৃত এবং তাঁকে বাদ দিয়ে বাঙালি জীবনের কোনদিকের কথাই ভাবা যায় না। সাহিত্য, সমাজ চেতনা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বদেশভাবনাসহ সবদিকই সমৃদ্ধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করা, প্রথম বাঙালি হিসেবে গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করা ছাড়াও তিনি ছিলেন মানবাত্মা ও প্রকৃতির চিরন্তন সৌন্দর্যের কবি। বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা কবিগুরু বাঙালির জীবনে ও মানসপটে চিরঞ্জীব, চিরঅম্লান। অন্যদিকে রক্তে, বর্ণে, ভাষা ও সংস্কৃতিতে এবং জন্মসূত্রে আপাদমস্তক বাঙালি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর নিউউইক ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধুকে 'পোয়েট অব পলিটিক্স' অভিধায় ভূষিত করেন। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে কিউবার মহান নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধুকে গভীরভাবে আলীঙ্গন করে বলেন, 'আমি হিমালয় পর্বত দেখি নি, শেখ মুজিবকে দেখেছি।'

শ্রেষ্ঠ বাঙালি তালিকা সম্পর্কে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারও অবদানই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। তবে এই দু'জনের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করার কঠিন দায়িত্ব দেয়া হলে তিনি রবীন্দ্রনাথকেই প্রথম স্থানটি দিতেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, বিবিসির এই জরিপে শ্রোতাদের কেউ কেউ অংশ নিয়েছেন। তাই শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় সবার মতের প্রতিফলন ঘটেনি বলে তিনি মনে করেন।

বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধু ও রবীন্দ্রনাথকে আগে ও পিছে ভাবার কাজটি ভীষণ কঠিন। একজন শ্রোতা হিসেবে মত চাইলে তিনি এই দুই মহান পুরুষকে একসঙ্গে রাখার মত দিতেন। সেলিনা হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ ভাবনাসমূহে রবীন্দ্রনাথ মিশে আছেন। দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন, রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ হবার পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রেসকোর্স ময়দানে সেই ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলে, আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইব, শুনব। শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকা সম্পর্কে সেলিনা হোসেন আরো বলেন, এই তালিকায় সুফিয়া কামালের নাম থাকলে তিনি বেশি খুশি হতেন।

কিভাবে বিশ শ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচন হয়েছে? জানতে চাইলে ঢাকাস্থ বিবিসি বাংলা সার্ভিসের প্রধান সাবির মুস্তাফা বলেন, বিবিসির একজন শ্রোতাকে পাঁচজন বাঙালি নির্বাচনের সুযোগ দেয়। প্রথম বাঙালির জন্য পাঁচ পয়েন্ট, দ্বিতীয় বাঙালির জন্য চার পয়েন্ট এবং এই ধারাবাহিকতায় পঞ্চম বাঙালির জন্য পয়েন্ট এক। তিনি জানান, কেবল ই-মেইলে শ্রেষ্ঠ বাঙালি জনমত জরিপে অংশ নিয়েছেন প্রায় এক হাজার শ্রোতা এবং চিঠি এসেছে কয়েক হাজার। সাবির মুস্তাফা বলেন, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাঙালিরা জনমত জরিপে অংশ নেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিবিসি কোন বাঙালির নাম বলে দেয়নি। স্রেফ শ্রোতা পছন্দমতো পাঁচ বাঙালির নাম নির্বাচন করে পাঠিয়েছে। এভাবে দেখা গেছে মোট ১৪৩ বাঙালির নাম এসেছে। এদের মধ্যে থেকে পয়েন্ট কাউন্ট করে সেরা কুড়ি বাঙালির নাম প্রকাশ করা হয়েছে। সাবির মুস্তাফা বলেন, এরপর বিবিসি সেরা বাংলা গান নির্বাচনে শ্রোতা জরিপ করার চিন্তা করছে।

এদিকে বিবিসির শ্রোতা জরিপে এক থেকে ক্রমান্বয়ে বিশতম স্থান করা শ্রেষ্ঠ বাঙালি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, জগদীশচন্দ্র বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, রাজা রামমোহন রায়, মীর নিসার আলী তিতুমীর, মরমী সাধক লালন শাহ, বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়, নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেন, বায়ান্নর ভাষা শহীদগণ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, স্বামী বিবেকানন্দ, অতীশ দীপঙ্কর, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

জনকণ্ঠ, শুক্রবার ৩ বৈশাখ ১৪১১, ১৬ এপ্রিল ২০০৪

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

শামসুজ্জামান খান

বিবিসি বাংলা বিভাগের 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' শীর্ষক সাম্প্রতিক শ্রোতা জরিপ বেশ সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমরা মনে করি। বাংলা ও বাঙালিত্বের এই ক্রান্তিকালে এই জরিপ উপলক্ষে বিবিসির ভাষ্যে যেমন স্মরণীয় বাঙালিদের জীবন ও কীর্তিগাথার একটা পরিচয় পাওয়া গেল তেমনি শ্রোতা জরিপের অংশগ্রহণকারীরাও নিজেদের পছন্দ জানানোর সূত্রে বাঙালি মনীষার ইতিহাস চর্চার একটা সুযোগ পেলেন। সেই সঙ্গে জানতে বুঝতে পারলেন অন্য বাঙালি শ্রোতাদের চিন্তাভাবনা। অন্যদিকে বাংলাদেশে কল্পিত-বিকৃত ইতিহাস চর্চার যে একটা দুষ্টচক্র তৈরি হয়েছে তারাও ব্যাপক জনমত থেকে একটা বার্তা পেলেন। তারা জানতে পারলেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সুবাদে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো যেতে পারে, কিন্তু সামান্য ও সাধারণকে অসামান্য ও মহানায়কে পরিণত করা যায় না। বাংলাদেশে ইতিহাস বিকৃতি ও মতলবী ইতিহাস রচনার এই নষ্টভ্রষ্ট সময়ে এই জরিপের মাধ্যমে হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাসের ধারাকে একটা নির্ভরযোগ্য ভিত্তির

ওপর দাঁড় করানো হলো। এই কাজটি সম্ভব হলো বিবিসির একটি সুচিন্তিত উদ্যোগের ফলে। এই কাজের জন্য আমরা বিবিসিকে অভিনন্দন জানাই। আমরা আশা করব এই প্রয়াস তরুণ প্রজন্মের বাঙালিকে বাঙালি ও বাঙালি মনীষার বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস চর্চায় উদ্বুদ্ধ করবে।

বিবিসির শ্রোতা জরিপে যে কুড়িজন বিশিষ্ট বাঙালিকে 'সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কুড়ি বাঙালি' নির্বাচন করা হয়েছে সত্যনিষ্ঠ ও সচেতন যে কোন মানুষ তাকে বিদ্যমান অবস্থায় ভাল নির্বাচন বলেই মনে করবেন। তবু কোন কোন ক্ষেত্রে কারও কারও কিছু ভিন্নমত বা দু'একটি ক্ষেত্রে ভিন্ন পছন্দ থাকবে না এমন নয়। সেটা থাকাই স্বাভাবিক। এবং তা নিয়ে সুস্থ বিতর্কও হওয়া উচিত। সেটা হলেই বরং বলা যাবে যে বিবিসির উদ্যোগ একটা জাগ্রত কৌতূহল ও বিচার-বিবেচনা ও যুক্তিশীলতাকে সামনে এনেছে। আমরা আশা করব এই সুস্থ বিচার-বিবেচনার ধারা বাঙালির ইতিহাস চর্চায় প্রাধান্য পাবে। দলীয়, ক্ষুদ্র-স্বার্থ প্রণোদিত মূল্যায়ন নয়— যাঁর যা প্রাপ্য তাঁকে সেই মর্যাদা দিয়েই আমাদের সম্মুখ যাত্রার পথ নির্বাচন করতে হবে।

বিবিসির শ্রোতাদের ইতিহাসবোধ ও সচেতনতাকে শ্রদ্ধা জানিয়েও দু'একটি ক্ষেত্রে আমাদের পছন্দের কথা বলব। উল্লেখ্য যে, এই জরিপে আমি নিজের কোন পছন্দের তালিকা পাঠাইনি এবং আমার সমমনা বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি তাঁরাও তাঁদের পছন্দের তালিকা পাঠাননি; কিন্তু যেদিন থেকে জনমত জরিপের ফলাফল ঘোষণা শুরু হলো সেদিন থেকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে এবং আগ্রহের সঙ্গে এই প্রোগ্রাম শুনেছি। এবং প্রোগ্রামটি যে নিয়মিত এবং অনিয়মিত শ্রোতাদের মধ্যে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল তা লক্ষ করেছি। এই আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারাতেই বিবিসির বাংলা সার্ভিসের সার্থকতা। এবার নিজের পছন্দের কিন্তু নির্বাচিত কুড়িতে না থাকা দুই মহান পুরুষের কথা উল্লেখ করব। এঁরা হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও ষোড়শ শতকের বাংলার বিপুল জনপ্রিয় ধর্মসংস্কারক ও মহান সাধক শ্রী চৈতন্য দেব। কুড়িজনের মধ্যে এঁদের নাম না থাকায় আমি কিছু বিস্মিত হয়েছি।

যা হোক, আজ থেকে সতেরো বছর আগে (১৯৮৭) আমি একটি গবেষণামূলক লেখার মাধ্যমে বাংলা ও বাঙালিত্বের ইতিহাসে দু'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ পুরুষ কে সে প্রশ্নটি উত্থাপন করে অন্য মহানদের সঙ্গে তুলনা করে বঙ্গবন্ধুকে শ্রেষ্ঠ আসনটি দিয়েছিলাম। বিবিসির শ্রোতা জরিপেও বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির আসনটি দেয়া হয়েছে। এতে আমি খুশি হয়েছি এবং বিপুলসংখ্যক শ্রোতার সঙ্গে আমার মতের এই মিল আমাকে দরুণভাবে অভিভূত করেছে। তবে সততার খাতিরে আমাকে বলতেই হবে প্রয়াত পণ্ডিত ড. মুহম্মদ এনামুল হকই আমাকে তাঁর বঙ্গবন্ধু-মূল্যায়ন দ্বারা প্রভাবিত করেছিলেন। ড. হক বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যায় না গিয়ে বলেছিলেন, ১. "বঙ্গবন্ধু দু'হাজার বছরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি; ২. বঙ্গবন্ধুর 'জয়বাংলা' শ্লোগান ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের 'এসমে আজম'।" জ্ঞানবৃদ্ধ দেশপ্রেমিক পণ্ডিতের উক্তি দু'টি আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তারই ফলে আমি ওই দীর্ঘ গবেষণামূলক প্রবন্ধটি (দ্র. 'বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ ও প্রাসঙ্গিক কথকতা' শীর্ষক গ্রন্থ ঃ পৃ. ৩৭-৫০, আগামী প্রকাশনী-১৯৯৫) লিখি। প্রবন্ধটি প্রথমে 'দৈনিক সংবাদে' প্রকাশিত হয়।

বঙ্গবন্ধু, দু'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি আখ্যায়িত করায় কেউ কেউ একটু ঠাট্টা বিদ্রূপও করেন এবং বঙ্গবন্ধু বিষয়ক একটি গ্রন্থের সংকলক আমার প্রবন্ধটি তাঁর সংকলন গ্রন্থে প্রকাশ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু বলেন যে, লেখার নামটি পরিবর্তন করে 'মহানায়ক বঙ্গবন্ধু' বা ওই রকম কিছু রাখতে হবে— তাঁকে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' বলা যাবে না। আমি এ প্রস্তাবে রাজি না হয়ে লেখাটি তাঁকে আর দেইনি।

আমার উপরোক্ত প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ চয়ন করি। 'বঙ্গবন্ধু কি প্রকৃতই দু'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি? অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (বিবিসির শ্রোতা জরিপে অষ্টাদশ স্থান প্রাপ্ত) ও চৈতন্য দেব এই সময়ের মধ্যে আবির্ভূত মহান বাঙালি। দু'জনই অসাধারণ, তাঁদের কর্মক্ষেত্রও বিরাট কিন্তু এক অর্থে তা আবার সীমিতও। অতীশ দীপঙ্কর পণ্ডিত ও ধর্মবেত্তা, হয়ত বাঙালি মনীষার শ্রেষ্ঠ উদাহরণও তিনি। এমনকি একথাও স্বীকার্য যে এক সময়ে বহির্বিশ্বে তিনিই ছিলেন স্বীকৃত বাঙালি পণ্ডিত ও মহামান্যমান ব্যক্তি। কিন্তু যাকে বলে সর্বত্রগামী তিনি তা ছিলেন না। তিনি পণ্ডিতদের পণ্ডিত, বহু জটিল চিন্তার উন্মোচক এবং সারস্বত সমাজের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কিন্তু ব্যাপক বিপুল গণমানুষের আত্মার আত্মীয় তিনি হতে পারেননি। শ্রী চৈতন্য দেব সেদিক থেকে ভিন্ন এক নেতা। তিনি বিদ্রোহী, সনাতন ধারা ও শাস্ত্রীয় ধর্মের কঠোর সমালোচক। তিনি পণ্ডিত, তার্কিক, শাস্ত্রজ্ঞ অভিজাত। হিন্দু সমাজের কঠোর জাতিভেদ আর বৈষম্য তাঁর মূল আঘাতের কেন্দ্র। তিনি জাতি ভেঙ্গে গড়ে তুলেছিলেন এক নতুন জাতি, মানবজাতি। প্রেমের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন বর্ণভেদপ্রথা। পথের বাধা আর নৈরাজ্য নিষ্ঠুরতার বিভীষিকাকে। ঐতিহাসিকভাবে শ্রী চৈতন্যের অবদান বিরাট। এক নবযুগ আর নব ভাববিপ্লবের তিনি অগ্নিশিখা। কিন্তু তাঁর ভাববিপ্লব সমাজে বড় রকমের একটা আন্দোলন সৃষ্টি করলেও সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লব বলতে যা বুঝি তিনি তা করতে পারেননি— সমাজের উপরিতলে একটা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। অন্যদিকে, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইসলাম বিশ্ব প্রেক্ষাপটেও বিশিষ্ট প্রতিভা, বাংলাদেশের পটভূমিকায় মহত্তম কিন্তু তাঁদের কৃতি ও কীর্তি চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সর্বব্যাপী নয়। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ সংস্কারে তাঁরা দিকপাল। বাঙালি জাতির রুচি ও জাতিসত্তা গঠন ও তাদের খণ্ডিত জাগরণে তাঁদের ভূমিকা তুলনারহিত। বাঙালি জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা সংগ্রামেও তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে তাঁদের ভূমিকা সঙ্গত কারণেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে জন্যই বলা চলে যে বাঙালির সার্বিক জাগরণের সূত্রপাত ও স্বাধীনতা অর্জনে তাঁদের ভূমিকা বলবান পার্শ্বচরিত্রাভিনেতার, মূল ভূমিকাটি শেখ মুজিবুর রহমানের। অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে সুরেন বাড়ুয্যে, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ জনগণকে বহুল পরিমাণে আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। তবে এঁদের পেছনে কাতারবন্দী হয়েছে মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উঠতি ধনিক শ্রেণী এবং জোতদাররা। এঁরা বাঙালির রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখেননি। তবে চিত্তরঞ্জন দাশ হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মূলে হাত দিয়ে রাজনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছিলেন।

তাঁর বেঙ্গল প্যাকট ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যু এই মহান নেতার ভবিষ্যত কর্মকাণ্ডের ইতি টেনে দেয়।... নেতাজী সুভাষ বসু অসাম্প্রদায়িক ও গণসমর্থনপুষ্ট সশস্ত্র আন্দোলনে গিয়েছিলেন, কিন্তু নির্ভরশীল হয়েছিলেন অন্য একটি গণবিরোধী বৈদেশিক শক্তির ওপর। এবং শেষপর্যন্ত তিনি একটি রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হননি। গণমুখী রাজনীতির বিকাশে এ কে ফজলুল হকের অবদান বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি বাংলার কৃষককে রাজনীতি সচেতন করে তাদের ঋণমুক্তির জন্য ঋণসালিশী বোর্ড গঠন করে তাদের ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি দেন। কিন্তু যুক্তবঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানে তিনি জনপ্রিয় ও কিংবদন্তিপ্রতিম রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিতি পেলেও এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে অবদান রাখলেও বাঙালির স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেননি। এই পটভূমিকায় শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা মৌলিক ও স্থিরলক্ষ্যমুখী। ছাত্রজীবন থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর ভূমিকা, অঙ্গীকারদৃপ্ত, নিষ্ঠাপূর্ণ। এক্ষেত্রে তাঁর সাহস, জেলজুলুম, নির্যাতন সহ্য করার ক্ষমতা, জীবনব্যাপী ত্যাগ, প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়জ্ঞান, দেশের সকল মানুষকে একই রাজনৈতিক অবস্থানে এনে স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ লড়াইয়ে প্রস্তুত করা এবং এভাবেই বাংলাদেশের মানুষের বিপুল ভোটে নির্বাচিত নেতা হিসেবে অবিসংবাদিত হয়ে ওঠা এবং স্বাধীনতাকে শেষ পর্যন্ত সম্ভব করে তোলার মধ্যে যে অনন্যতা ছিল তা আর কারও মধ্যে দেখা যায়নি। শুধু তাই নয় গোটা উপমহাদেশে পাঞ্জাবী, বেলুচি, সিন্ধি, মারাঠি, তামিল, তেলেগু, কন্নড়ি প্রভৃতি বড় বড় জাতি থাকলেও বাঙালিদেরই একমাত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র আছে। এর কৃতিত্ব শেখ মুজিবের। সেজন্যই তিনি বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। দার্শনিক হেগেল মনে করতেন, যে মহাপুরুষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলতে পারেন তাঁর কৃতিত্ব প্রায় ঐশ্বরিক, অলৌকিক ক্ষমতা ছাড়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। হেগেলের এই মতের ভাববাদী অন্তঃসার বর্জন করে আমরা বলতে পারি, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠতম কর্ম। বঙ্গবন্ধু সেই কাজে সফল হয়েই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন বা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব বা সংস্কারকের সাফল্য এর সঙ্গে তুলনীয় নয়, সে জন্যই তালিকার শীর্ষ নামটি তাঁর। এতে বিবিসির শ্রোতাদের প্রজ্ঞা ও বিবেচনার পরিচয় আছে। শ্রোতাদের ভোটে ভাষা শহীদদের ১৫তম স্থান লাভও তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার এবং বাঙালি জাতির মৌলিক বিকাশে ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের এই স্বীকৃতি শ্রোতাদের তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বোধ ও ইতিহাসচেতনার পরিচায়ক— তেমনি তিতুমীর-লালন ফকিরের অন্তর্ভুক্তিও তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা বিবিসি ও তাদের জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রোতাদের আর একবার ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

জনকণ্ঠ, রবিবার ৫ বৈশাখ ১৪১১, ১৮ এপ্রিল ২০০৪

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

হারুন হাবীব

নন্দিত বিশ্ব গণমাধ্যম বিবিসি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জাতীয় কীর্তিমানদের ওপর জরিপ পরিচালনা করে আসছে। শ্রোতাদের মতামতের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন

পর্বগুলো সমাধা করা হয়। বিবিসির সাম্প্রতিকতম জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় প্রথম আসনে উঠে এসেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি, আমাদের স্বাধীনতার মহানায়ক। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠত্বের আসন পেয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, যিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। তৃতীয় আসন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের, যাঁর কলম অসাম্প্রদায়িক বাঙালি চেতনাকে শাণিত করেছে, নিপীড়িতের গান গেয়েছে। এ রকম সর্বমোট ২০ জন। গত ২৬ মার্চ থেকে জরিপের ফল প্রকাশ করা হতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই সকলের নজর ছিল— কে হন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। শ্রোতাদের বিচার-বিবেচনায় শেষপর্যন্ত সঠিক মানুষটিই উঠে এলেন, অবিনশ্বর যাঁর নাম ও কীর্তি। পয়লা বৈশাখের আনন্দঘন দিনে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটি দেয়া হলো বিবিসি থেকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এমনই নাম যাঁকে হৃদয়ের সততা থেকে উপেক্ষা করার শক্তি কারও হয় না, যদিও নিম্নমানের রাজনীতি স্বার্থে কেউ কেউ তা করার মূর্খতা দেখান। এসব নাম তাঁদের কবরের সীমানা পেরিয়ে, কালের সীমা ছাড়িয়ে, সোচ্চার এবং শক্তিধর হয়ে মহাকালের আঙিনায় সদর্পে টিকে থাকেন। এই মহাপুরুষেরা যে কীর্তি রেখে যান সে কীর্তিকে অস্বীকার করার জো নেই, যদিবা কখনও কেউ কেউ আত্মপ্রবঞ্চক হবারও চেষ্টা করেন, শাশ্বত সত্যকে উপেক্ষা করতে উদ্যত হন। কিন্তু চিরঞ্জীব এই কীর্তিমানরা আপন মহিমাতেই টিকে থাকেন।

'বঙ্গবন্ধু' নামে উচ্চারিত না হলে যাঁর উচ্চারণ প্রায় অসম্পূর্ণ থেকে যায় তিনি শেখ মুজিবুর রহমান। এই নামকে যেমন জোর করে প্রতিষ্ঠা দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না, তেমনি জোর করে মুছে দেয়াও সম্ভব হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন ও ভারতের মহাত্মা গান্ধী যেমন, চীনের মাও সেতুং ও ভিয়েতনামের হো চি মিন যেমন, কিউবার ফিডেল কাস্ট্রো ও ইন্দোনেশিয়ার সোয়েকর্ন যেমন, ঘানার পেট্রিস লুমাম্বা ও কওমী নক্রুমা যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিন ও যুক্ত যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটো যেমন, বাংলাদেশের তেমনি শেখ মুজিবুর রহমান। নামে এঁরা এক না হলেও কীর্তিতে এক, গৌরবে এঁরা ভাস্বর।

বিবিসি, একটি নন্দিত আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম। বিশ্বব্যাপী এর বস্তুনিষ্ঠতার গ্রহণযোগ্যতা। যদ্দুর জেনেছি, বিভিন্ন বয়সের ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মতামতের ভিত্তিতে জরিপটি সমাধা করা হয়েছে। বিবিসির বাংলা বিভাগের প্রধান সাবির মুস্তাফা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের নানা বয়সের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ এই জরিপে অংশ নিয়েছে। অংশ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাসহ আমাদের সীমান্তের বাইরেরও অসংখ্য বাংলাভাষী মানুষ। বর্তমান বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার যখন শেখ মুজিবকে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার সব আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে, ঠিক তখনই একটি জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক মিডিয়ার শ্রোতৃমণ্ডলী বঙ্গবন্ধুকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসালেন। এটি কম তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নয়। এ জরিপ থেকে বোঝা যায়, সত্যের যে শক্তি তাকে বিভ্রান্তকারীরা জয় করতে পারেনি। তবে বাঙালি জাতিসত্তার প্রত্যক্ষ বিরোধী

ব্যক্তির নামও যখন শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় উঠে আসে তখন মনে না করার কোন কারণ থাকে না যে, ষড়যন্ত্রকারীরা তাৎপর্যপূর্ণ একটি জনগোষ্ঠীকেও ইতোমধ্যে বিভ্রান্ত করতে সফল হয়েছে।

হাজার বছরের যে বাঙালি, কখনও বিচ্ছিন্ন, কখনও জাতিসত্তা অন্বেষণে বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত, কিন্তু লড়াকু, সেই বাঙালির নিজ আবাসভূমির স্থপতির নাম শেখ মুজিবুর রহমান। সে কারণেই তিনি বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু গোটা জাতির। এই নাম শত্রুর কাছে যেমন সত্য, তেমনি মিত্রের কাছে; না হয় কখনও ষড়যন্ত্র ও অবিমৃশ্যকারীরা তা অস্বীকার করার কাপুরুষতা দেখায়।

শেখ মুজিব মহান, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, যিনি তাঁর বিচক্ষণতা, সাহস, ত্যাগ, মেধা আর অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব-কাব্যে পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরাচার, ধর্মীয় মিথ্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর অবহেলিত জাতিকে দুর্বার অধিকার সচেতন করে তুলেছিলেন। তাঁর আপোসহীন নেতৃত্ব বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু করেছিল, বেগবান করেছিল, অপ্রতিরোধ্য করেছিল, যা শেষ পর্যন্ত ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম দিয়েছিল স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের। ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত শেখ মুজিব মিশে গিয়েছিলেন বাঙালি মানস আর বাংলার মাটির সঙ্গে। হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এক জাতি হয়েও বাঙালি কখনও এক হয়নি, হতে পারেনি। স্ব-শাসিত হবার বড় বেশি সুযোগও ঘটেনি বাঙালির। ধর্মীয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব, কুসংস্কার, লোভ-ষড়যন্ত্র-দাসত্ব ইত্যাদি বার বার কষাঘাত করেছে বাঙালিকে। শেখ মুজিবই প্রথম সবল সফল রাজনীতি-পুরুষ যিনি তাঁর অসাধারণ রাজনীতি-প্রতিভায় জাতির অসাম্প্রদায়িক চরিত্রকে বিকশিত করতে পেরেছিলেন। জাতিকে তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামি আর কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে তুলতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর অনন্যসাধারণ রাজনীতি-শিল্পকলা বাঙালিকে এক আত্মা হয়ে মুক্তিযুদ্ধে নামাতে পেরেছিল।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়। হত্যা করা হয় তাঁর পরিবারের প্রায় সকলকে; শিশুকে, বয়োবৃদ্ধকে, নববধূকে! সেই হত্যাকাণ্ড যে বাঙালির ইতিহাসে বর্বরতম-নিষ্ঠুরতম, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু বলার বিষয় তা নয় আমার। মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। শেখ মুজিব যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তখনও তিনি পাকিস্তানীদের হাতে প্রাণ দিতে পারতেন। সুদীর্ঘ কারাবাসেও তিনি মৃত্যুবরণ করতে পারতেন। মুক্তিযুদ্ধকালে যখন তাঁকে পাকিস্তানে বন্দী রাখা হয়েছিল তখনও প্রাণ হারাতে পারতেন তিনি। অতএব মৃত্যুই বড় নয়, বড় শেখ মুজিবকে হত্যার পেছনের চক্রান্ত, উদ্দেশ্য।

বিবিসির জরিপে নতুন প্রজন্মের সামনে আবারও প্রতিষ্ঠিত হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের, এযাবতকালের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ। দীর্ঘদেহী ওই মানুষটি আপাদমস্তক বাঙালি। স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাধায় তাঁকে হত্যা করে ষড়যন্ত্রকারীরা শুধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্থিতিশীলতাই নষ্ট করতে চায়নি, সেই সাথে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল রক্তার্জিত মুক্তিযুদ্ধের অর্জন,

চেতনা ও তার ইতিহাস। বলতেই হবে, সে সর্বনাশা পরিকল্পনায় তারা অনেকটুকুই সফলতা লাভ করেছিল। তৈরি করতে পেরেছিল বিভ্রান্ত কিছু নতুন প্রজন্ম, যাদের কাছে ইতিহাস অর্থহীন কিছু ঘটনাবলী ছাড়া কিছু নয়! কিন্তু আজ হয়ত অনেকেই অনুধাবন করছেন, বঙ্গবন্ধুর সে হত্যা এবং তাঁকে পরোক্ষে সমর্থন দিয়ে যে পাপ করা হয়েছিল তার শত প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে জাতিকে। ওই মানুষটির হত্যা মুক্তিযুদ্ধের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় অগণিত মৃত্যু দিয়ে পাওয়া স্বাধীনতার অর্জনকে ভূ-লুণ্ঠিত করেছে, পুনপ্রতিষ্ঠিত করেছে উপেক্ষিত সেই পাকিস্তানি ধারার রাজনীতি, আমন্ত্রণ জানিয়েছে সেই সংস্কৃতি, যা ধর্মের চাতুরি দিয়ে মানুষের প্রগতিকে বিনাশ করতে উদ্যত। আমাদের অযোগ্যতার সীমানা যখন পাহাড়সমান, জাতি হিসেবে আমরা যখন আত্মঘাতী হতেও লজ্জাবোধ করিনে, তখন একাত্তরের ঘাতক-দালালদের আবার আমরা মুখোমুখি দেখব— একে অস্বাভাবিক বলব কেন? কিন্তু ইত্যাকার হতাশার পরও বিবিসি'র জরিপ আমাদের নতুন করে আস্থাশীল হতে শেখায়। আস্থা এ কারণে যে, ইতিহাসের মানদণ্ড শেষপর্যন্ত শেখ মুজিবের পক্ষেই; এন্তার অপপ্রচার চালিয়েও তাঁকে ভুলিয়ে দেয়া যায়নি। আস্থা আরও এ কারণে যে, আত্মরক্ষার তাগিদেই মুক্তিযুদ্ধকে যেমন আঁকড়ে ধরতে হবে, একাত্তরের ঘাতক-দালাল আর নব্য স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদীদের হাত থেকে নিজেদের যেমন রক্ষা করতে হবে এবং সসম্মানে সেই আসনেই বসাতে হবে শেখ মুজিবকে, যে আসন গৌরবের এবং যে আসন তাঁরই একমাত্র প্রাপ্য। মৌলবাদী পাকিস্তানপন্থীদের তৎপরতা যত বাড়বে ততই দ্রুত আশ্রয় খুঁজতে হবে স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তিকে মুক্তিযুদ্ধের কাছে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছে। এ সত্যের ব্যত্যয় ঘটার সুযোগ নেই।

বাংলাদেশ নামে যার আস্থা ও বিশ্বাস যে, বাঙালির হৃদয়ে দাসত্ব নেই, পরাধীনতা আর উগ্র ধর্মবাদ নেই, সে বাঙালিকে তাই গ্রহণ করে নিতে হবে শেখ মুজিবকে অকুণ্ঠচিত্তে। এবং আমি দিব্য চোখে দেখছি, শেখ মুজিব আবার উঠে আসছেন টুঙ্গিপাড়ার মাটিতে তাঁর আড়াই যুগের বন্দী শয়ন থেকে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই কুর্নিশ করতে হবে তাঁকে।

জনকণ্ঠ, সোমবার ৬ বৈশাখ ১৪১১, ১৯ এপ্রিল ২০০৪
রিপোর্টারের ডায়েরি
'ইতিহাস কথা কয়'

১৪ এপ্রিল, বুধবার। নববর্ষ ১৪১১ সাল। শাশ্বত বাঙালি জাতির জন্য পহেলা বৈশাখ এক অনন্য দিন। লোকজ আচার ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে বর্ষবরণ করতে বাঙালি জাতি এদিন মেতে ওঠে আনন্দে উদ্দীপনায়। এবারের পহেলা বৈশাখ বর্ষবরণের আমেজের সঙ্গে আরেকটি আনন্দ খবর মিলিত হয় বাঙালি জাতির জন্য। ১৪১১ সালের প্রথম প্রহরেই এই সুখবর ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। বিবিসির বাংলা বিভাগের শ্রোতা জরিপে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হন। বর্ষবরণের আমেজের সঙ্গে শ্রেষ্ঠতম বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম ঘোষণার পর রাজধানীসহ দেশজুড়ে পহেলা বৈশাখে বয়ে যায় আনন্দের জোয়ার।

নববর্ষকে বরণ করতে আওয়ামী লীগ ওইদিন সকালে বের করবে শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার নিউজ সংগ্রহের জন্য ভোর ছয়টায় ঘুম থেকে উঠলাম। রওনা হলাম পুরনো ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কের দিকে। এখান থেকেই বের হবে শোভাযাত্রা। সেখানে গিয়ে দেখি সকলের চোখেমুখে শুধুই আনন্দের জোয়ার, আর গর্ব, উচ্ছ্বাস।

সকাল সোয়া আটটায় বাঙালির লোকজ আচার ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে সাজানো আওয়ামী লীগের এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। কিন্তু শোভাযাত্রায় অংশ নিতে আসা হাজার হাজার নেতাকর্মীর গলায় ঝুলানো শুধুমাত্র একটি ছবি, সেটি হলো সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর। শুধু গলায় ঝুলানোই নয়, বঙ্গবন্ধুর অসংখ্য বিশাল বিশাল ছবি স্থান পায় এই বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে। বর্ষবরণ উপলক্ষে আওয়ামী লীগের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি শেষপর্যন্ত পরিণত হয় আবেগাপ্লুত আনন্দ-উচ্ছ্বাসের র‍্যালিতে। র‍্যালিতে কেউবা মিষ্টি বিলাচ্ছেন, কেউবা নেতা-কর্মীদের নিয়ে রং খেলায় মেতে উঠে আনন্দের বর্হিপ্রকাশ ঘটান। নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ড ও থানা থেকে আসা শত শত মিছিলের স্রোতে বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকার চতুর্দিক সয়লাব হয়ে যায়। বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়ে ইংলিশ রোড, নর্থসাউথ রোড, সিদ্দিকবাজার, গোলাপশাহ মাজার, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, পল্টন, শাহবাগ, এলিফ্যান্ট রোড, সায়েন্স ল্যাবরেটরি, মিরপুর রোড হয়ে ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ ঘুরে শোভাযাত্রাটি শেষ হয় সকাল পৌনে এগারোটায়। প্রখর রৌদ্রতাপ তুচ্ছ করে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী, সমর্থক ছাড়াও সকল বয়সী নারী-পুরুষ দীর্ঘ এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। বিশাল তিনটি হাতি ছিল মিছিলের অগ্রভাগে।

বাংলার সাংস্কৃতিক ঐহিত্য জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠা এই বর্ণাঢ্য ও ব্যতিক্রমী এই শোভাযাত্রা শেষে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে শেষ হয়। সেখানে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আনন্দে শরিক হতে অবস্থান করছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। শোভাযাত্রা শেষে তিনি সকল নেতাকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রেষ্ঠ বাঙালির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সেখানে আয়োজন করা হয় এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশের। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বার বার আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। অশ্রুনয়নে তিনি বলেন, সঠিক ইতিহাস কখনও মুছে ফেলা যায় না। ইতিহাস সত্যকেই স্বীকৃতি দেয়। আর তাই সমগ্র বিশ্বের সকল বাঙালির কাছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হয়েছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আজ প্রমাণ হয়েছে ইতিহাস কথা কয়।

উত্তম চক্রবর্তী

জনকণ্ঠ, সোমবার ৬ বৈশাখ ১৪১১, ১৯ এপ্রিল ২০০৪

তিন শ্রেষ্ঠের বিড়ম্বনা

নিয়ামত হোসেন

বিবিসির সেরা বাঙালি জরিপের ফল সারাদেশে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। বিবিসির এই জরিপের ব্যাপারে প্রথম থেকেই মানুষের কৌতূহল ছিল। কুড়ি নম্বর ঘোষণার পর থেকে মানুষ সাগ্রহে অপেক্ষা করেছে এরপর কার নাম থাকছে, তা

জানার জন্য। তালিকা যত উপরের দিকে গেছে তত বেড়েছে কৌতূহল। সেরা কুড়িজনের ঐ ক্রমতালিকা তৈরি করা হয়েছে বিবিসির শ্রোতাদের ভোটে অর্থাৎ তাঁদের অভিমত জরিপের ভিত্তিতে। এই তালিকায় কোন কোন নাম বা নামের স্থানের ব্যাপারে দ্বিমত বা ভিন্নমত থাকতেই পারে, আবার এমনও বলতে পারেন কেউ কেউ, এই কুড়ির তালিকায় স্থান পেতে পারতেন এমন বিশিষ্ট বাঙালিও আছেন তাঁদের বিবেচনায়।

তালিকায় ১ নং স্থান দেয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, ২ নম্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, ৩ নম্বর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। বিবিসির জরিপে এঁদের যে স্থানই দেয়া হোক না কেন, এঁরা যে সর্বশ্রেণীর মানুষের অতি প্রিয় তাতে সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে এঁরা সবাই প্রাতঃস্মরণীয়। জীবিত অবস্থাতেই এঁরা খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিলেন। প্রত্যেকেই কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিলেন। দেশের মানুষের হৃদয়ে তাঁদের আসন সবসময় পাকা।

খ্যাতির বিড়ম্বনা কাকে বলে এবং তার জ্বালা কীরূপ এই তিন শ্রেষ্ঠই তাঁদের জীবদ্দশায় তা কমবেশি বুঝেছেন। অন্যরকম বিড়ম্বনাও এঁদের জন্য এসেছে। প্রচণ্ড রকমের জনপ্রিয়তার মধ্যে কটুবাক্যও এঁদের অনেক শুনতে হয়েছে। কিন্তু সেসব তাঁরা অগ্রাহ্য করে নিজের কাজ করে গেছেন। তারই সাফল্য তাঁরা পেয়েছেন। আজ তাঁরা মানুষের নিন্দা-প্রশংসা-সমালোচনার ঊর্ধ্বে। আজও মানুষ কী পরিমাণ ভালবাসে তাঁদের তার প্রমাণ প্রতিনিয়তই পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে মোটামুটি অল্প সময়ে খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু তাঁর সমালোচনা করার জন্য সে সময় কেউ কেউ সবসময় থাকত মুখিয়ে। তাঁর কবিতা এবং অন্যান্য লেখা নিয়ে কতজন কত ঠাট্টা-মস্করা করেছে। সোনার তরী নিয়েও বিদ্রূপ করা হয়েছে। তিনি কবিতা লিখে তরুণদের মাথা খাচ্ছেন— এ ধরনের মন্তব্যও কেউ কেউ করেছেন। একদল মানুষ, এরা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু নানা অপমান-ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে তাঁকে আঘাত দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি লেখার পর তাঁর কবিতা ও গানগুলো নিজেই ইংরেজি করতে শুরু করলেন। কোনটা শান্তিনিকেতনে, কোনটা কুষ্টিয়ার শিলাইদহে আসার পথে, কোনটি বিলাত যাওয়ার পথে— এভাবে ইংরেজি করে লন্ডনে গিয়ে বই বের করলেন। ১০০ বছর হতে চলল প্রায়। সে সময় ব্রিটিশের এক উপনিবেশের বাংলাভাষার একজন কবি নোবেল পুরস্কার পেলেন। এশিয়া মহাদেশের কয়েক শ' ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার সাহিত্য পেল প্রথম নোবেল পুরস্কার। ওটা সারা এশিয়ার সকল বিষয়ের মধ্যেও প্রথম। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। সেদিন নাকি ব্রিটিশ সরকার কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফ্রি ট্রেন চালু করেছিল। অগণিত লোক কবিকে সংবর্ধনা দিতে গিয়েছিল। তিনি সেখানে অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছিলেন তবে তাঁর কথায় প্রকাশ পেয়েছিল বেদনা এবং খানিকটা অভিমানও। বিদেশীরা তাঁকে সম্মান দিচ্ছে কিন্তু নিজের লোকদের সমালোচনার কাঁটা তাঁকে বিদ্ধ করে চলেছে— এ বেদনা তিনি ভোলেননি।

আমাদের স্বাধীনতার আগে এদেশে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথের কম সমালোচনা হয়নি, তাঁকে বর্জনেরও কম চেষ্টা হয়নি! একবার তো তাঁর গান

সরকারি প্রচারযন্ত্রে নিষিদ্ধ করা হলো। মৃত্যুর পরও বিড়ম্বার যেন শেষ নেই একশ্রেণীর মূঢ়দের হাতে। সে সময় আরেক শ্রেষ্ঠ বাঙালি মওলানা ভাসানী একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের কথা। বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন— 'তথ্যমন্ত্রী জনাব শাহাবুদ্দিন ঘোষণা করেছেন যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত ইসলাম ও পাকিস্তানের ঐতিহ্য পরিপন্থী বিধায় আর বেতার ও টেলিভিশন মারফত পরিবেশিত হইবে না।' কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সবুর খানও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছিলেন। ... 'রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য, সাহিত্য, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক,উপন্যাস ও সঙ্গীতের মাধ্যমে বাংলাভাষাকে নতুন গৌরবে অভিষিক্ত করেছেন।' রবীন্দ্রনাথের অবদান সর্বজনীন এ কথা উল্লেখ করে মওলানা ভাসানী এদেশের সাধারণ মানুষের প্রতি সরকারের এই প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের গানকে জাতীয় সঙ্গীত করা হয়েছে। এদেশের প্রতিটি মানুষের প্রাণের গান এটি। তারপরও দেখা যায়, এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা ক্ষীণকণ্ঠে হলেও ঐ গানটির ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। এ চেষ্টার সমাপ্তি ঘটেছে তা কি বলা যাবে? আর একটা কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের ঃ তিনিই পৃথিবীর একমাত্র কবি, যাঁর গান দু'টি পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত।

বিবিসির জরিপের প্রথম তিন শ্রেষ্ঠের মধ্যেকার সম্পর্ক কিরূপ ছিল সেটা দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কিছুটা আগের মানুষ। তাঁর মৃত্যু ১৯৪১ সালে। বঙ্গবন্ধু রাজনীতির চরম ব্যস্ততার মধ্যেও একইসঙ্গে যে রবীন্দ্রভক্ত এবং নজরুলভক্তও— তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত বলা যায়, পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি ঢাকায় ফিরেছিলেন। ঐদিন এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এসেছিলেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। সেখানে জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা স্মরণ করেছিলেন তিনি। এক কবিতায় দুঃখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী/রেখেছো বাঙালি করে, মানুষ করোনি।' ঐ ১০ জানুয়ারি স্বাধীন দেশের মাটিতে প্রথম পা দিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'কবিগুরু, আমার বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে!'

স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু নিজে উদ্যোগ নিয়ে বিদ্রোহী কবিকে কলকাতা থেকে এদেশে আনার ব্যবস্থা করেন। আমাদের সবার প্রাণের প্রিয় কবি নজরুলও ছিলেন তাঁর প্রিয়, এটা তারই প্রমাণ।

কবি নজরুল কবিতা লেখা শুরু করার খুব অল্প দিনে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর পিছনেও কম ফেউ লাগেনি। একদল সমালোচক সবসময় লেগেছিল তাঁর পিছনে। ঠাট্টা, বিদ্রূপ, অপমান সহ্য করতে হয়েছে তাঁকেও। ব্রিটিশ সরকার একের পর এক তাঁর বই বাজেয়াপ্ত করে চলেছে। এক সময় তাঁকে জেলেও পোরা হলো। তিনি জেলে অনশন ধর্মঘট শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ সে সময় টেলিগ্রাম পাঠালেন অনশন ঘর্মঘট প্রত্যাহার করার জন্য। সে টেলিগ্রামে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, অনশন প্রত্যাহার করো, আমাদের সাহিত্য তোমাকে চায়। রবীন্দ্রনাথ সে সময় তাঁর একটি বই উৎসর্গ করলেন নজরুলকে। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন— 'শ্রীমান কবি

নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু।' নজরুল অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন রবীন্দ্রনাথকে। নজরুল, তাঁর সঞ্চিতা বইটি উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথকে। তাতে তিনি লেখেন— 'বিশ্বকবি সম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশ্রী চরণারবিন্দেষু।'

রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলকেও এদেশে পাকিস্তানি আমলে কম বিড়ম্বার শিকার হতে হয়নি। তিনি যা, সেটা না দেখিয়ে তাঁকে খণ্ডিতভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা বার বার করা হয়েছে। কোন কোন অর্বাচীন তাঁর কবিতায় ভুল আছে এই ভাবনায় নতুন নতুন শব্দ তাতে ঢুকিয়ে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু তাদের কোন চেষ্টা সফল হয়নি। তাঁকে আমরা বসিয়েছি জাতীয় কবির উচ্চাসনে। তাঁর স্থান দেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে। যাঁকে বিবিসির শ্রোতাদের মতামত জরিপে এক নম্বর আসনটি দেয়া হয়েছে তাঁকেও খাটো করার প্রয়াস চলেছে নানাভাবে। বিবিসির জরিপে প্রথম তিনটি আসন যাঁদের দেয়া হয়েছে তাঁরা নানাভাবে সমালোচনা, কটূক্তি, অপমানের শিকার হয়েছেন নানা সময়ে। তাঁদের অবদান তুচ্ছ করার, খাটো করে দেখানোর কত চেষ্টাই না হয়েছে! যারা এসব করেছে তারা সংখ্যায় খুবই কম সন্দেহ নেই। তবে আপামর জনসাধারণের ভালবাসা পেয়েছেন তাঁরা। কোটি মানুষের ভালবাসার জোয়ারে ভেসে গেছে ঐসব সমালোচনার আবর্জনা। উল্লিখিত জরিপটি বিবিসির শ্রোতাদের অভিমতের জরিপ হলেও এতেই বোঝা গেল বঙ্গবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের স্থান কোথায়? জীবনে এবং জীবনাবসানের পরও নানা বিড়ম্বনার শিকার হলেও সেসব তুচ্ছ হয়ে গেছে ইতিহাসের বিচারে। ইতিহাসে তাঁদের স্থান কোথায় ঐ জরিপের ফলে সেটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে আবার।

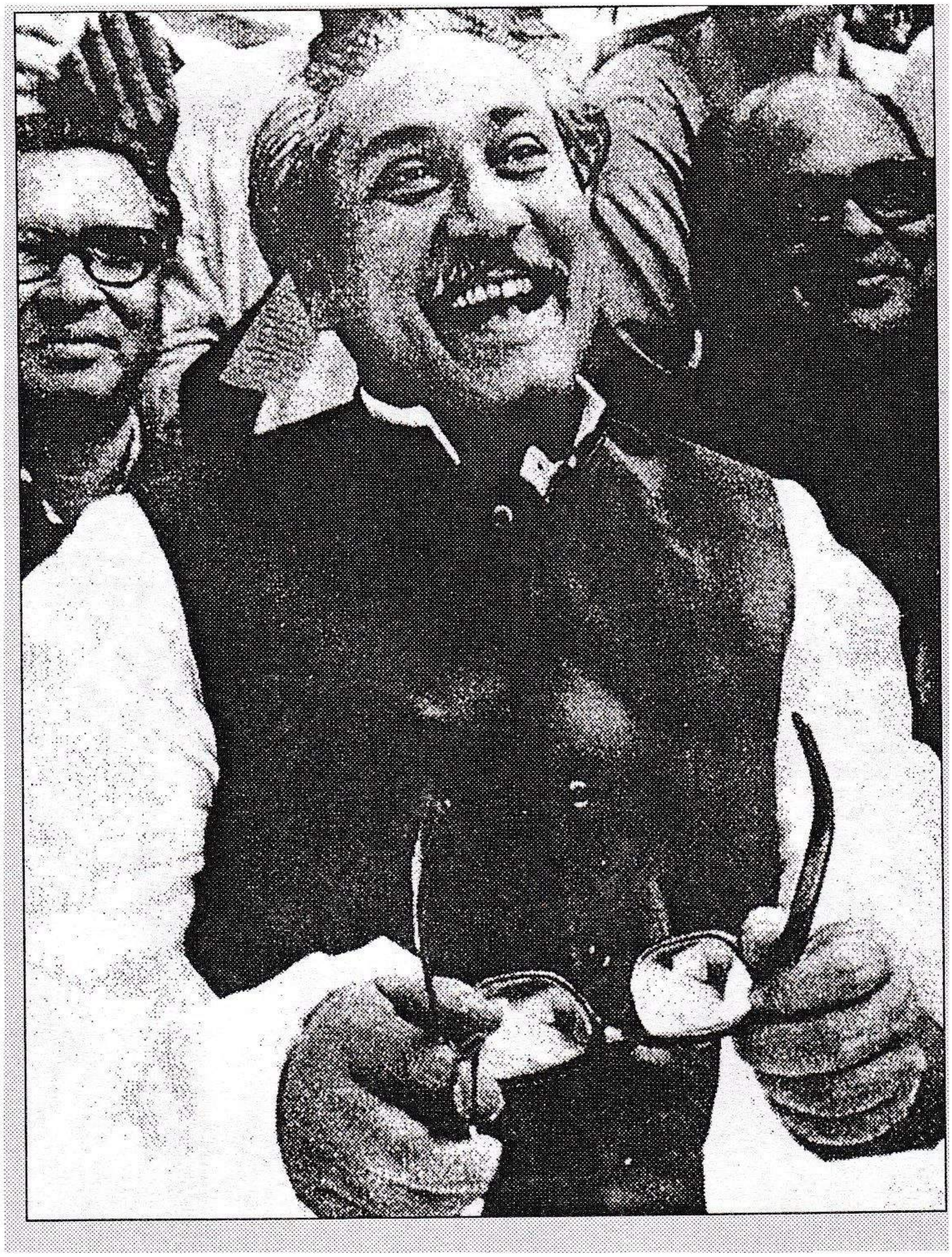
জনকণ্ঠ, বৃহস্পতিবার ৯ বৈশাখ ১৪১১, ২২ এপ্রিল ২০০৪

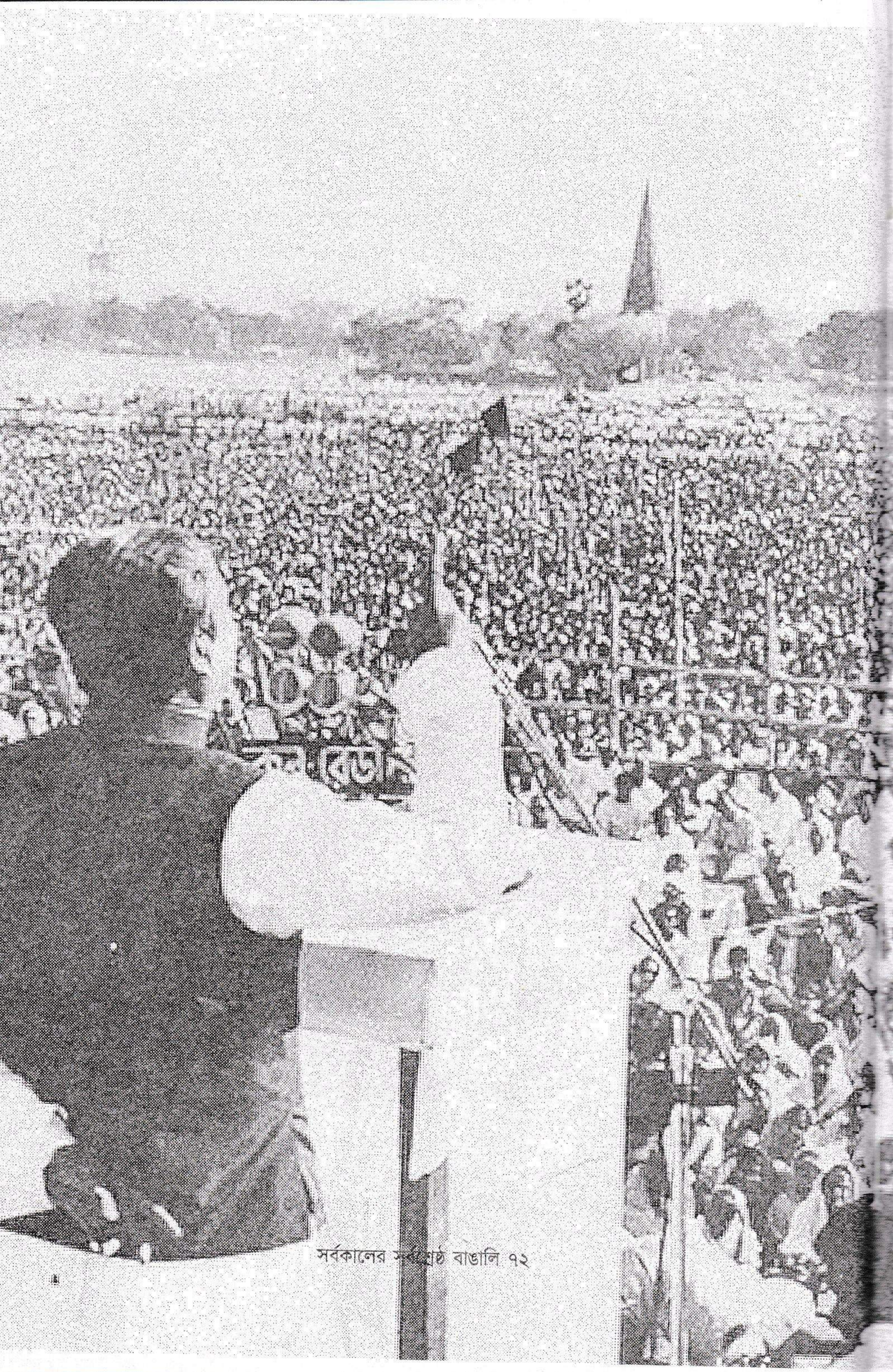
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
'ষড়যন্ত্রকারীদের' তালিকায় এইবার বিবিসিও!

মহিউদ্দিন আহমদ

পহেলা বৈশাখ সকালে বিবিসির বাংলা অনুষ্ঠান শুনছিলাম। ঠিক তখনই আমার একজন প্রিয় মানুষ নতুন বাংলা বছরের শুভকামনা জানাতে টেলিফোন করে। ধন্যবাদ জানিয়ে তাকেও শুভ কামনা জানালাম। তারপর বললাম, আমি এখন বিবিসি শুনছি, আমার চোখে পানি, তুমিও বিবিসি শোন।

চোখের পানি আরও দুইবার এসেছিল। ১৯৭২-এর ৮ জানুয়ারি ভোরে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরের আলকক্ এ্যান্ড ব্রাউন ভিআইপি স্যুইটে, যখন পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি লন্ডন এলেন আর আমরা তিন বাঙালি তাঁকে অভ্যর্থনা জানালাম। বাঙালিদের জন্য এই প্রথম একজন স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধটা হয়েছিল, এত লাখ মানুষ তাঁর নামে উদ্দীপ্ত হয়ে চরম আত্মত্যাগটিও করেছিল। কত লক্ষ-কোটি মানুষ কত রকমের অত্যাচার-নির্যাতন সয়েছে সেই নয়টি মাস। তাঁকে সামনে দেখে প্রথমে







চোখের পানিতে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। সিংহ হৃদয়ের সেই মানুষটিও সেদিন অতি নগণ্য এক সেকেন্ড সেক্রেটারিকে বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, ভয় নেই, আমি এসে গেছি। এত বড় বুকে মাথা রেখে পরম নিরাপত্তা বোধ করেছিলাম সেই ভোরে। আর চোখের পানিও যেন বাঁধ ভেঙ্গেই সিংহ পুরুষটির বুক ভাসিয়ে দিচ্ছিল তখন।

চোখের পানিতে আবার বুক ভাসালাম তিন বছর সাত মাস এক সপ্তাহ পর আর এক ভোরে; ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টে। দারুণ মর্মান্তিক খবরটি জেনেভায় আমাকে সেই ভোরে দিয়েছিল লন্ডন থেকে দুই বন্ধু ওয়ালি আশরাফ এবং এ জেড মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু। একাত্তরে দু'জনেরই প্রবল ভূমিকা ছিল যুক্তরাজ্যে। ওয়ালি আশরাফ পরে বিএনপির এমপি, দশ বছর আগে মারা গেছে। মঞ্জু এখন একজন ছোটখাটো শিল্পপতি।

দুই.

বঙ্গবন্ধু এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রথম দু'টি আসনের কোন্‌টিতে কে থাকবেন, বিবিসির শ্রোতাজরিপের রায় ঘোষণার শেষদিকে তা অনেককেই আলোড়িত করেছে। আমাকেও করেছে বেশ কিছুদিন। কখনও কখনও মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় এক নম্বরে এবং বঙ্গবন্ধু দুই নম্বরে এলে আমি ক্ষুব্ধ হব না। কিন্তু পরে মনে হলো; না, বঙ্গবন্ধুই সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকার এক নম্বর স্থানটির জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে বাঙালিকুলে একজন অসাধারণ প্রতিভা ছিলেন। কিন্তু তিনি তো বাঙালিদের জন্য কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেননি। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তাঁর বিশাল অবদান, বাঙালি জাতির ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত ভাষাভিত্তিক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় দারুণ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারি ভূমিকার প্রতিবাদে তিনি 'নাইটহুড' ত্যাগ করেছিলেন ঠিক, তবে তিনি কোনদিন জেল খাটেননি; নিজে কোনদিন সেই অর্থে অত্যাচারিত-নির্যাতিতও হননি। যেমন হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঠিক পরের জন, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। যেমন হয়েছিলেন তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) ঠিক আগের জন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর সাফল্যে যদি গত ৫০ বছর ধরে চলমান এমন ডজন ডজন আন্দোলন, সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব আরও জ্বলজ্বল করে প্রখর সূর্যের মতোই। তুলনা করুন বঙ্গবন্ধুকে ইয়াসির আরাফাতের বিপরীতে। ৫৫ বছর ধরে ফিলিস্তিনীরা সংগ্রাম করে চলেছে। ইয়াসির আরাফাত এই সংগ্রামের নেতৃত্বে আছেন গত ৪০ বছর ধরে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফিলিস্তিনীদের এত এত চরম আত্মত্যাগ, ইয়াসির আরাফাত এক বছর ধরে তাঁর অফিসেই অবরুদ্ধ, প্রতিদিন টেলিভিশনের পর্দায় ফিলিস্তিনীদের ওপর ইসরাইলিদের মর্মান্তিক অত্যাচার-নির্যাতনের কতসব ছবি, কতসব বর্ণনা। ইয়াসির আরাফাত 'থিওরেটিক্যালি' একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট; বাংলাদেশ তাকে স্বীকৃতিও দিয়েছে প্রেসিডেন্ট হিসেবে; ফিলিস্তিন রাষ্ট্রটির একজন রাষ্ট্রদূতও আছেন বাংলাদেশে।

বাংলাদেশে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রদূত সাহ্‌তা জারাব বাংলাদেশের কূটনৈতিক কোরের ডিনও। কিন্তু ফিলিস্তিন কতটুকু স্বাধীন বা সার্বভৌম? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদে ইসরাইল প্রতিদিনই সন্ত্রাস করে চলেছে ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে। ইসরাইলের 'টেররিস্ট' প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়েল শ্যারন হুমকি দেয়, প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতকেও হত্যা করতে পারে! এমন ঔদ্ধত্য ইসরাইলিদের।

দুনিয়ার অনেক অনেক জায়গায়, ইউরোপের রাশিয়ায়, স্পেনে, আফ্রিকায়, ফিলিপিন্সে, ইন্দোনেশিয়ায়, ভারতে আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও যুদ্ধ চলছে। এইসব দেশের কেন্দ্রীয় সরকারগুলো এইসব সংগ্রাম, যুদ্ধকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে বর্ণনা করছে। সরকারগুলো শক্তি প্রয়োগ করে এবং কখনও কখনও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দমাতে বা শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করতেও চেষ্টা করে যাচ্ছে।

স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এসব আন্দোলন ও সংগ্রামের বিপরীতে ফিলিস্তনীদের সংগ্রামটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আলাদা এবং স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় দুনিয়ার সকল মানুষ, সকল দেশ একমত। এমনকি ইসরাইল এবং আমেরিকাও।

কিন্তু তারপরও তো এত বছরের লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। এখানেই বঙ্গবন্ধুর সাফল্য। এজন্যই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিদের এক নম্বরে। ফিলিস্তিনীদের তুলনায় তিনি অনেক কিছু অনুকূলে পাননি, আবার অনেক কিছু পেয়েছেনও। সার্বিক বিবেচনায় বঙ্গবন্ধুই সফল। তাই তাঁর এমন স্বীকৃতি। চার নম্বরে যে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এসেছেন, তাও অতি যথার্থ একটি মনোনয়ন বলে মনে করি। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি বাংলার ক্ষমতায় গিয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের জন্য যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই নির্বাচনে শেরে বাংলার দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। আর তিনি হলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তাঁর আগে কোন খাঁটি প্রকৃত বাঙালি বঙ্গদেশ বা বাংলা নামক দেশে বা প্রদেশে ক্ষমতায় ছিলেন না; ক্ষমতায় যেতে পারেননি। সিরাজউদ্দৌলা প্রকৃত অর্থে খাঁটি বাঙালি ছিলেন না। সেনরা বাঙালি ছিলেন না, পালরা বাংলা নামক এত বড় অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন না। বারো ভূঁইয়ারা ছোট বড় অনেক জায়গায় রাজা বাদশা হয়ত ছিলেন। কিন্তু শেরে বাংলা আমাদের বর্তমান বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিম বাংলা নিয়ে গঠিত যে বঙ্গ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন, তেমনটি তার আগে আর কেউ ছিলেন না।

শেরেবাংলা প্রধানমন্ত্রী হলেন বটে; তবে তা তো কোন স্বাধীন সার্বভৌম দেশ ছিল না। বরিশালের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ ব্যবস্থা উত্তম কিছু নয়। সোয়া শ', দেড় শ' বছর আগে এই বরিশালের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন ছিল, তা আমরা এখন শুধু অনুমানই করতে পারি। এই বরিশালের এক প্রত্যন্ত গ্রাম চাখার, যেখানে শেরে বাংলা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারপর বরিশাল ও কলকাতায় বড় হয়েছেন, লেখাপড়া শিখেছেন। পরে কলকাতা, ঢাকায় কর্মজীবন কাটিয়েছেন। সুতরাং বাংলার খাঁটি মাটিতে জন্মগ্রহণকারী শেরে বাংলা সীমিত আকারে হলেও প্রথম

বাঙালি হিসেবে শাসনকর্তা ছিলেন। আর বরিশালের পাশের এক জেলা, তখন ফরিদপুরের আর এক প্রত্যন্ত গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায়, বাংলার খাঁটি মাটিতে জন্মগ্রহণকারী আর একজন, শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠা করলেন স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

তিন.

মারে সেইল (MURRAY SAYLE) নামের এক সাংবাদিকের নাম গত ১৫ এপ্রিল, ২ বৈশাখ থেকে মনে পড়ছে বেশি বেশি করে; জামায়াতী, জাতীয়তাবাদী আর এনায়েতউল্লাহ খানদের বিলাপ, মাতম দেখে। একাত্তরে লন্ডনের 'সানডে টাইমস'-এর সাংবাদিক ছিলেন এই মারে সেইল। সানডে টাইমস দুনিয়ার পাঁচ-সাতটি প্রভাবশালী পত্রিকার একটি। এটিকে দৈনিক টাইমসের রবিবাসরীয় লন্ডন সংস্করণ বলা যেতে পারে। তবে দুই পত্রিকা চালাত দুই আলাদা কোম্পানি। তাদের আলাদা সম্পাদক, আলাদা অফিস, আলাদা সাংবাদিকগোষ্ঠী ছিল। দুই কোম্পানির মালিক কিন্তু এখন একই লোক, লর্ড টমসন। এখন অবশ্য রুপার্ট মারডক। রবিবার দিন লন্ডন টাইমস বন্ধ থাকে। সেদিন প্রকাশিত হয় সানডে টাইমস। সানডে টাইমসের সম্পাদক হ্যারল্ড ইভানস পরে পদোন্নতি পেয়ে লন্ডন টাইমসের সম্পাদক হয়েছিলেন।

এই সানডে টাইমসেই ১৯৭১-এর ১৩ জুন রবিবার প্রকাশিত হয়েছিল এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসের সেই দুনিয়া আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রতিবেদন জেনোসাইড (Genocide) শিরোনামে। প্রায় দশ হাজার শব্দ ছিল এই প্রতিবেদনে; ব্রডশীট এই পত্রিকাটির পুরো তিন পৃষ্ঠায়। বাংলাদেশে গণহত্যার ভয়াবহ বর্ণনার এই প্রতিবেদনটিই পড়ে 'দ্য রেপ অব বাংলাদেশ' নামে বই আকারে বের করেছিলেন ম্যাসকারেনহাস।

এই সানডে টাইমসের আর এক সাংবাদিক মারে সেইলের দু'টি প্রতিবেদনের কথা কোনদিন ভুলতে পারব না। প্রথমটি একাত্তরের পহেলা আগস্ট তারিখের শিরোনাম ছিল 'The Plot against Yahya Khan'. দ্বিতীয়টি ছিল ১৯৭১-এর ডিসেম্বরের শেষদিকের; শিরোনাম মনে নেই। তবে তার বর্ণিত 'স্টোরি'টি মনে আছে। বাঙালির আতিথেয়তার ওপর সেই স্টোরিটিই প্রথমে বলি।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ 'কাভার' করতে মারে সেইল কলকাতা এসেছিলেন একাত্তরের শেষদিকে। যুদ্ধ শেষে শরণার্থীরা নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যাচ্ছে পরিবার-পরিজন নিয়ে। মারে সেইলও তখন একদিন এমন একটি পরিবারের সঙ্গী হলেন। বউ-বাচ্চাদের নিয়ে প্রৌঢ় গৃহকর্তা খুলনা বা যশোরের ভিতরের দিকে তার বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, তার বাড়িঘরের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। পাকিস্তানী হানাদার এবং রাজাকাররা সব পুড়িয়ে ছাই করে রেখে গেছে। মারে সেইল বলছেন, তার প্রতিবেদনে বাড়িঘরের সাইজ, গাছপালা এবং আশপাশের জমিজিরাত দেখে মনেহলো সচ্ছল অবস্থাপন্ন কৃষক ছিলেন এই শরণার্থী দেশত্যাগের আগে।

শরণার্থী গৃহস্বামী তার বাড়িতে পৌঁছলেন, কিন্তু তার তখন প্রথম বিবেচনা হচ্ছে অতিথি আপ্যায়ন। অতিথি মানে মারে সেইল। তার বাড়িঘরের অবস্থা প্রথম

কিছুক্ষণ তাকে বিচলিত করে রেখেছিল। কিন্তু তারপরও তার প্রথম মনে পড়ল তার সঙ্গে একজন মেহমান তো আছেন। তাকে তো খালি মুখে রাখা যায় না, তাকে তো খালি মুখে ফেরত যেতেও দেয়া যায় না। কিন্তু চাল নেই, চুলো নেই, অতিথি আপ্যায়ন করবেনটাই বা কি দিয়ে? বিচলিত গৃহকর্তাকে তার পেরেশানি থেকে মুক্তি দিলেন তার স্ত্রী। বললেন, গাছে তো ডাব আছে দেখছি। সেগুলো পাড়লে তো মেহমানকে খাঁটি বিশুদ্ধ জিনিস খাওয়ানো যায়।

তাই হলো। কিশোর ছেলেকে নারকেল গাছে উঠিয়ে ডাব পাড়া হলো আর তাই দিয়ে অতিথিনারায়ণকে মুগ্ধ অভিভূত করলেন এই বিধ্বস্ত বাঙালি পরিবারটি সেদিন।

চার.

মারে সেইলের 'The Plot against Yahya Khan' রিপোর্টটি নিচে উদ্ধৃত অংশটি টুকে রেখেছিলাম একাত্তরে আমার একটি ডায়েরিতে। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেলাম। জোট সরকারের বিরুদ্ধে এত সব দেশী-বিদেশী শক্তি একটির পর একটি এতসব ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে, জোট সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের হুমকি ধামকি, হালুম হুলুম, বিলাপ মাতমের ব্যাকগ্রাউন্ডে ইয়াহিয়া খান সম্পর্কে মারে সেইল যা বলেছিলেন, ৩৩ বছর পর তা খালেদা জিয়ার জন্য খুব যথেষ্ট মনে হয়।

"Everyone is plotting against Pakistan, the Indians are plotting with the British, the BBC is plottig with the Zionists, the Russians are plotting with Israel. Only China is standing loyally alongside Pakistan to defended Islam."

[বাংলা তর্জমা ঃ প্রত্যেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, ভারতীয়রা ষড়যন্ত্র করছে ব্রিটিশদের সঙ্গে, বিবিসি করছে ইহুদীদের সঙ্গে, রুশরা করছে ইসরাইলের সঙ্গে। তবে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে খাড়া আছে শুধু চীন।]

উপরের উদ্ধৃত এই অংশটুকুতে যেসব জায়গায় 'ইন্ডিয়া', 'ব্রিটিশ', 'জায়োনিটস্', 'রাশিয়ান' এবং 'ইসরাইল' শব্দ পাঁচটি আছে সেইসব জায়গায় 'ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ', 'ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল', 'ইকোনমিস্ট', 'ইউরোপীয় পার্লামেন্ট', 'সিপিজে', 'টাইম' ম্যাগাজিন এই পাঁচটির যে কোন একটি বসিয়ে দিন। বিবিসির জায়গায় বিবিসি থাকতে পারে। ইয়াহিয়া খান, ইসলাম এবং পাকিস্তানের জায়গায় বসাতে পারেন খালেদা জিয়া ও জোট সরকার। 'চায়না' শব্দটির জায়গায় বসাতে পারেন 'এনায়েতউল্লাহ খান'। বসাতে পারেন তার 'সউলমেট' ইনকিলাবের বাহাউদ্দিনের নামও। অদলবদল করে পারমুটেশন কম্বিনেশনের মাধ্যমে এই উদ্ধৃতিটির অনেক ভার্সনও জানানো যায়।

এনায়েতউল্লাহ খান নামে দু'জন আছেন আমাদের দেশে। দু'জনই সাংবাদিক, সম্পাদক। তবে বঙ্গবন্ধু বিদ্বেষী, আওয়ামী লীগ বিরোধী, ভারত বিদ্বেষীজন হলেন সাপ্তাহিক 'হলিডে' এবং দৈনিক 'নিউ এজ' পত্রিকার সম্পাদক। এই এনায়েতউল্লাহ খানের এক বোন সেলিমা রহমান বর্তমানে নিজামী-খালেদা জিয়া জোট সরকারের সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে এনায়েতউল্লাহ খান দুই মাস

আগে একুশে পদক পেয়েছেন। পদক বিতরণ করেছেন খালেদা জিয়া ওসমানী মিলনায়তনে।

গত রবিবার প্রধানমন্ত্রীর মধ্যাহ্নভোজের দাওয়াতে ছিলেন তিনি। পরদিন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সরকার পরিবেশিত ছবিগুলোতে এনায়েতউল্লাহ খান এবং শফিক রেহমানকে প্রধানমন্ত্রীর ঠিক বামপাশে উপবিষ্ট দেখলাম। দৃষ্টিনন্দন ছবি বটে! অন্য এনায়েতউল্লাহ খান হলেন বার্তা সংস্থা ইউএনবি ও ইংরেজি সাপ্তাহিক ঢাকা কুরিয়ারের সম্পাদক। তার শ্বশুর ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জামিল, বঙ্গবন্ধুর শেষ দিনগুলোতে তাঁর মিলিটারি সেক্রেটারি। এই একজন মানুষ, ব্রিগেডিয়ার জামিল— বঙ্গবন্ধুর ওপর হামলা হয়েছে শুনে তাঁকে রক্ষা করার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে সোবহানবাগ মসজিদের কাছে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর ঘাতকরা সেই ১৫ আগস্ট সকালে। এই এনায়েতউল্লাহ খানের মিল-অমিলগুলো তাহলে কিছুটা বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে।

প্রচণ্ড মিল আরও এক জায়গায় আছে দু'জনের মধ্যে। দু'জনেরই শাশুড়ি আমাদের আগের জাতীয় সংসদে মহিলা আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনীত সদস্য ছিলেন। হলিডের সম্পাদক এবং বঙ্গবন্ধু বিদ্বেষী এনায়েতউল্লাহ খানের তৃতীয় পক্ষের শ্বশুর ছিলেন বোস প্রফেসর আবদুল মতিন চৌধুরী। তাঁর স্ত্রী রাজিয়া মতিন চৌধুরী। আমাদের অনেকের রাজিয়া আপা। আর এই এনায়েতউল্লাহ খানের মামা শ্বশুর আবদুল মতিন প্রায় ৫০ বছর ধরে লন্ডন প্রবাসী। ৪০ বছর আগে তখন পাকিস্তান অবজারভারের সাংবাদিক হিসেবে লন্ডন যান মতিন ভাই। বঙ্গবন্ধু এবং শেখ হাসিনার ওপর অন্তত ১০টি বই লিখেছেন। প্রতিটি বই অতি উচ্চমানের গবেষণাসমৃদ্ধ। আমার লেখাগুলোর জন্য তার বইগুলো বিশেষভাবে সহায়ক। তার একটি বই 'স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি' আমার লেখার টেবিলের ড্রয়ারেই থাকে। এই লেখাটি লিখতেও তার এই বইটির সাহায্য নিয়েছি।

পাঁচ.

এহেন এনায়েতউল্লাহ খান বঙ্গবন্ধুকে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' ঘোষণায় দারুণ 'বেজার' হয়েছেন। তার বিদ্বেষ তিনি প্রকাশ করেছেন ১৫ এপ্রিল চ্যানেল আইতে অপরাহ্ন ১-৪০ থেকে প্রচারিত এক ঘণ্টার অনুষ্ঠানে। সেদিন ছিল ২ বৈশাখ বৃহস্পতিবার। পরদিন শুক্রবার তিনি তার বিদ্বেষ আবার প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক হলিডেতে। এইদিন হলিডের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তার স্বনামে মধ্যযুগীয় ইংরেজিতে লেখা সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল— 'The Greatest Bengali: BBC has a problem on hand' Greatest Bengali শব্দ দু'টি ছিল বাকা হরফে লেখা, অধিক গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। কিন্তু ৪০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই সম্পাদক আরও একটি বড় 'ফাউল' করে ফেলেছেন। ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার দিন সকল পত্রিকা অফিস বন্ধ ছিল একমাত্র জনকণ্ঠ এবং আজকের কাগজ বাদে। শুক্রবার দিন চৌদ্দ পনেরোটি দৈনিক পত্রিকা দেখলাম, প্রত্যেকটি পত্রিকাতেই বুধবার বিবিসি বাংলায় ভোরের অনুষ্ঠানে ঘোষিত বঙ্গবন্ধুকে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' ঘোষণা করার খবর

আছে। আছে মৌলবাদী ইনকিলাবে এবং বিএনপি দলীয় পত্রিকা দিনকালেও' দু'টি করে।

কিন্তু হায় ঈশ্বর! এনায়েতউল্লাহ খানের ২৪ পৃষ্ঠার দৈনিক নিউএজ-এ একটি বর্ণও নেই!!! অন্তত দশবার খুঁজে দেখেছি- তন্ন তন্ন করে। না, নেই। একটি বর্ণও নেই। আবারও বলি, এই বান্দা চ্যানেল আইতে নানাভাবে কসরত করেছেন। বিবিসির ঘোষণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পুরো এক ঘণ্টা নানাভাবে কসরত করেছেন, পরদিনের হলিডের জন্য সম্পাদকীয়ও লিখেছেন। কিন্তু নিউএজের ২৪ পৃষ্ঠার কোথাও একটি লাইনও থাকল না কেন?

সৎ সাংবাদিকতার পক্ষে তিনি আবার নিয়মিত ওয়াজও করেন!! এমন ব্যক্তিত্বকে ডাকে চ্যানেল আই বঙ্গবন্ধুর ওপর আলোচনা অনুষ্ঠান উপস্থাপন করতে!! এনায়েতউল্লাহ খানের উপস্থাপনায় চ্যানেল আইতে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে এবং এই অনুষ্ঠানে বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রধান সাবির মুস্তাফাকে প্রশ্ন করা হবে, চ্যানেল আইতে এই ঘোষণাটি প্রচারিত হওয়ার পর এক ভদ্রমহিলা সেই বৃহস্পতিবার সকালেই আমাকে টেলিফোন করে তার ক্ষোভ প্রকাশ করে আমাকে অনুষ্ঠানটি দেখতে অনুরোধ করেন। ভদ্রমহিলা আমার প্রিয় ভাবীদের মধ্যে একজন। তার স্বামী জাতীয়ভাবে পরিচিত একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক। তবে ভাবী শুধুই একজন গৃহিণী। ভাবীর অনুমতি নেই বলে তাদের কারও নাম উল্লেখ করতে পারলাম না। এনায়েতউল্লাহ খানের মতো এমন বঙ্গবন্ধু বিদ্বেষীকে অনুষ্ঠানের উপস্থাপক করাতে সেই ভদ্রমহিলা যে চ্যানেল আইয়ের মতলব সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তা তো নয়, জনকণ্ঠসহ আরও কয়েকটি দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকায়ও প্রশ্নটি যথার্থ বলে তোলা হয়েছে। চ্যানেল আই আরও একটি গুরুতর অপরাধ করেছে। তাদের আলোচনার বিষয় ছিল 'সম্প্রতি বিবিসি জরিপে সেরা বাঙালি'। বস্তুনিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষভাবে বললে তা হতো 'সম্প্রতি বিবিসি জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি'। 'সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' আর 'সেরা বাঙালি' কি এক হলো?

'চ্যানেল আই' কেন এমন করছে তার সব যে রহস্যময়, তা তো নয়। চ্যানেল আইয়ের শাইখ সিরাজ এবং ফরিদুর রেজা সাগরদের শুধু একটিই প্রশ্ন করি। চ্যানেল আইয়ের কল্যাণে এই যে এত বিশিষ্ট হলেন, প্রধানমন্ত্রীর মধ্যাহ্নভোজে খাবার পাচ্ছেন আমরা সিনেমা আর টিভি তারকাদের মতো আপনাদের চেহারাসুরতও টিভির পর্দায় দেখছি; তা কি সম্ভব হতো বাংলাদশে নামক দেশটির জন্ম না হলে?

'যায় যায় দিনের' শফিক রেহমানকে ধন্যবাদ জানাই। গত মঙ্গলবার ২০ এপ্রিলের যায় যায় দিনের (চলতি সংখ্যার) প্রথম পৃষ্ঠাতেই বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ঘোষণার ওপর শেখ হাসিনা ছাড়া আরও ছয়জনের মন্তব্য দিয়েছেন শফিক রেহমান ঃ রাশেদ খান মেনন, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, গোলাম আযম, মেজর জেনারেল মুহম্মদ ইব্রাহিম, চলচ্চিত্র অভিনেতা রাজ্জাক এবং প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। তিন ব্যাকগ্রাউন্ডের তিনজনের মন্তব্যই নিচে তুলে দিচ্ছি : 'শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। বিবিসির শ্রোতাদের

ভোটের ভিত্তিতে এ নির্বাচন হয়েছে। এতে কারোরই আপত্তি করার কিছু নেই।'— জামায়াতের সাবেক আমির গোলাম আযম।

'বাঙালি জাতির জন্য একটি আলাদা ভূখণ্ড, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা এবং নেতৃত্ব বিতর্কের ঊর্ধ্বে। শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত করিয়ে দেয়ার জন্য বিবিসিকে ধন্যবাদ জানাই।'— অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মুহম্মদ ইব্রাহিম বীর প্রতীক।

'বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু বলতে যাওয়ার জন্যও যোগ্যতার দরকার হয়। তিনি সবার ঊর্ধ্বে। তাঁকে শ্রেষ্ঠ করে বিবিসির শ্রোতারা সঠিক কাজটিই করেছেন।' — চলচ্চিত্র অভিনতো রাজ্জাক।

গোলাম আযমকে যেখানে বঙ্গবন্ধুর প্রতি নমনীয় দেখছি এনায়েতউল্লাহ খান কেন এমন উদ্ধত? তাঁর একটি কথা, কারও ওপর দেবত্ব আরোপের পক্ষে তিনি নন। ঠিক আছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে মানুষের মর্যাদা তো দেবেন? বঙ্গবন্ধুকে দিচ্ছেন না, তো বঙ্গবন্ধুকে উনিশ নম্বরে স্থানপ্রাপ্ত ব্যক্তির তুলনায় কোথায় রাখেন? উপরে না নিচে তা জানতে খুব আগ্রহী ছিলাম সেদিন টিভির অনুষ্ঠানে।

উনিশ নম্বর ব্যক্তি আপনাকে মন্ত্রীর মর্যাদায় উপদেষ্টা বানাল, আর তাকে এমন বন্দনা করেন? বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি রাষ্ট্র দিল!! এনায়েতউল্লাহ খানদের এতসব চরিত্র হনন, অপপ্রচার, ইতিহাস বিকৃতি সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু ঠিকই উঠে এসেছেন। বরং এনায়েতউল্লাহ খানের চেহারাটাই আরও বেশি উন্মোচিত হলো এইবার।

বিবিসিকে আক্রমণ করেছেন এনায়েতউল্লাহ খান তার টেলিভিশন অনুষ্ঠানে এবং পরদিন তার 'হলিডে'র সম্পাদকীয়তে। আক্রমণ করেছে জামায়াতের 'সংগ্রাম', জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। কর্নেল আকবর হোসেনও বিবিসির সততার ওপর প্রশ্ন করেছেন। হায় ঈশ্বর! ডেনমার্ক থেকে ঘুষ খাওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত কর্নেল আকবরও সততা নিয়ে প্রশ্ন করেন! তাদের একটি 'কমন' কথা— বিবিসি ইরাক যুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। তাদের নিরপেক্ষতা নেই। তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নেই।

ঠিক কথা, বিবিসির একটি গুরুতর ভুল ধরা পড়ার পর সেজন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়। দ্রুত তদন্ত শেষ করে সেই তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশও করা হয়। ভুলের দায়দায়িত্ব স্বীকার করে বিবিসির চেয়ারম্যান এবং ডিরেক্টর জেনারেল পদত্যাগও করেন। এহেন বিবিসির বিপরীতে আমাদের বিটিভির বন্দনাকারীরা বিবিসির নিরপেক্ষতার সমালোচনা করছে!!!! হায় ঈশ্বর!

ছয়.

শফিক রেহমান যায় যায় দিন-এর চলতি সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বেশ কতগুলো মন্তব্য ছেপেছেন, আগেই যেমন উল্লেখ করেছি। কিন্তু তার এক সৃষ্টি মারুফ কামাল খান কি করছেন এখন তার একটু উল্লেখ করি।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শফিক রেহমান তার যায় যায় দিনের এক অপরিচিত সাংবাদিক এই মারুফ কামাল খানকে উপহার দেন খালেদা জিয়ার

দরবারে। খালেদা জিয়াও এই রত্নকে নিয়োগ দেন উপ-প্রেস সচিব হিসেবে। এই রত্ন একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়েও কখনও মারুফ কামাল খান, কখনও মাহতাব কায়সার এবং এক্স কাজিম আওরান ছদ্মনাম নিয়ে লেখা অব্যাহত রাখে যায় যায় দিন-এ। সবই আওয়ামী লীগ, শেখ হাসিনার বিদ্বেষে। তার প্রকৃত চেহারা এবং নাম 'এক্সপোজ' করে দেয়ার পর সে আবারও একটি ছদ্মনাম নিয়েছে যায় যায় দিন-এ লেখার জন্য।

শফিক রেহমানের এই 'অপূর্ব সৃষ্টি' মারুফ কামাল খান বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে ঘোষণার প্রতিবাদে নিজ নামে একটি আবর্জনা লিখেছে, ছাপা হয়েছে শুক্রবার ১৬ এপ্রিল দিনকাল ও ইনকিলাবে; একই শিরোনামে 'শেখ হাসিনার চেয়ে গোলাম আযম উত্তম'। দিনকালে এই রত্নের কোন পরিচয় দেয়া হয়নি। তবে ইনকিলাব পরিচয় দিতে গিয়ে আবর্জনার শেষে লিখেছে : লেখক বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব।

তবে অপূর্ব সৃষ্টি এই মারুফ কামাল খানের এই শিরোনামটি কি এমন হতে পারত না— 'খালেদা জিয়ার চেয়ে শেখ হাসিনা উত্তম?'

এককালের প্রতিভাবান মানুষ শফিক রেহমান কি সব জিনিস যে সৃষ্টি করলেন, ভাবতেই কষ্ট পাই। বঙ্গবন্ধুকে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' ঘোষণায় গাফফার ভাই, মানে লন্ডন প্রবাসী আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী এক তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় গত বৃহস্পতিবার জনকণ্ঠের প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি'কে আমি দেখেছি।

আমিও একটু গর্ব করেই বলতে পারি— সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকে আমিও দেখেছিলাম। ১৯৭২-এর ৮ জানুয়ারি ভোরে হিথরো বিমানবন্দরে তাঁর বুকে মাথা রেখে যখন আমি কাঁদছি, তখন তিনি আমার চুলের ভিতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে আদর করতে করতে বলেছিলেন, 'ভয় নেই, আমি এসে গেছি।'

জনকণ্ঠ, শুক্রবার ১০ বৈশাখ ১৪১১, ২৩ এপ্রিল ২০০৪

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

আরশাদ-উজ জামান

পহেলা বৈশাখ ১৪১১, বিসিসি একটি জরিপে ঘোষণা করেছে যে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি জাতি হিসেবে এটি আমাদের পরম গৌরবের দিন। লক্ষণীয় বিষয়টি হলো যে, পৃথিবীজুড়ে বাঙালিদের মধ্যে জরিপের ফল হলো এটি। বিশজন বাঙালিকে মনোনীত করা হয় এই জরিপের ভিত্তিতে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মনোনীত হন শীর্ষস্থানে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও ছাড়িয়ে।

বিশ্বজুড়ে বাঙালিরা যে বঙ্গবন্ধুকে মনোনীত করেন তার অবশ্যই সবচেয়ে বড় কারণ হলো, তিনি শুধু বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের একজন স্বপ্নদ্রষ্টাই ছিলেন না, তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি জাতির হাজারো বছরের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়। তাই তিনি

বাঙালি জাতির রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। এই বিশাল কর্মকাণ্ডে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁর একমাত্র অংশীদার তাঁর বাঙালি জাতি, যার ওপর তাঁর আস্থা ছিল অপরিসীম এবং যাকে তিনি তাঁর বিশাল হৃদয় দিয়ে ভাল বেসেছিলেন। বিবিসি বাঙালি জাতির জন্য একটি অত্যন্ত মহৎ কাজ করেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারবর্গ এবং পরবর্তীকালে তাঁর নিকটতম নেতৃবৃন্দকে নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ডের পর আজ পর্যন্ত বাঙালি জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত রাখা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে যে একটি ষড়যন্ত্র দানা বাঁধতে শুরু করেছে সেটি বঙ্গবন্ধু আগেই টের পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা লন্ডন এয়ারপোর্টে তাঁর আমেরিকা থেকে ফেরার পথে। আমি তখন আলজিয়ার্সে রাষ্ট্রদূত। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বুমেদিয়েন বাংলাদেশকে বন্যা মোকাবেলা করার জন্য আমার কাছে ১০ লাখ ডলারের একটি চেক দেন। আমি সেই চেক হস্তান্তর করার জন্য বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে লন্ডনে সাক্ষাত করি। বঙ্গবন্ধু আমাকে নিভৃতে বুমেদিয়েন সাহেবের খবর জিজ্ঞাসা করেন। আমি তাঁকে বলি যে, আমেরিকানরা তাঁর ওপর খুব খাপ্পা, কারণ তিনি জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে আফ্রিকা থেকে আমেরিকার প্রিয় রাষ্ট্র ইসরাইলকে বের করে দিচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন, 'বুমেদিয়েনকে বলিস, ওরা আমার পিছনেও লেগেছে।' কিছুকাল আগে আমেরিকান সরকারের প্রকাশিত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তারা জড়িত ছিল। আমার মনে পড়ে, আশির দশকে আমি বাংলাদেশের বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনার উপদেষ্টা ছিলাম। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ছিলেন হাওয়ার্ড শেফার। তিনি প্রতিবছর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ভবনে আসতেন এবং শেখ হাসিনাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করতেন যে, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার সরকার জড়িত ছিল না। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করার প্রয়াস হয়েছে। ১৫ আগস্টের পরই একটি নিষ্ফল প্রচেষ্টা হয় বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার। অতএব, এই ষড়যন্ত্রের মূল হোতাদের মধ্যে যে পাকিস্তান আছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিছু বিপথগামী বাংলাদেশের সেনা সদস্যের কাঁধে বন্দুক চড়িয়ে যে পিছন থেকে পাকিস্তান ট্রিগার টিপেছে সেটিও প্রমাণিত। আরও পরিতাপের বিষয় হলো যে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার নীতিতে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। ইতিহাস বিকৃতি একটি রাষ্ট্রীয় নীতির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। অথচ সত্যটি হলো, যতদিন বাংলাদেশ আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশে রাজনীতি করা যে আত্মহত্যার শামিল সেটি বিএনপির নেতৃবৃন্দ এখনও বুঝে উঠতে পারেনি?

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ২৩ বছরের সংগ্রামের প্রতিটি ধাপের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু যে নেতৃত্বে ছিলেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সেই দুই দশকের ঘটনাবলী যদি পর্যালোচনা করা হয় তবে প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তানি শাসকদের সামনে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠায় একমাত্র আপোসহীন নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বারংবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। প্রতিবারই আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে এসেছেন। চরম শক্তি পরীক্ষা হয় ১৯৬৯ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র

মামলার মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধু বীরদর্পে জেল থেকে বেরিয়ে আসেন তাঁর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়িতে জনসমুদ্রের মাঝখানে। ১৯৭০-এর নির্বাচন সেই বছরের জলোচ্ছ্বাসকেও ছাড়িয়ে যায়। ১৬৯ সিটের মধ্যে তিনি জিতেন ১৬৭টি সিটে। আমি যখন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে যাই তিনি স্বীকার করেন, তিনিও এতটা আশা করেননি।

বাঙালি জাতি যখন ১৯৭১-এ প্রবেশ করল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। জাতি তাঁর নেতৃত্বে সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ। বাঙালি এভাবে কখনও ঐক্যবদ্ধ হয়নি।

১৯৭১-এর ৭ মার্চ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ। এই ভাষণই সত্যিকারের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা। বঙ্গবন্ধু ধাপে ধাপে তাঁর জাতিকে প্রস্তুত করেছেন মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। তিনি বললেন, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।' তিনি আরও বললেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ৭ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু তাঁর মিশন সম্পন্ন করেন, জাতিকে নির্দেশ দেন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার। তিনি বলে গেলেন, সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে— 'আমি যদি তোমাদের মাঝে নাও থাকতে পারি।' স্বাধীনতার ৩০ বছর পরও জাতি যদি আজ গন্তব্যস্থল খুঁজে না পায় তার মূলে রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অস্বীকার করার নীতি। আমাদের সংবিধান স্বীকার করে যে, বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা। ঠিক যেমন মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় জাতির পিতা। তাই ওই বিরাট দেশটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।

বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য স্মৃতিস্তম্ভ (Mausoleum) ঢাকার বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। সবচেয়ে উত্তম জায়গা হবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সেই জায়গাটি, যেখান থেকে গর্জে উঠেছিল তাঁর বজ্রকণ্ঠ ৭ মার্চ ১৯৭১-এ। তুরস্কের বিশাল নেতা মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক তাঁর প্রায় ধ্বংসপ্রায় জাতিকে জাগিয়ে ১৯২২ সালে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ীর বেশে আঙ্কারায় নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর কৃতজ্ঞ জাতি আঙ্কারার সর্বোচ্চ পাহাড়ে আতাতুর্কের জন্য একটি অপূর্ব (Mausoleum) স্থাপন করেছে। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে জর্জ ওয়াশিংটনের জন্য অতি মনোরম একটি (Mausoleum) স্থাপন করেছে।

এটি দলীয় ব্যাপার নয়। জাতীয় সিদ্ধান্ত এবং জাতির ভিতর থেকেই আসতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় দিকটি ছিল তিনি সংগ্রামের মাধ্যমে হয়ে উঠেছিলেন জাতির প্রতীক। তাঁকে বাহক হিসেবে আওয়ামী লীগকে ব্যবহার করতে হয়েছে। তবে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষণ— ৭ মার্চের ভাষণ। সেটি দেয়া হয়েছিল গোটা জাতির উদ্দেশে।

বিএনপির ওপর বিরাট একটা দায়িত্ব বর্তেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের Mausoleum-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে হবে সারা জাতির প্রতিনিধিদের দ্বারা। তখন প্রকৃত অর্থেই আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যথার্থ সম্মান দেখাব। জাতি আর কতকাল অকৃতজ্ঞতার ভার বহন করবে? ১৯৭৬ সালের ১৬

আগস্ট প্যারিসের বিখ্যাত খবরের কাগজ লা মঁদে (Le Monde) তার প্রথম পাতায় রবার্ট এসকারপি নামের এক লেখকের ছোট, একটি মন্তব্য ছাপায়। লেখক বলেন, 'বড় নেতা সে-ই, যে সময়ের সাথে সাথে আরও বড় হতে থাকে। তাঁকে খুন করে সমাজ থেকে নির্বাসিত করা যায় না। সে বারংবার ফিরে আসে। সদ্য প্রয়াত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই মাপের নেতা।'

জনকণ্ঠ, শনিবার ১১ বৈশাখ ১৪১১, ২৪ এপ্রিল ২০০৪
সম্পাদক সমীপে
(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)
বাঙালি জাতির গর্ব ২০ শ্রেষ্ঠ বাঙালি
বাঙালি এবং স্বাধীন জাতি

বাংলা শব্দটি পৃথিবীতে দু'ভাবে পরিচিতি পেয়েছে। এক বাংলা সাহিত্য হিসেবে, আর এক বাংলাদেশ হিসেবে। সন্দেহ নেই বাংলার এই বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভের শতভাগ দাবিদার বিশ্বকবি এবং বঙ্গবন্ধু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলি লিখে এবং তার জন্য নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্যদিকে বাংলা ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শেখ মুজিব বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পৃথিবীতে বাংলাকে এত উঁচু আসনে এ দু'জন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ পৌঁছাতে পারেননি। এই দু'জনের মধ্যেও ছিল তাই আত্মার সম্পর্ক। স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গী হিসেবে তাই 'আমার সোনার বাংলা' গানটি মনোনীত হওয়ায় এই সম্পর্কের পরিচয় মেলে। এই দু'জনকে তাই শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে মনোনীত করায় বিবিসির অগণিত শ্রোতাও নিজেদের শ্রেষ্ঠ নির্বাচক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই বলা যায়— আজি হতে শতবর্ষ পরে বাংলার যে ইতিহাস তৈরি হবে, তাতে শুধু এ দু'জনই থাকবে, একজন রবীন্দ্রনাথ আর একজন শেখ মুজিব।

তালিকায় রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় আর বঙ্গবন্ধু প্রথম। এটাই তো স্বাভাবিক। পরাধীন ভারতের অসচেতন বাঙালিদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সাত-কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করোনি।' আর পরাধীন পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত করে বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বাঙালিকে শুধু মানুষ নয়, স্বাধীন মানুষ হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করেছেন। তাই বাঙালিদের মধ্যেম বঙ্গবন্ধুই শ্রেষ্ঠ-তাহার উপরে নাই।

তালিকায় জিয়াউর রহমানের নাম এসেছে উনিশ নম্বরে। অনেকে তার এই অন্তর্ভুক্তি মেনে নিতে পারছেন না এ কারণে যে, জিয়া নিজেকে বাঙালি নয়, বাংলাদেশি হিসেবেই ভাবতেন। আরও বিতর্ক হচ্ছে গোলাম আযমের ২৪তম স্থান দখল নিয়ে। অনেকে বলছেন, শেখ হাসিনার তুলনায় গোলাম আযম শ্রেষ্ঠ বাঙালি হয় কিভাবে! এসব বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে জরিপ রিপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন কেউ কেউ। এটা নিছক রাজনৈতিক সংকীর্ণতা। মূল উদ্দেশ্য জরিপ

রিপোর্ট নয়, বঙ্গবন্ধুকে স্থানচ্যুত করার মনোবাসনা। জরিপে উত্তরদাতাদের পাঠানো শ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচন প্রক্রিয়ার দিকে তাকালে অনেক না বলা কথা ফুটে উঠবে। বিবিসি শ্রোতাদের নিকট হতে ৫ জনের নাম চেয়েছিল। এক নম্বরে যাঁর নাম থাকবে তিনি পাবেন পাঁচ মার্ক, দুই নম্বরে যাঁর নাম থাকবে তিনি পাবেন এক মার্ক। এভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির মার্ক যোগ করে সেরাদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিবিসির শ্রোতাদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের মানুষ আছে। তাদের পাঠানো তালিকাও তাই বিভিন্ন ধরনের হবে, এটাই স্বাভাবিক। আমার ধারণা, যাদের তালিকায় বঙ্গবন্ধু বা রবীন্দ্রনাথ আছেন, সে তালিকায় অবশ্যই গোলাম আযম ছিল না। আর বর্তমানে জিয়াউর রহমানের অনুসারীরা যেভাবে '৭১-এর জন্য গোলাম আযমদেরকে নিরপরাধ ভাবছেন, সেই আলোকে বলা যায় তাদের প্রস্তুতকৃত তালিকায় জিয়াউর রহমানের পাশে অবশ্যই গোলাম আযমকে অন্তর্ভুক্ত করে বিবিসির বাংলা বিভাগে পাঠিয়েছিল। উত্তরদাতাদের মতামত অনেকটা প্যানেল ভোটের মতো হয়েছিল। তালিকায় গোলাম আযমের ২৪ নম্বরে আসাকে আমি বাংলাদেশের উত্তরদাতাদের অপরাজনীতির একটা উল্লেখযোগ্য দিক হিসেবে বিবেচনা করব।

অধ্যাপক হাবিবুর রহমান
কাচিনীয়া বাজার, খানসামা, দিনাজপুর।

নেতাজী সুভাষ বসু ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ॥ নতুন প্রজন্মের অনুপ্রেরণার উৎস

বিবিসির সেরা বাঙালি জরিপের ফল সারা দেশে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। বিবিসির জরিপে প্রমাণিত হলো ইতিহাস কখনো হত্যা করা যায় না, বন্দী করে রাখা যায় না, একদিন না একদিন সত্যিকার ইতিহাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নেতাজী সুভাষ বসু থেকে শেখ মুজিব পর্যন্ত ইতিহাসের সূর্যকে কালো মেঘের আড়ালে ঢেকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু আর কতদিন। ইতিহাস ঠিকই সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। বেরিয়ে এসেছে নতুন আলো নিয়ে। ২০ জন শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ২০ জনের একজনও কেউ কারও থেকে কম নয়। কারও অবদান বেশি আর কারও অবদান কম। একেকজন একেক রকমের অবদান রেখেছেন। রবিঠাকুর, নজরুল, জগদীশ চন্দ্র বসু, অমর্ত্য সেন, রাজা রামমোহন রায়, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও নেতাজী সুভাষ বসু। বিচার বিবেচনায় সকলেই শ্রেষ্ঠ। আমাদের গর্ব, অহঙ্কার, ২০ জন শ্রেষ্ঠ বাঙালিকে আমি নত মস্তকে শ্রদ্ধা জানাই।

দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালি মহানায়কের নেতাজী সুভাষ বসু ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিপ্লবের প্রদীপ্ত সূর্য। সুভাষ বসু অসম্ভবের নায়ক। আর বঙ্গবন্ধু সম্ভাবনার নায়ক। সুভাষ বসু বলেছিলেন, ভিক্ষায় স্বাধীনতা আসে না। তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। আর 'বঙ্গবন্ধু' রবিঠাকুরের কবিতা স্মরণ করে বলেছিলেন কবিগুরু আমার বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে। নেতাজী ভারতবর্ষের

স্বাধীনতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার। নেতাজীর জন্যই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এসেছে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। তাই বঙ্গবন্ধু হলেন বাংলাদেশের জন্মদাতা। অতএব দুই নেতাকে ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই। দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী একের পর এক ইতিহাসের পর ইতিহাস রচনা করে গেছে। স্বাধীনতার জন্য তাঁদের অবদান অসীম। তাঁদের সংগ্রামী জীবনাদর্শ নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেমের শিক্ষা দেয়। ভাবীকালের ছেলেমেয়ের জন্য সত্যিই সুভাষ বসু ও শেখ মুজিবের সংগ্রামী জীবনাদর্শ মুক্তির পথ দেখিয়েছে। স্বাধীনতার প্রশ্নে এই দুই নেতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ইতিহাস কালের সাক্ষী তাই ৫৯ বছর পর নেতাজীর নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হলো। আর স্বাধীনতার ৩৩ বছর পর বঙ্গবন্ধুর নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা হলো স্বর্ণাক্ষরে শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে। রবি, নজরুল, শেরেবাংলা, নেতাজী, বঙ্গবন্ধু কত বড়মাপের ব্যক্তি ছিলেন তা ইতিহাস সাক্ষী দিয়েছে। শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভকাল থেকে সর্বশেষ আত্মত্যাগ বিলুপ্তির বিস্ময়কর নাটকীয় কাহিনীর সমস্তটাই যেন অনবদ্য এক রূপকথার মতো চিত্তাকর্ষক। নেতাজী ও বঙ্গবন্ধুর জীবনী এক বিশাল পটভূমির ওপর চিত্রিত হয়েছে।

আশরাফ হায়দার
বড় মগবাজার, ঢাকা।

ইতিহাস কথা কয়

বিবিসির এক জনমত জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হয়েছেন বাঙালি জাতিসত্তার অভ্যুদয়ের মহানায়ক, বাঙালির জাতি রাষ্ট্রের জন্মদাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যে মহামানবের জন্ম না হলে বিশ্বের মানচিত্রে বাঙালি জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারত না, যে মানুষটি যৌবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন কারা অন্তরালে। পাকিস্তানের দীর্ঘ চব্বিশ বছরের ইতিহাসে বারোটি বছর তিনি জেল খেটেছেন। আঠারো বার হয়েছে কারারুদ্ধ। বহু মামলায় অনেকবার দাঁড়িয়েছেন ফাঁসির যূপকাষ্ঠে। কিন্তু প্রতিবারই মাথা উঁচু করে বলেছেন— 'বাংলা আমার মাতৃভাষা, বাংলা আমার দেশ, আমি বাঙালি।' আর তিনিই তো হবেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, সেটাই তো স্বাভাবিক। তবে অস্বাভাবিক হলেও সত্য যে, কিছু কুলাঙ্গার তাঁকে হত্যা করে ইতিহাস থেকে তাঁকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না। আর তাই তারা আজ ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

জনমত জরিপে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দ্বিতীয় স্থানে দেখানো হয়েছে। বিশ্বকবির প্রতি জনমতের তাতে যথার্থই প্রতিফলন ঘটেছে। কেননা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার প্রেরণার অন্যতম উৎস। তাঁর কবিতা আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। বিশ্ব দরবারে বাঙালির মাতৃভাষাকে তিনিই প্রথম পরিচিত করেছেন, প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। আমাদের জাতিসত্তার অভ্যুদয়ের ইতিহাসে

তাঁর গান, তাঁর কবিতা আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছে। বাঙালির হাসিকান্না, আনন্দ-বেদনায় রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে আছেন আষ্টেপৃষ্ঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক তাঁকে আমাদের জাতিসত্তা থেকে আলাদা করে নির্বাসিত করার অপচেষ্টা হয়েছে বার বার। তাঁর সঙ্গীত নিষিদ্ধ করা হয়েছে বার বার। অলিখিত এক বিধানে আমাদের জাতিসত্তা থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র আজও অব্যাহতভাবে চলছে। কিন্তু কোন ষড়যন্ত্র, কোন চক্রান্ত যে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রভাব ফেলতে পারেনি, তারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে বিবিসির সাম্প্রতিক জনমত জরিপে। একই সঙ্গে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বাঙালিকে জনমতের ভিত্তিতে মূল্যায়নের ফলে আমাদের অনর্থক, অহেতুক বিতর্কের অবসান ঘটলো। বাঙালি জাতি মুক্তি পেলো অনৈক্য আর বিভাজন থেকে। যে বিভাজন জাতির অস্তিত্বকে আজ ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যে বিভাজন আমাদের জাতিসত্তাকে আজ প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যে বিভাজন আমাদের ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্তার মহান স্বাধীনতার অর্জিত সাফল্যকে আজ ভূ-লুণ্ঠিত করেছে। বিশ্বের দরবারে বাঙালি জাতির মাথা হেঁট করে দিয়েছে। পরপর তিনবার দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কলঙ্ক তিলক জাতির ললাটে এঁকে দিয়েছে। হিংসা-বিদ্বেষ আর অনৈক্যে বিভাজিত হয়ে আজ পরস্পরের প্রতি আস্থাহীনতার সঙ্কটে নিপতিত হয়ে আমাদের জাতীয়তা, আমাদের স্বাধীনতাকে আজ বিপন্ন করে তুলেছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্র, বাংলাদেশ আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী জনপদ।

সন্ত্রাস, দুর্নীতি, কালো টাকা আর পেশীশক্তির দাপটে আমাদের সমাজ-সভ্যতা আজ যখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে, আমাদের গণতন্ত্র, আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের নিরাপত্তা যখন হুমকির মুখে, সমাজ সভ্যতা ও দেশ বাঁচাতে আজ যখন মানুষ গণজাগরণে উন্মুখ তখন কেবলমাত্র সময়ের সাহসী সন্তানরাই আজ হতে পারেন আমাদের সকল প্রেরণার উৎস, ইতিহাসের পথপ্রদর্শক। বিবিসির সাম্প্রতিক জনমত জরিপ আমাদের সে পথনির্দেশনাই প্রদান করেছে।

এডেভাকেট শেখ আখতার উল ইসলাম
সুপ্রীম কোর্ট বার ভবন, ঢাকা।

খুশির ভেলায় ভাসছে বাঙালি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে হতে যাচ্ছেন বিবিসির ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত শ্রোতাদের কাছ থেকে মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে? শ্রোতাদের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ বিশ জন বাঙলির নাম ঘোষণা করা হয়েছে শেষ থেকে প্রথমে। ২৬ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত এই বিশ দিনে বিশজন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম ক্রমানুসারে প্রত্যহ ঘোষণা করা হয়েছে বিবিসির বাংলা বিভাগ থেকে। গভীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে বিবিসির আয়োজিত ও পরিচালিত এ অনুষ্ঠানটি শুনেছি নিয়মিত। আর অপেক্ষা করেছি কে হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিদের মধ্যে প্রথম? শেষতক অপেক্ষার অবসান ঘটল এবং আনন্দের বন্যায় ভাসলাম যখন শুনলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম। না, বাঙালি শ্রোতারা ভুল করেনি তাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানকে নির্বাচন

করতে। বাঙালি ও বাঙালির সমার্থক শব্দের পরিচয়বাহী বঙ্গবন্ধুকে তাঁরা নির্ধারণ করেছে সঠিক এবং যথার্থভাবেই যথাস্থানে। বঙ্গবন্ধু ছাড়া কে-ই বা হতে পারতেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি! বিবিসির উদ্যোগ ও আয়োজনটি মহৎ এবং প্রশংসনীয়। তাঁদের সাধুবাদ জানাই এমন একটি বিষয় নির্ধারণ করার জন্য। বাংলা নববর্ষের ১ বৈশাখে ১ম স্থান অধিকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম ঘোষিত হওয়ায় গোটা বাঙালির মধ্যেই যেন এক সুখ ও প্রাণের প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে। খুশির ভেলায় ভাসছে বাঙালি, কেননা তাদের প্রিয় নেতা, প্রিয় মানুষ, প্রিয় ব্যক্তিত্ব শ্রেষ্ঠতম আসনেই আসীন থাকতে পেরেছে। বাঙালি জাতির অস্তিত্বে, ভালবাসায় মুজিব থাকবে অবিনশ্বর হয়ে এ সত্য নতুন করে প্রমাণ হয়ে গেল। অকৃতজ্ঞ, স্বার্থান্ধ, চরিত্রহীন, নৈতিকতাবিহীনরা যত অপচেষ্টাই করুক না কেন, সত্যের সঠিক অবস্থান থেকে মুজিবকে বাদ দেয়া, নির্বাসন দেয়া যাবে না। কেননা মুজিব বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোন বিশ্বাসঘাতক, কুচক্রি স্বৈরাচারও যে মুজিবের সমকক্ষ নয়, হতে পারে না তা শ্রোতাদের মতামতের ভিত্তিতে স্পষ্ট করেই প্রকাশ ও প্রমাণ হয়ে গেছে।

শ্রেষ্ঠ এই বিশ বাঙালির তালিকাটি সঠিক ও সঙ্গত হয়েছে তবে যদি বাঙালি জাতীয়তাবাদের নিকুচিকারী পাকিস্তানপন্থী নামটি এই তালিকায় স্থান না পেত তাহলেই বোধহয় ভাল হতো?

বাঙালি জাতির অহঙ্কার বহনকারী নামের তালিকায় যাঁদের স্থান নির্ধারিত হয়েছে সেখানে একটি নামই কেমন বেমানান! তবুও করুণা করেই হয়ত অবৈধ শাসকের নামটি পাঠিয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক বঙ্গবন্ধু, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু। তাই একজন বাঙালি হিসেবে একজন বাংলাভাষী হিসেবে গর্বে বুক ভরে উঠছে। তাই তো অন্নদা শংকরের কবিতার চরণ তুলে ধরি—

'যতকাল রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী
যমুনা বহমান,
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান॥'

শ্রোতাদের বিবেচনাবোধ যে প্রজ্ঞার প্রভাবদীপ্ত তা স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়েছে। বিবিসির মাধ্যমে ও সুযোগে শ্রোতাদের এই কাজটি ঐতিহাসিক। এ যেন এক ঐতিহাসিক দায়িত্বই পালন করল বিবিসি এবং শ্রোতারা। একটি জাতির জাতিসত্তা বিকাশে স্বাধীন রাষ্ট্রের ভূমিকা ও প্রয়োজন অপরিসীম। বঙ্গবন্ধু আপোসহীনভাবে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকে যে বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সফল হয়েছেন তার তুলনা ইতিহাসের খুব একটা বেশি নেই। তাঁর রাজনৈতিক সততা, চরিত্রের দৃঢ়তা, প্রজ্ঞা ও প্রত্যয়ের জন্যই স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবহমান ধারাকে বেগবান, সমৃদ্ধ ও সমুন্নত রাখতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর এই অবদানকে শ্রদ্ধায় সম্মানে এবং মর্যাদায় স্থান ও গ্রহণ করতে হবে এ শিক্ষাই আমরা পেলাম। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপিতা, জাতির পথপ্রদর্শক, সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনিই বাঙালির ঠিকানা ও পরিচয়। তিনি অমর, অজর, অক্ষয়।

দিদার হাসান
ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, তেজগাঁও, ঢাকা।

বিবিসির বাংলা বিভাগের শ্রোতাদের ধন্যবাদ

বিবিসি বাংলা বিভাগ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচনের জন্য শ্রোতাদের মতামত চেয়েছিল। জরিপে বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি তাদের মতামত বিবিসি বাংলা বিভাগে ব্যক্ত করেছেন। শ্রোতাদের জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পয়লা বৈশাখ নববর্ষের শুভদিনে বিবিসি বাংলা বিভাগ সেই মহান ব্যক্তির নাম ঘোষণা করেছে। তাই বিবিসি শ্রোতা জরিপে যারা অংশগ্রহণ করেছেন ও বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁরা তাদের মতামত ব্যক্ত করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত করেছেন, তাদের এবং বিবিসি বাংলা বিভাগের সকল কর্মকর্তাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

মো. আবুল কালাম, আলী আকবর, কামাল, শেখ খায়ের, মাইনদ্দিন পেদা, রাসেল শেখ
গোসাইরহাট, শরীয়তপুর।

মান্নান ভূঁইয়াকে বলছি

গত ১৫ এপ্রিল 'জনকণ্ঠের' শেষ পৃষ্ঠায় ছাপানো একটি খবর পড়ে আমি ভাবতে থাকি। শিরোনামটি এ ধরনের ছিল যে, ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ক্ষমতাসীন দলের অবসান না ঘটলে শেখ হাসিনার রাজনীতি ছেড়ে দেয়া উচিত। ঢাকার কোন এক জনসভায় বিএনপির মহাসচিব মান্নান ভূঁইয়া এ বক্তব্য রেখেছেন। আচ্ছা ধরা যাক, মান্নান ভূঁইয়ার কথাই রাখলেন শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা ৩০ এপ্রিলের পরে রাজনীতি ছেড়ে দিলেন। একটু ভাবা যাক, শেখ হাসিনা রাজনীতি ছেড়ে দিলেও রাজনীতি কি শেখ হাসিনাকে ছেড়ে দেবে? বালাদেশের রাজনীতি কখনই শেখ হাসিনাকে ছেড়ে দেবে না। কারণটা সহজবোধ্য। রাজনীতি করে মাটি ও মানুষের জন্য শেখ হাসিনার যতটুকু খোয়া গেছে, মান্নান ভূঁইয়াদের কি তার এক শ' কোটি ভাগের এক ভাগও উৎসর্গিত হয়েছে এ দেশের জন্য, বরং তাদের লাভের পাল্লাটাই হয়েছে সবচেয়ে ভারি। রাজনীতিতে শেখ হাসিনা উড়ে এস জুড়ে বসেননি। অথচ তাদের অবস্থানটা রাজনীতিতে (অর্থাৎ আবির্ভাব) কিভাবে তা কারও অজানা নয়। দেশের আপামর জনসাধারণকে উত্তরণের পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য আল্লাহতায়ালা তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কন্যা সম্বন্ধে এ উক্তি করার আগে মান্নান ভূঁইয়ার ঠোঁট কাঁপা উচিত ছিল। আজ যাঁকে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াতে বলছেন, তাঁর পিতার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণেই আজ বিশাল মন্ত্রিসভা নিয়ে পাজেরো গাড়ি, এসি বাড়িতে ঘুমাতে পারছেন অনেকে এ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে। পরিশেষে বলি, যাঁর নুন খান তাঁর গুণ নাইবা গাইলেন, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলার আগে ভেবে-চিন্তে কথা বলবেন আশা করি।

এম দেলোয়ার হোসেন
মনোহরদী, নরসিংদী।

সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
জয়তু বাঙালি, জয়তু শেখ মুজিব

বিবিসি বাংলা সার্ভিসের শ্রোতা জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির আসনটি পেয়েছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বাঙালির মণিকোঠায় অনেক আগেই স্থান করে নিয়েছেন বঙ্গবন্ধু, তবুও বিবিসির মতো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে জরিপ করে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেয়ার উদ্যোগ নেয়ায় বিবিসি কর্তৃপক্ষ ও সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলীকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশ্বব্যাপী বাঙালি বঙ্গবন্ধু মুজিবকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদার আসনে যেমন দেখতে চেয়েছেন, সেই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও দেশবাসী বঙ্গবন্ধুকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে— এটাই আজ দেশবাসীর প্রত্যাশা। আর এই প্রত্যাশার সঙ্গে আমাদের, তরুণ প্রজন্মের অহঙ্কার, বাঙালি হিসেবে, দেশবাসী হিসেবে, আমাদের জাতির জনক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। আর তিনি হলেন ইতিহাসের মহানায়ক, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জয়তু বাঙালি, জয়তু শেখ মুজিব।

আসাদউল্লাহ তুষার
কল্যাণপুর, ঢাকা।

ইতিহাস দেরিতে হলেও কথা কয়

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে বিবিসির প্রভাতী বাংলা অনুষ্ঠানে যখন ঘোষণা দেয়া হলো— 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।' এই কথাটুকু যখন উচ্চারিত হলো বাতাসে, নিমিষেই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের কোটি কোটি বাঙালি খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠে। অনেকের দু'চোখ ভরে অশ্রু ঝরতে দেখেছি। এই লেখাটি যখন লিখছি, অনেকবারই চোখ থেকে চশমা খুলতে হয়েছে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। নিজেকে কষ্ট করে সামলে নিতে হয়েছে। আজ আবার ইতিহাস সত্যকে স্বীকৃতি দিতে বিন্দুমাত্র কৃপণতা বা কুণ্ঠাবোধ করেনি। বহু পরে হলেও বাঙালি জাতি তাঁর মহান কীর্তি ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতি দিয়েছে। বাঙালি জাতির এর চেয়ে বেশি মূল্যবান সম্পদ কিইবা চাওয়া পাওয়ার আছে। বাঙালি জাতি আজ পৃথিবীর বুকে ধন্য। আমরা সবাই আজ আবার জাতির জনকের আত্মার কাছে চিরঋণী হয়ে থেকে গেলাম।

বাংলা নববর্ষের প্রথমদিন থেকে পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়া বেতার কেন্দ্রগুলো হতে যেভাবে লেখা ও প্রচার করা হয়েছে তা আরও বহুগুণে ফলাও করে দেখানো উচিত ছিল। তবে বিবিসির জরিপ কার্যে যাঁরা নিয়োজিত ছিলেন ও শ্রোতাবৃন্দ, আমাদের দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যেভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আমিও তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লেখাগুলো পড়তে হঠাৎ যে লেখাটি আমার চোখে পড়ল, তা দেখে নিজেকে সামলে নিতে কষ্ট হয়েছে। কারণ অধ্যাপক গোলাম আযমের লেখাটা পড়ে এত বেশি অভিভূত হয়েছি, একটু দেরিতে হলেও তার মূল্যবান কলমের এ সত্য কথাটি লিখতে তিনি একটুও কৃপণতা করেননি। তিনি বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা শুধু লেখেননি, তিনি লিখেছেন বঙ্গবন্ধুর বিশাল অবদানের কথা, তিনি লিখেছেন বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করতে কেউ পারে না। আরও বলেছেন, বিবিসির শ্রোতাদের ভোটের ভিত্তিতে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। এতে কারও আপত্তি বা দ্বিমতের কিছুই নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম কাতারের একজন বিরোধিতাকারী তিনি, জামায়াতের প্রধান, যিনি জামায়াতের ও তার অঙ্গ সংগঠনের জন্মদাতা তিনি যখন একটু দেরিতে হলেও সত্যকে স্বীকার করেছেন, তখন হয়ত তার অন্য শিষ্যরা ও ছেলেপেলেরা আর কালক্ষেপণ না করে দেশের ও জনগণের স্বার্থে তার এই কথাটুকুতে সাড়া দিয়ে ভবিষ্যতেও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির মহান নায়ক এবং বাঙালি জাতিকে যিনি গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্ত করেছেন তাঁর সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য না করেই ইতিহাসকে স্বীকার করে জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন বলে আমি মনে করি।

বাংলা নববর্ষে বিবিসির পক্ষ থেকে এ ধরনের একটি উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসার দাবিদার, তার জন্য তাদের কাছে সারা পৃথিবীর বাঙালি জাতি কৃতজ্ঞ। আজও বাংলা এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের অজপাড়াগাঁয়ের নতুন প্রজন্মের দামাল ছেলেদের মন থেকে শত চেষ্টা করেও মুছে ফেলতে পারেনি জাতির জনকের সেই বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' আজও বাংলার জনগণের মনে বেঁচে আছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শ।

এই জাতির মাতৃভূমির মানচিত্র যাঁর কারণে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পেয়েছিল এবং বাঙালি জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি লাভ করেছিল, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে আশা-আকাঙ্ক্ষায় যে স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য এই জাতি মুক্তির জন্য রক্ত দিয়েছিল, আজও আমরা তাঁর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন ঘটাতে পেরেছি কি? ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সেই কাল রাতে ঘাতকদের নির্মম নিষ্ঠুরতায় যদি জাতির জনকের প্রাণ দিতে না হতো, তাহলে এই জাতি তাদের সঠিক ইতিহাস খুঁজে পেত।

এটাই যা সবচেয়ে দুঃখবহ। তাই সেই ঘৃণ্য ঘাতকরা হয়ে থাকবে চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত ও অভিশপ্ত।

মো. খিজির হায়দার
চাঁদপুর।

আমি মুজিবের বংশধর, বাঙালি

অনেককাল আগে যখন থেকে নিজ সত্তাকে জানতে শিখেছি, বাঙালি জাতির স্বাধীনতার সংগ্রামের কথা জানতে শুরু করেছি তখন থেকেই হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে স্থান দিয়েছি বঙ্গবন্ধুকে।

আমাদের মননে যাঁর স্থান শ্রেষ্ঠতার সর্বোচ্চ আসনে তাঁকে স্বীকৃত সত্তায় আবির্ভূত হতে দেখে সত্যিই গর্বিত আমি— আমি মুজিবের বংশধর, আমি বাঙালি। বঙ্গবন্ধুকে যারা ভালবাসে তারা সবাই তাদের নিজস্ব সত্তাকেই ভালবাসে। যারা ভালবাসে না, তারা নিজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। ধিক্ তাদের যারা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিতর্ক করতে দ্বিধা করে না। ধিক্কার জানাই তাদের অস্তিত্ব ও মানসিকতাকে। ধিক, ধিক... শত ধিক্কার তাদের। এ তাদের হীনম্মন্যতার পরিচয়। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে সেইসব কাপুরুষেরা যেভাবে জাতির পিতাকে অস্বীকার করছে, বোধকরি স্বার্থে টান পড়লে তারা তাদের নিজ নিজ জন্মদাতাকেও অস্বীকার করতে পারবে। ছি! ছি! ছি!

আমি ভাবতে ভালবাসি। কল্পনাবিলাসী এই আমার সমগ্র অস্তিত্ব স্বপ্ন দেখে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার। ভালবাসি বাংলাকে, ভালবাসি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি চির অমর বঙ্গবন্ধু তোমাকে। তাঁর প্রতি তাই আমার ও আমাদের আজন্ম শ্রদ্ধাঞ্জলি।

অজন্তা দেব রায় (জেমী)
বিতার্কিক ও নবীন সংগঠক
প্রেসিডেন্ট, ইন্টার‍্যাক্ট ক্লাব অব সিলেট মেট্রোপলিটন।

জনকণ্ঠ, শনিবার ১১ বৈশাখ ১৪১১, ২৪ এপ্রিল ২০০৪

অভিমত

বাঙালিত্বকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার গৌরব

বাংলা নববর্ষ পালন উপলক্ষে মহাউৎসবের ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে গেল সবচাইতে বড় সুসংবাদ বিবিসি পরিচালিত শ্রোতা জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে তালিকার শীর্ষস্থান দখল করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গসহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বসবাসকারী বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মতামতের ভিত্তিতে প্রথম স্থান লাভ এক অনন্য ঘটনা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ হওয়ায় সুধীজনের মধ্যে দেখা দিয়েছে বিশেষ কৌতূহল। বাঙালি অস্তিত্বের মূল শিকড় কবিগুরু। বাংলা ভাষার বিশ্ব পরিচয় তাঁর মাধ্যমে। তাই প্রশ্ন হয়েছে, দ্বিতীয় স্থান কেন? এর উত্তর আছে। তবে বিভিন্নজনের বিভিন্ন ভাবনা থাকতেই পারে। মূল্যায়নে দেখা যাবে রবীন্দ্র মনন-ভাবনা-দর্শন। নেতাজীর স্বাধীনতা অর্জনের দর্শন— আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন। এসবের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনে। স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয়ের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। সুদীর্ঘ ২৩ বছর নিরলস, আপোসহীন সংগ্রামের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। কোন প্রলোভন, জেলজুলুম, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তাঁকে আদর্শের পথ থেকে টলাতে পারেনি। '৫২-এর ভাষা আন্দোলনে ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাঙালির ঝরা রক্তে উদ্বোধন ঘটে বাঙালিত্বের। সেই বাঙালিত্বকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার দীর্ঘ লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। ২১ দফাভিত্তিক স্বাধিকার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় '৬৬-র ৬ দফা আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ৬ দফা ছিল স্বাধীনতার মোড়ক। আন্দোলনের বাঁকে বাঁকে ঝরেছে অনেক রক্ত-বাঙালির রক্ত।

কবিগুরুর আক্ষেপ— হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি— তাঁর মানুষ করার আকৃতি পূরণ করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান। আবারও প্রমাণ হলো ইতিহাস সত্যকেই স্বীকৃতি দেয়। বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার যে হীন ষড়যন্ত্র বিএনপি, স্বাধীনতাবিরোধী ও নব্য রাজাকাররা ২৯ বছরব্যাপী করে আসছে তার প্রতিশোধ নিল ইতিহাস। '৭১-এ এক সাগর রক্তের বিনিময়ে, লাখ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার মহানায়ক জাতিসংঘে প্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়ে বাংলা ভাষা ও বাঙালিকে যে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছেন তাও ১নং আসন পাওয়ার পক্ষে গেছে।

বিবিসির এই জরিপের বহুপূর্ব থেকে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে আখ্যায়িত করে আসছেন। আর এখন জরিপে সত্য স্বীকৃত হওয়ায় স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি ও এর অঙ্গ সংগঠনসমূহের জঙ্গীদের গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। একজন ব্যক্তি তার অর্জনের নিরিখে মূল্যায়িত হন। জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর নামে— আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন ২৭ মার্চ— বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ২৫ মার্চ রাতে তৎকালীন ইপিআরের ওয়ারলেস-এর মাধ্যমে। অবশ্য ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ— 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা। জিয়াউর রহমানের অর্জন স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ ও মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন। নামের শেষে 'রহমান' থাকলেই বঙ্গবন্ধুর প্যারালাল হয় না, বিএনপির জ্ঞানপাপীরা তা বোঝেন— কিন্তু মানেন না। এটা মূর্খতারই পরিচায়ক। অপেক্ষায় আছি কখন চৌধুরী ভূঁইয়া 'বিবিসির জরিপ মানি না' বলে বিবৃতি দেন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর নিউজউইক ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধুকে 'পোয়েট অব পলিটিক্স' অভিধায় ভূষিত করেন। যা হোক ইতিহাস চলে নিজস্ব গতিতে। বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাস তাঁর প্রাপ্য আসনটিই দিয়েছে— ইতিহাস অবিনাশী। এখন বাংলার বাঙালিদের দায়িত্ব বাড়ল শতগুণ। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ থেকে পাক হানাদারদের দোসর ও উত্তরসুরিদের অবশ্যই উৎখাত করতে হবে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক আদর্শ বাংলাদেশে বাস্তবায়িত করতে হলে মৌলবাদীদের খপ্পর থেকে দেশকে মুক্ত করতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

সৈয়দ রেজা কাদের

যুগান্তর, বুধবার ১ বৈশাখ ১৪১১, ১৪ এপ্রিল ২০০৪

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

যুগান্তর রিপোর্ট

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান। বিবিসির শ্রোতা জরিপে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শীর্ষ ২০ জনের তালিকায় বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম দ্বিতীয় স্থান লাভ করার পর আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামটিই থাকবে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকার শীর্ষে। বিবিসির একটি সূত্র জানায়, আজ পহেলা বৈশাখে বিবিসির সান্ধ্য অধিবেশনে ঘোষণা করা হবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম। গতকাল বিবিসির সান্ধ্য অধিবেশনে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম ঘোষণার আগ পর্যন্ত বিবিসির শ্রোতামণ্ডলীর একটাই জিজ্ঞাসা ছিল— কে হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি? শেখ মুজিব, নাকি রবিঠাকুর? সোমবার শীর্ষ ২০ শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তৃতীয় স্থানে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাম ঘোষণার পর থেকেই অধীর আগ্রহে শ্রোতারা অপেক্ষা করতে থাকেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির নামটি শোনার জন্য। গতকাল সন্ধ্যায় বিবিসি দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সবার সব কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার অবসান ঘটে। তারপরও ইথারে ভেসে আসা বিবিসির ঘোষণা নিজ কানে শোনার আগ্রহ নিয়ে আজ সন্ধ্যায় রেডিওর সামনে উপস্থিত হবেন অগণিত শ্রোতা। 'বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' এই কথাটি আজ শোনার প্রত্যাশায় গতকাল সন্ধ্যায় সারাদেশে হাজার হাজার শ্রোতা বিবিসির অনুষ্ঠান শোনেন। গতকালের দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত 'সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম বাঙালি কে, বঙ্গবন্ধু না রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পাঠক-শ্রোতাদের মধ্যে এ ব্যাপারে আগ্রহ-কৌতূহল আরও বাড়িয়ে তোলে। বিবিসির সান্ধ্য অধিবেশনের আগে ও পরে যুগান্তর কার্যালয়ে টেলিফোনের পর টেলিফোন করে পাঠককুল জানতে চান কে হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি? বঙ্গবন্ধুর নাম থাকবে তো? নাকি অন্য কেউ? নানাজনের নানা প্রশ্ন। সব প্রশ্নের সব কৌতূহলের অবসান ঘটবে আজ সন্ধ্যায়, বিবিসির সাড়ে ৭টার সান্ধ্য অনুষ্ঠানে। বিবিসির সান্ধ্য জরিপ প্রথম থেকেই সারাদেশে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করে। গত ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের দিন বিবিসি শ্রোতা জরিপের ধারাবাহিক ফলাফল ঘোষণা শুরু করে। ২৬ মার্চ শুরু হয়েছিল ২০তম শ্রেষ্ঠ বাঙালি গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নাম দিয়ে। তারপর সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শীর্ষ ২০ জনের নামের তালিকায় একে একে এসেছেন মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান (১৯তম স্থান), শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপংকর (১৮তম), স্বামী বিবেকানন্দ (১৭তম), জ্ঞানতাপস ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৬তম), ভাষাসৈনিক সালাম, বরকত, জব্বার, শফিক (ভাষা আন্দোলনের চেতনা) (১৫তম), নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেন (১৪তম), চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় (১৩তম), ফকির লালন শাহ (১২তম), স্বাধীনতা সংগ্রামী মোহাম্মদ নিসার আলী তিতুমীর (১১তম), সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় (১০তম), মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (৯ম), সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (৮ম), বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু (৭ম), নারী শিক্ষার অগ্রদূত

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (৬ষ্ঠ), নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু (৫ম), শেরেবাংলা একে ফজলুল হক (৪র্থ), বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (৩য়) ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্বিতীয়)।

শ্রোতা জরিপের শীর্ষ ২০ সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকা প্রকাশ করা শুরু হতেই গরিষ্ঠসংখ্যক বাঙালি স্বাভাবিকভাবেই ভেবেছিলেন নোবেল বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান— এই দুই কৃতী পুরুষের যে কোন একজনের নাম থাকবে তালিকার শীর্ষে। বেশির ভাগই বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেই বেছে নেবেন বিবিসির শ্রোতামণ্ডলী। কেননা শেখ মুজিব দু'যুগের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বঞ্চিত বাঙালি জাতিকে মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করে স্বাধীনতার সোনালি সূর্যের আলোকছটায় উদ্ভাসিত করেছিলেন এই বাংলাদেশের মানুষকে। ছাত্রজীবনে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাংলা ভাষা আন্দোলন, সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, বাঙালির মুক্তি সনদ ৬ দফা আন্দোলনের পর ১৯৭১ সালের মার্চে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। মুক্তি সংগ্রামের মহেন্দ্রক্ষণে ১৯৭১-এর ৭ মার্চ রেসকোর্সের ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের ডাক দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তি সংগ্রাম এবং বাঙালির সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আজীবন জেল-জুলুম, বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে বাঙালিকে দিয়ে গেছেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, একটি মানচিত্র, স্থায়ী ঠিকানা। বাঙালি জাতি লাভ করে সহস্র বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা। স্বাধীনতার স্বপ্নপূরণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে দেয়ার পর জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে নতুন সংগ্রামের সময় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল বিপথগামী সেনা কর্মকর্তার হাতে সপরিবারে নিহত হন। বীর জাতির ললাটে কলংকের কালিমালিপ্ত এই শোকাবহ ঘটনা আমাদের লজ্জা, আমাদের দুর্ভাগ্য। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর কত ষড়যন্ত্র হয় ইতিহাস থেকে তার নাম মুছে ফেলার। কিন্তু হৃদয়ে লেখা নাম কখনোই মোছা যায় না। ইতিহাস কথা কয়। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বাঙালির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। সেই ইতিহাসের বরপুত্র হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

যুগান্তর, বুধবার ১ বৈশাখ ১৪১১, ১৪ এপ্রিল ২০০৪
পোয়েট অব পলিটিক্স
মিজানুর রহমান খান

শেক্সপিয়রকে এড়িয়ে ব্রিটিশরা যেমন চার্চিলকে, বাঙালি তেমনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে ঈষৎ তফাতে রেখে, অবশ্য একজন কবিকেই শ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসনে

ঠাঁই দিলেন। বাংলাদেশে যেমন বঙ্গবন্ধু না রবীন্দ্রনাথ সেভাবে বৃটেনেও গত বছরে সংশয় ছিল কে হবেন, শ্রেষ্ঠতম, শেক্সপিয়র না চার্চিল? বিবিসির শ্রোতা জরিপে 'পোয়েট অব পলিটিক্স' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই হচ্ছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম বাঙালি। কিছুদিন আগেই বিবিসি'র জনমত জরিপে সবাইকে অবাক করে দিয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ হিসেবে গণ্য হন বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন। ভোট পান ২১.৪ ভাগ। আর স্যার উইনস্টন চার্চিল পান ১৭ ভাগ। অবশ্য এই ফল ছিল বিবিসির ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে। কিন্তু একইসঙ্গে বৃটেনবাসীর ভেতরে পরিচালিত জরিপে শীর্ষ আসনটি বজায় থাকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিলের। বিবিসি সাম্প্রতিক সময়ে শ্রেষ্ঠতম বৃটেন ও আমেরিকান নির্বাচনের পর সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচনে মনোযোগী হয়। বিবিসির ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে রাজকুমারী ডায়ানা চার্চিলের চেয়ে মাত্র ৪ শতাংশ ভোটে পিছিয়ে থেকে তৃতীয় হন। এর পরের স্থান ছিল কিংবদন্তির সাহিত্য সম্রাট উইলিয়াম শেক্সপিয়রের। শুধু বৃটেনে পরিচালিত বিবিসির জনমত জরিপে শীর্ষ পাঁচ ব্যক্তিত্বের মধ্যেও নিউটন ছিলেন না। সেখানে চার্চিলের পর আসেন প্রকৌশলী ইসামবার্ট ব্রুনেল, শেক্সপিয়র ও চার্লস ডারউইন। গত বছরের আগস্টে ওই জরিপে ফল প্রকাশ করা হয়। ২০০২ সালের নভেম্বরেও ১০০ শ্রেষ্ঠ বৃটেনের ওপর এক জনমত যাচাই করে বিবিসি। এতে অংশ নেন ১০ লাখের বেশি লোক। শীর্ষ ব্যক্তিত্ব হন চার্চিল। এরপর ব্রুনেল, ডায়ানা, ডারউইন, শেক্সপিয়র, নিউটন, জন লেনন, রানী প্রথম এলিজাবেথ, নেলসন ও ক্রমওয়েল।

২০০২ সালের আগস্টে ভারতীয় সাময়িকী আউটলুক জরিপে ১৯৪৭ সাল পরবর্তী স্বাধীন ভারতের শ্রেষ্ঠতম ভারতীয় হিসেবে চিহ্নিত হন মাদার তেঁরেসা। আউটলুক পরিচালিত এই জরিপে তার পরে স্থান করে নেন জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণকারী মাদার তেঁরেসা আমৃত্যু মানব সেবায় কাটিয়ে দেন ভারতের মাটিতে। ৫০ হাজার উত্তরদাতা জরিপে অংশ নেয়। আউটলুক খুব অবাক হয়, কারণ যাদের বয়স ২৫ বছরের নিচে তারা ভোট দেন মাদার তেঁরেসাকে। যাদের বয়স ৪৫ ও তার ঊর্ধ্বে তারা ভোট দেন নেহরুকে। আউটলুক অবশ্য মহাত্মা গান্ধীকে জরিপের ব্যক্তিত্ব হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেনি। যুক্তি দেয়া হয়, জাতির জনককে তারা ভোট প্রক্রিয়ার ঊর্ধ্বে রেখেছে।

২০০৩ সালের জুনে পরিচালিত বিবিসির জনমত জরিপে কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিখ্যাত সিম্পসন পরিবারের সেলিব্রেটি হোমার সিম্পসন শ্রেষ্ঠতম আমেরিকান নির্বাচিত হন। বিশ্বব্যাপী পরিচালিত অনলাইন জনমত জরিপে সিম্পসন ৪৭.১৭ ভাগ ভোট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন পান ৯.৬৭ ভাগ। নাগরিক অধিকারের প্রবক্তা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র পান ৮.৫৪ ভাগ। বিল ক্লিনটন ৩.৫৩ ভাগ ভোট পেয়ে দশম স্থানে পৌঁছান। গত ডিসেম্বরে গ্রেট বৃটেনস সিরিজ চলাকালে মধ্যপ্রাচ্যে বিবিসির নেতৃত্বে একটি জরিপ পরিচালিত হয়। শ্রেষ্ঠতম আরবের শিরোপা অর্জন করেন ওসামা বিন লাদেন। তবে এর পরের অবস্থানেই ছিলেন সাদ্দাম হোসেন। এই জরিপে ক্রুসেড বিজয়ী সালাহউদ্দিন, ইয়াসির আরাফাত, আবদুল আজিজ আল সউদ ও ওমর শরীফের নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। গত নভেম্বরে জার্মানিতে পরিচালিত জনমত জরিপে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে জার্মানিতে নেতৃত্বদানকারী চ্যান্সেলর কনরাড সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম জার্মান নাগরিক নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত কনরাড জার্মানির চ্যান্সেলর ছিলেন। জেডডিএফ টিভি নেটওয়ার্ক পরিচালিত এই প্রতিযোগিতায় ৩০ লাখের বেশি উত্তরদাতা অংশ নেন। এতে দ্বিতীয় অবস্থানে প্রখ্যাত তাত্ত্বিক মার্টিন লুথার এবং পূর্ব জার্মানিতে অধিক জনপ্রিয় কার্ল মার্কস তৃতীয় অবস্থানে আসেন। এরপর ছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন, গ্যাটে ও গুটেনবার্গ।

এভাবে বিশ্বের দেশে দেশে জনমত জরিপের মাধ্যমে ইতিহাসের ওপর আলো ফেলার একটা ট্রেন্ড ক্রমেই বেগবান হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি এক্ষেত্রে বয়ে এনেছে বিপ্লব। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরেই নিউজউইক ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধুকে **'পোয়েট অব পলিটিক্স'** অভিধায় ভূষিত করে। সাংবাদিক সিরিল ডান বলেন, **'বাংলাদেশের এক হাজার বছরের ইতিহাসে শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা, যিনি রক্তে, বর্ণে, ভাষায়, সংস্কৃতিতে ও জন্মসূত্রে পুরোদস্তুর বাঙালি। তার শারীরিক গঠন তেজোদ্দীপ্ত। তার কণ্ঠ বজ্রনির্ঘোষ। তার মন্ত্রমুগ্ধ ক্যারিশমায় জনগণ মোহাবিষ্ট হয়েছে দ্রুত।** ব্রিটিশ মানবতাবাদী আন্দোলনের নেতা প্রয়াত লর্ড ফেনার ব্রকওয়ে মন্তব্য করেছিলেন, **'শেখ মুজিব এক অর্থে জর্জ ওয়াশিংটন, মহাত্মা গান্ধী ও দ্য ভ্যালেরার চেয়েও মহান নেতা।'** মিসরের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট নাসেরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও খ্যাতিমান সাংবাদিক হাসনান হাইকেলের একটি উক্তি ঃ **'নাসের শুধু মিসরের নন, তিনি সমগ্র আরব জাহানের স্বাধীনতার বার্তাবাহক। তার আরব জাতীয়তাবাদ আরব জনগণের কাছে স্বাধীনতার বার্তা বয়ে এনেছে। ঠিক একইভাবে শেখ মুজিবুর রহমানও শুধু বাংলাদেশের নন, তিনি সব বাঙালির স্বাধীনতার স্বাপ্নিক।'** ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধুকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করে বলেন, **'আমি হিমালয় পর্বত দেখিনি। কিন্তু আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি।'**

যুগান্তর, শুক্রবার ৩ বৈশাখ ১৪১১, ১৬ এপ্রিল ২০০৪
সম্পাদকীয়

বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

বিবিসি বাংলা সার্ভিসের জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের স্মরণীয় ও বরণীয় মনীষীদের নাম উঠিয়া আসিয়াছে। জনপ্রিয় এই বেতারের শ্রোতাদের বিবেচনায় ২০ জনের এই তালিকায় শীর্ষ আসন অলংকৃত করিয়াছেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দ্বিতীয় স্থানে রহিয়াছেন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বুধবার বাংলা ১৪১১ সালের প্রথম দিনে বিবিসির প্রভাতী অনুষ্ঠানে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম ঘোষণা করা হইলে বর্ষবরণের উৎসব-আনন্দে যুক্ত হয় নূতন মাত্রা। ঐ দিনের

যুগান্তরে বিবিসি'র সূত্র উল্লেখ করিয়া 'সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদন সর্বমহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতার এই স্বীকৃতি সর্বস্তরের জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হইয়াছে। বাঙালি জাতির সহস্র বছরের ইতিহাসে নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সকল কিছুই ছিল। স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষাও যুগে যুগে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। সাধারণ নির্বাচনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে নির্বাচিত বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঘোষণা দিলে স্বাধীনতা আন্দোলন নূতন গতিবেগ অর্জন করে। বিখ্যাত মার্কিন সাময়িকী নিউজউইকের ভাষায় 'পোয়েট অব পলিটিক্স' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং ২৬ মার্চ তাহার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মধ্য দিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের নবযাত্রা শুরু হয়। এইখানেই বঙ্গবন্ধুর সার্থকতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব। বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং এই লক্ষ্য অর্জনে সঠিক কৌশল এবং কর্মপন্থা প্রণয়নেও প্রদর্শন করেন অনন্য দক্ষতা ও দূরদৃষ্টি। ক্ষমতালোভ বা মৃত্যুভয় তাহাকে দমাইতে পারে নাই। তিনি ছিলেন সাহসী, দৃঢ়চেতা ও আপোসহীন এবং একটি জাতির স্বাধীনতার লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে অবিচল। বিবিসির শ্রোতা জরিপের ফল এই সত্যেরই স্বীকৃতি। তবে ইহাকে কোন দলের সাফল্য কিংবা কৃতিত্ব হিসেবে দেখা ঠিক হইবে না। সমকালীন ইতিহাস তাহার মহানায়ককে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করায় বাংলা ও বাঙালির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকলেই আনন্দিত ও গর্বিত। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল বিপথগামী সেনা কর্মকর্তার হাতে সপরিবারে তাহার নিহত হইবার ঘটনা বাঙালি জাতির ললাটে কলংকতিলক আঁকিয়া দেয়। এমনকি তাহার অবদান অস্বীকার এবং ইতিহাসের পাতা হইতে তাহাকে মুছিয়া ফেলিবার অপচেষ্টাও কম হয় নাই। কিন্তু কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে তাহার স্থান যে চির অম্লান বিবিসির শ্রোতা জরিপে উহাই সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের বিচারকার্য দ্রুত সম্পন্ন এবং তাহাদের কঠোরতম দণ্ড প্রদান করা তাহার প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বর্তমান কর্ণধারদের জন্য ইতিহাসের দায়স্বরূপ। এই ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ কাঙ্ক্ষিত নহে। গত ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস হইতে বিবিসি শ্রোতা জরিপের ফলের ভিত্তিতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শীর্ষ ২০ জনের তালিকা প্রকাশ করিতে শুরু করিলে জনগণের মধ্যে গভীর আগ্রহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। বিশ্বের দরবারে যাহারা বাঙালি জাতিকে মর্যাদা ও গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যাহাদের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি জাতিকে চলার পথে অনুপ্রেরণা যোগাইতেছে একে একে তাহাদের নাম ঘোষণা হইতে থাকায় শুরু হইতেই জরিপটি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। রাজনীতি, সাহিত্য, অর্থনীতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান, সমাজ সংস্কার, নারী জাগরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ অবদান রাখা কৃতী নারী ও পুরুষগণ তালিকায় স্থান পাইয়াছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বিশ্বকবি

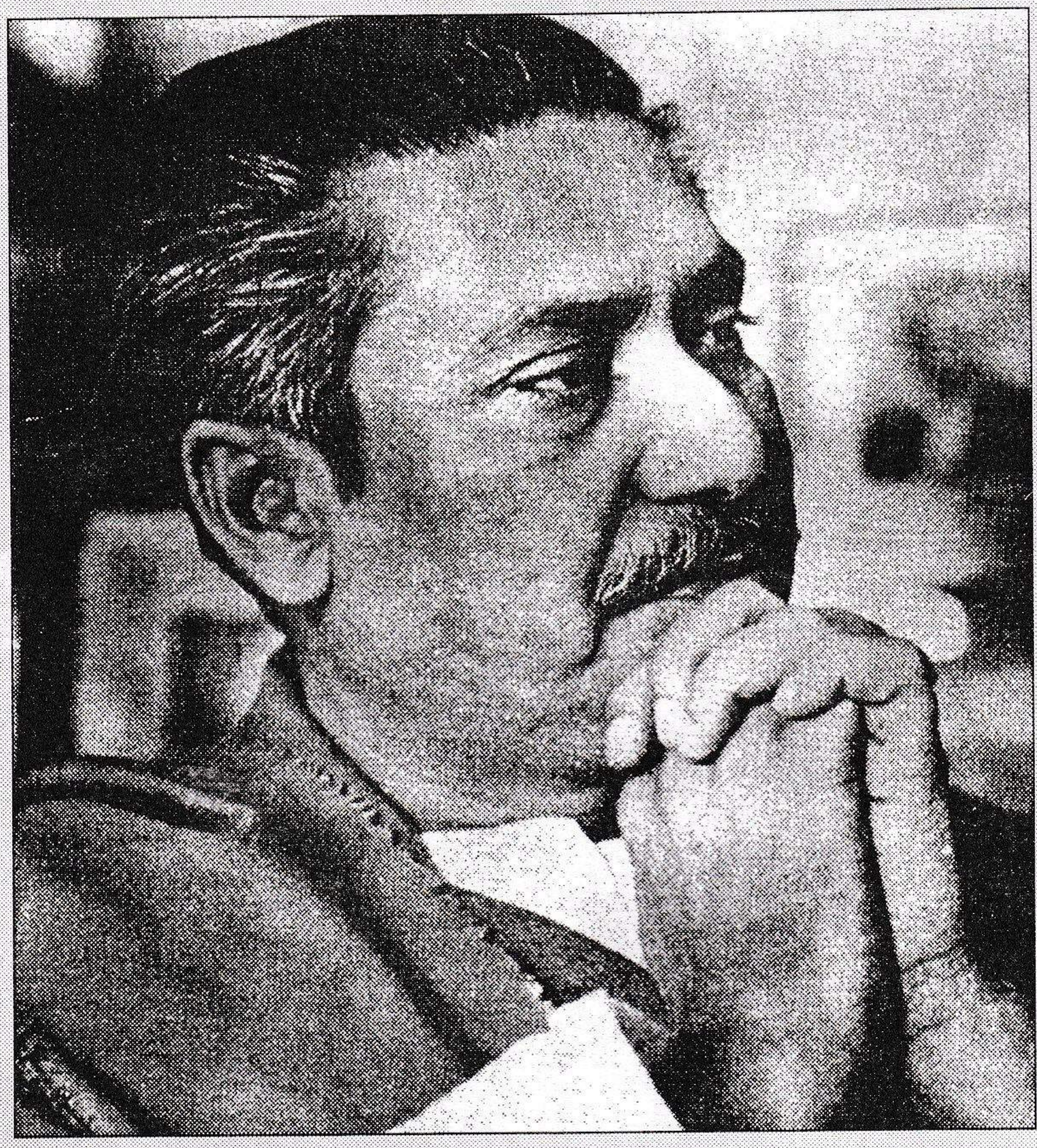
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরপরই শীর্ষ ২০-এ রহিয়াছেন যথাক্রমে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর), মজলুম জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়, স্বাধীনতা সংগ্রামী মোহাম্মদ নিসার আলী তিতুমীর, বাউল সাধক ফকির লাল শাহ, চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, ভাষা সৈনিক সালাম-বরকত-জব্বার-শফিক (ভাষা আন্দোলনের চেতনা), জ্ঞানতাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপংকর, মুক্তিযোদ্ধা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। শ্রোতাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত তালিকার কোন নামে কিংবা নামক্রমে কাহারও ভিন্নমত থাকা অস্বাভাবিক নহে। তালিকায় স্থান লাভ করেন নাই এমন অনেক কৃতী বাঙালিও জনমনে স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত। সার্বিক বিচারে বলা যায়, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকা প্রণয়নে স্বাধীন বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া থাকা বিবিসি বাংলা সার্ভিসের শ্রোতাদের বিচারে বিচক্ষণতার প্রকাশ ঘটিয়াছে। বাঙালির গর্ব ও গৌরবের নামগুলো তাহারা ইতিহাসের পাতা হইতে যত্নের সহিত চয়ন করিয়াছেন। তালিকায় স্থান পাওয়া মনীষীগণ প্রত্যেকেই বাঙালির মন-মানস গঠনে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রাখিয়াছেন। স্বাধীন বাংলাদেশকে জ্ঞান-গরিমায় উন্নতরূপে গড়িয়া তুলিবার নূতন যাত্রাপথে তাহারা উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা ও অনুপ্রেরণা হিসেবে বিবেচিত। দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিবেদিত এই সকল কৃতী বাঙালি নূতন প্রজন্মের নিকট প্রাতঃস্মরণীয় হইতে থাকিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। তাহাদের অতুলনীয় আদর্শ অনুসরণ করা হইলে একবিংশ শতাব্দীতে আমরা নিশ্চয়ই জগৎসভায় নূতন মর্যাদার আসন লাভ করিতে সক্ষম হইব।

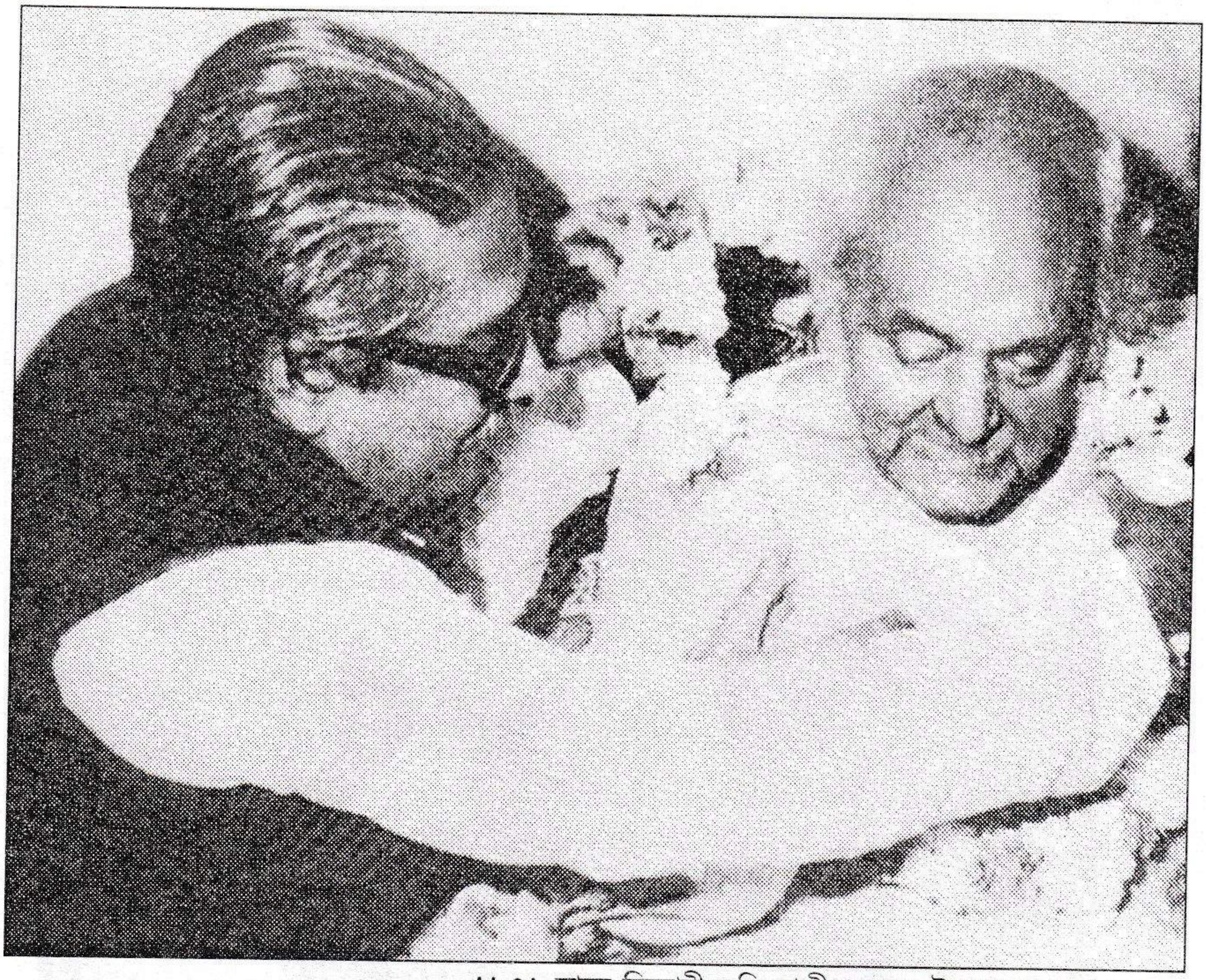
যুগান্তর, শুক্রবার ৩ বৈশাখ ১৪১১, ১৬ এপ্রিল ২০০৪

বঙ্গবন্ধু সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ঃ বিবিসির ঘোষণায় সর্বত্র আনন্দ উচ্ছ্বাস

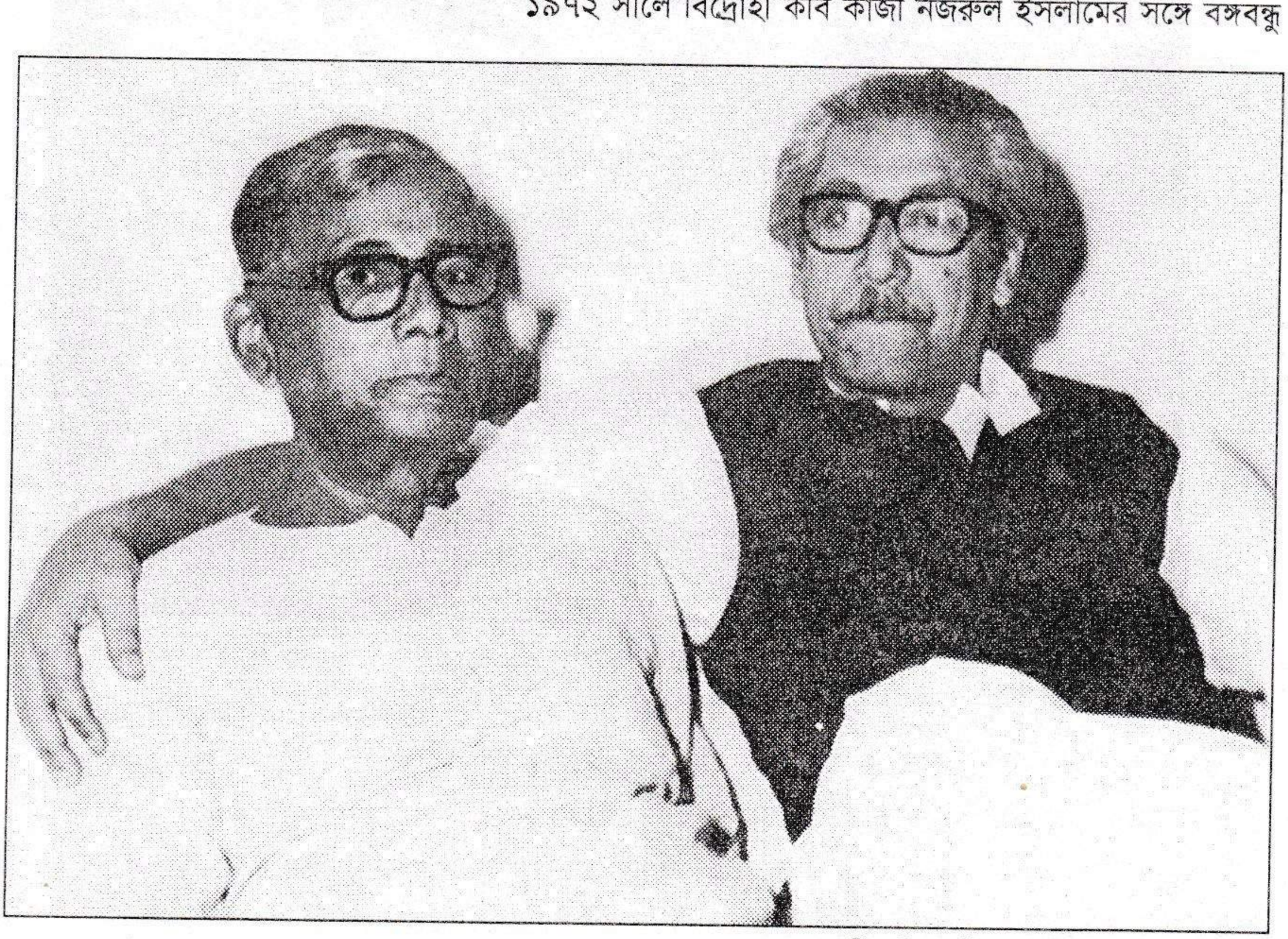
যুগান্তর রিপোর্ট

বিবিসি পহেলা বৈশাখ সকাল সাড়ে ৭টায় প্রভাতী অনুষ্ঠানে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে ঘোষণা করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। এর আগের দিনই 'যুগান্তর' বিবিসির বিশ্বস্ত সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে খবরটি প্রকাশ করলে দেশজুড়ে আনন্দের আবহ সৃষ্টি হয়। আজ থেকে ৩৩ বছর আগে ১৯৭১-এ সাড়ে ৭ কোটি বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে নিজ কণ্ঠে ধারণ করে যিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', তিনিই তো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। ৩৩ বছর পর কোটি কোটি বাঙালির সেই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটল আন্তর্জাতিক বেতার বিবিসির জনমত





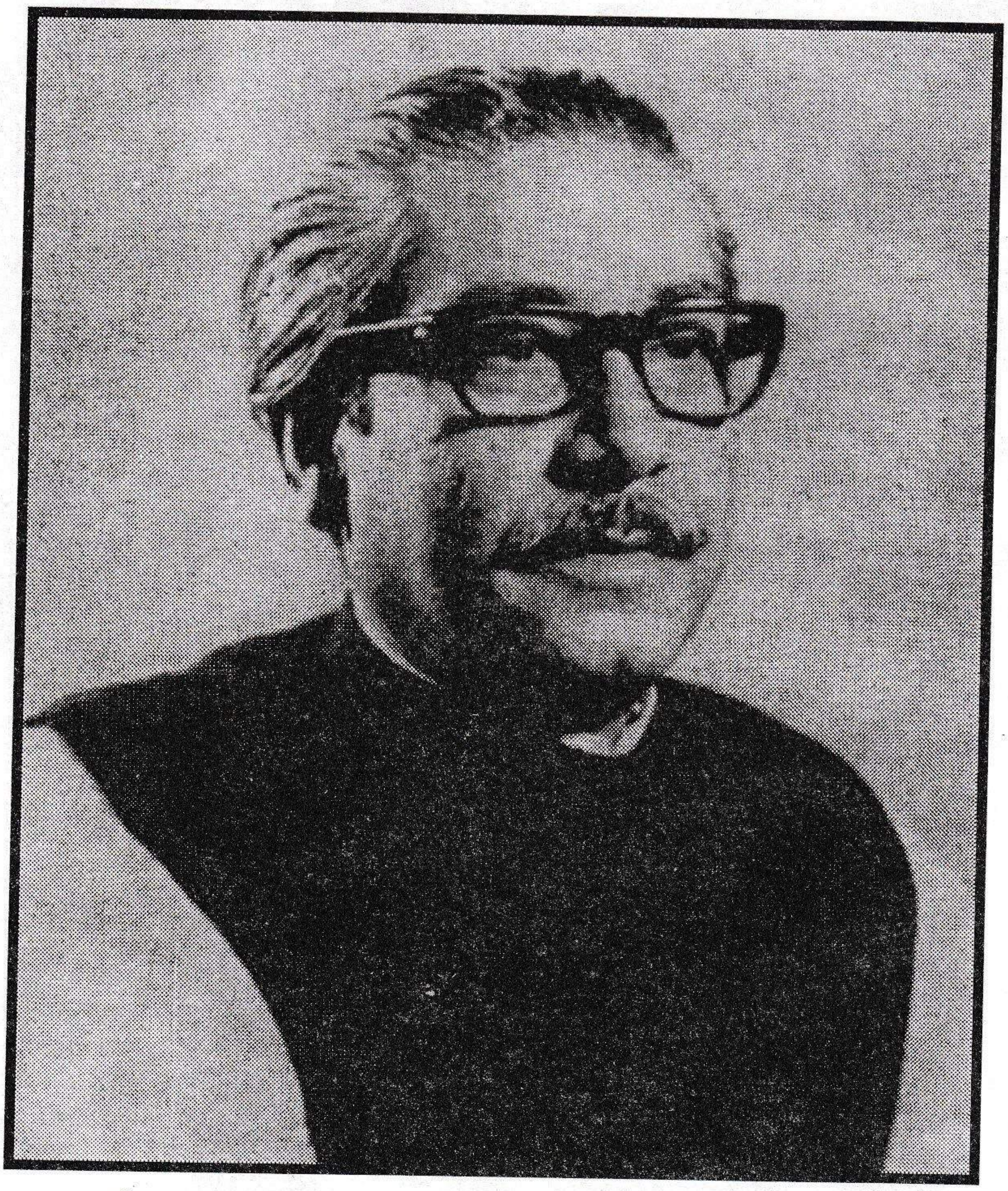
১৯৭২ সালে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু



পল্লীকবি জসীমউদদীনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু



১০৩ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি



জরিপে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। বুধবার পহেলা বৈশাখে বিবিসি বাংলা সার্ভিসের প্রভাতী অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠতম বাঙালির নামটি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের বন্যা বয়ে যায় বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে। বর্ষবরণের আনন্দ এবং বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার পথনির্দেশকের স্বীকৃতির উচ্ছ্বাস দুয়ে মিলে এবার নববর্ষ উদযাপিত হয় নতুন এক আমেজে। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে বর্ষবরণের মঙ্গল শোভাযাত্রা রূপ নেয় আনন্দ মিছিলে। বিবিসি'র ২০ শ্রেষ্ঠ বাঙালির পর্যায়ক্রমিক নাম ঘোষিত হওয়ার সময় বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত বাঙালি ও বাংলাভাষীদের মাঝে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়। মঙ্গলবার বিবিসি জনমত জরিপে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা ও বাঙালি সংস্কৃতির অস্তিত্বের শেকড় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ঘোষণা করার পর সবাই প্রায় নিশ্চিত হন যে, বঙ্গবন্ধুই হবেন শ্রেষ্ঠতম বাঙালি। সেই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে বুধবার সকাল সাড়ে ৬টায় বিবিসির প্রভাতী অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয় বঙ্গবন্ধুই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। বিবিসি জরিপে শ্রোতারা যে জনমত দেন তাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে দ্বিগুণ পয়েন্ট লাভ কর শ্রেষ্ঠ বাঙালির শীর্ষস্থান অলংকৃত করেন। বিবিসির শ্রোতারা বাঙালি জাতির অহংকার, বাংলাদেশের রূপকার শেখ মুজিবুর রহমানকে। সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম বাঙালির মর্যাদায় আসীন করায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা অভিনন্দন জানিয়েছেন বিবিসি ও জরিপে অংশ নেয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে। অভিনন্দন জানিয়েছেন দেশে-বিদেশে বসবাসরত ৩০ কোটি বাঙালিকে।

বিবিসি জানায়, শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মনোনয়ন করলেন— এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রোতা জরিপে অংশগ্রহণকারী জাপানের নাগাসাকি শহর থেকে মনিকা রশিদ বলেন, আজ আমরা বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যে যেখানে বসে যাই করছি বা বলছি না কেন, তার কোনটাই সম্ভব হতো না যদি তাঁকে আমরা আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সময়টাতে না পেতাম। শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম বাঙালি জাতিকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি সর্বোপরি বাঙালি জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইলে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে হবে। মৃত্যুভয় বা ক্ষমতার লোভ— কোন কিছুই তার দৃঢ়সংগ্রামী মনোভাবকে দমিয়ে দিতে পারেনি। ২৩ বছর ধরে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালির গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন অগ্রণী। এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপায়ণ করেন তিনি। তার ৭ মার্চের ভাষণ মন্ত্রের মতোই সমগ্র বাঙালি জাতিকে পৃথিবীর একটি সুপ্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে খালি হাতে লড়াইয়ে নামতে এবং ওই লড়াইয়ে জিততে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ঢাকার ধানমন্ডি থেকে শহিদুল হক বলেন, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণে তাঁর যে কণ্ঠস্বরটি শোনা যায়, তাকে কোন সাধারণ কণ্ঠস্বর মনে হয় না, মনে হয় কোন

ঐশী কণ্ঠস্বর। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই যে বক্তব্য, এই বক্তব্যের যে মর্মার্থ, তা তৎকালীন সাড়ে সাতকোটি বাঙালিকে এক করে দিয়েছিল, এক সূত্রে গেঁথে নিয়েছিল। একটি ভূ-খণ্ডে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষকে যিনি একটি ভাষণে এক করে দিয়েছিলেন, এক সূত্রে গেঁথেছিলেন এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্দীপ্ত করেছিলেন ও স্বাধীনতা অর্জনও করেছিলেন, তাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি অবশ্যই বলব।

আরেকজন শ্রোতা বৃটেন থেকে জিনাত হুদা বলেন, বাঙালি জাতিকে জাগ্রত করতে বহু সাহিত্যিক, বহু রাজনীতিক এবং সংগ্রামী অবদান রেখেছেন। কিন্তু বাঙালি জাতি যদি হয় একটি স্বপ্নের নাম, আকাঙ্ক্ষার নাম, সংগ্রামের নাম এবং সফলতার নাম, তবে তার রূপকার শেখ মুজিবুর রহমান। আবহমান কালের শাশ্বত বাঙালি সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক স্বপ্নকে তিনি বাস্তবায়িত করেন ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে। এই বাঙালি জাতি কেবল মুসলিম নয়, হিন্দু নয়— এ জাতি মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধসহ সবার— যার ভিত্তি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি।

শেখ মুজিবুর রহমান তার অসাধারণ মেধা, প্রজ্ঞা, ত্যাগ, অকৃত্রিম ভালবাসা এবং দৃঢ় রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করেছেন।

যুগান্তর, রোববার ৫ বৈশাখ ১৪১১, ১৮ এপ্রিল ২০০৪
বিবিসি জরিপ এবং প্রতিক্রিয়া
আমার যত ভাবনা
এবিএম মূসা

মাসখানেক আগে বিবিসি থেকে আমার একটি সাক্ষাৎকার চেয়েছিল। বিষয় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাঁর সম্পর্কে কিছু কথা বলতে হবে। তখনও জানতাম না ইতিপূর্বে বিবিসি একটি শ্রোতা জরিপ করেছে। জরিপের উদ্দেশ্য ছিল সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ২০ জন বাঙালি কে তা নির্ধারণ করা। জানতে পারলাম, সারাবিশ্বে ছড়ানো-ছিটানো সব দেশের নাগরিক বাঙালিদের তথা বাংলাভাষীদের বলা হয়েছিল পাঁচটি নাম পাঠাতে। কমও নয় বেশিও নয়। ক্রমানুসারে সাজিয়ে নাম পাঠাতে হবে। এক থেকে বিশ পর্যায়ক্রমে সাজানো নামের গ্রেডিং পদ্ধতিতে নম্বর দিয়ে তালিকা তৈরি করা হয়েছে। শেষ থেকে শুরু হবে ২০তম ব্যক্তির নাম দিয়ে। পহেলা বৈশাখ প্রথম ব্যক্তিটির নাম সবাই জানবেন। বলা বাহুল্য, এটি বিবিসির বিশেষ কোন মান নির্ণয় পদ্ধতি অথবা নিজস্ব বিচার-বিবেচনা ছিল না, স্রেফ শ্রোতা জরিপ। সোহরাওয়ার্দী দিয়ে শুরু করা হল, সঙ্গে আমার একটি পর্যবেক্ষণ প্রচার করা হয়েছিল। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এমনিভাবে কারও না কারও বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য জুড়ে দিয়ে অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আমাকে শেরেবাংলা সম্পর্কেও বলতে হয়েছে। উভয়ের সম্পর্কে যা বলেছি শ্রোতারা

জেনেছেন, তাই পুনরুক্তি করলাম না। তবে যিনি আমার সাক্ষাৎকার নিলেন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম এক নম্বরে কে আসবে জানেন? তিনি জানাতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। কারণ তিনি নিজেই জানেন না। তবুও আমি বললাম, খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি শেখ মুজিবুর রহমান।

আমার প্রশ্নের জবাব ইতোমধ্যে দেয়া হয়ে গেছে, সবাই জেনেছেন। তবে এর মাঝেও একটি অবাক করা ব্যাপার রয়েছে। বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রধান সাবির মুস্তাফা চ্যানেল আইতে সাক্ষাৎকারে একটি চমৎকার তথ্য দিলেন। জরিপে প্রথম স্থান অধিকারী শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাপ্ত পয়েন্টের সংখ্যা ছিল দ্বিতীয় স্থানে অবস্থিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিগুণ। এছাড়া এই জরিপ নিয়ে আরও মজার কাহিনী শুনেছি, বলা যায় জানতে পেরেছি। কেননা কথাটি সঠিক কি-না জানি না, সোহরাওয়ার্দী এক পয়েন্ট কম পেলেই কাদের সিদ্দিকীকে নাকি ২০তম স্থান ছেড়ে দিতে হতো। আরও জানলাম অনেক শ্রোতা গোলাম আযমের নাম তাদের পাঁচজনের লিস্টিতে ঢুকিয়েছেন এবং এই কাজটি হালাল করার জন্য তারাও এক নম্বরে বঙ্গবন্ধুর নামটি রেখেছিলেন। গোলাম আযমের অনুসারীরা যে কতখানি সংগঠিত ও প্রসারী চিন্তার অধিকারী তা জানা ছিল। কিন্তু এত চালাক আর ধুরন্ধর তা জানতাম না। তবে তাদের এতদিন পরে পাকিস্তানি থেকে বাঙালি হওয়ার সাধটি কৌতূহলোদ্দীপক বটে। আবার সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে আলোচনার সময়েই জেনেছি ১৯তম স্থানে জিয়াউর রহমান। তাৎক্ষণিক একটি প্রতিক্রিয়া হয়েছে, গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসেছিলাম। কেন সেই ভাবনা তা পরে ব্যাখ্যা করব। কারণ বঙ্গবন্ধুর নাম শীর্ষ বাঙালির তালিকায় স্থান পাওয়ায় জিয়া প্রতিষ্ঠিত ছাত্রদলের উষ্মা প্রকাশের খবরটির সঙ্গে আমার প্রতিক্রিয়াটি সংশ্লিষ্ট।

বিবিসি জরিপের ফলাফলের প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগপন্থীদের আনন্দ প্রকাশ নিয়ে মন্তব্যটিই প্রথমে স্থান দিতে চাই, তবে সরাসরি নয়। পহেলা বৈশাখের সকালে মেজাজ খারাপ করা একটি টেলিফোনের কথাটি দিয়েই শুরু করি। অগ্রজপ্রতিম একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক টেলিফোন করলেন সকালবেলা। বললেন, বৎস, বিবিসি শুনেছ? বঙ্গবন্ধু সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। মন খিঁচড়ে গেল, ব্যঙ্গ করে বললাম, আপনি এদ্দিন পরে বিবিসি শুনে জানতে ও বুঝতে পারলেন, আমি তো সব সময়ই জানতাম। সুপ্রতিষ্ঠিত এই সত্যটি জানতে বিবিসি জরিপের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কেন? কিংবা তারা বলার পর নিশ্চিত হতে হবে কেন? তাছাড়া গলা ফাটিয়ে একটি চিরন্তন সত্য জানান দিতে হয় না। যা সত্য তা গলা ফাটিয়ে উদ্দাম হয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে বলার দরকার হয় না। কোন জানা বিষয় সত্য কি-না তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেই প্রতিষ্ঠা করার জন্য বারবার বলতে হয়। বিতর্কে যেতে হয়, যুক্তি দিতে হয়, যেমন স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে এমনটি হচ্ছে। এ নিয়ে জরিপের প্রয়োজন আছে। বাঙালি কী ভাবছে তা নিয়ে ভোটাভুটি হতে পারে। বাঙালিরা বা বিশ্বের সকল বাংলাভাষী বঙ্গবন্ধুর স্থানটি কোথায় দিয়ে থাকে নতুন করে জানার বিষয় নয়, খবর হিসেবে আমি চাঞ্চল্যকর মনে করি না। আমার সাংবাদিকতার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা বলে যাহা অস্বাভাবিক তাহা ঘটিলেই শুধু বিষয়টি খবর হতে পারে। যেমন খবর হচ্ছে বাংলাদেশ উদারপন্থী মুসলিম দেশ।

এজন্য টমাস সাহেব, বিশ্বব্যাংক বা দাতাগোষ্ঠীর সার্টিফিকেট দরকার। গুরুত্ব দিয়ে বলতে হয়, পত্রিকায় ছাপাতে হয়। আরেকটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় যা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। টাইম ম্যাগাজিনে একটি নিবন্ধ। বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারিত ম্যাগাজিন লিখেছে, বাংলাদেশ একটি মর্যাদাহীন অকার্যকর রাষ্ট্র। এই ছাপার খবরটিও একজন পাঠক ইন্টারনেট থেকে আগেই জেনে নিয়ে আমাকে জানালেন, একটি প্রিন্ট আউট পাঠাবেন বললেন। আমি জবাবে বলেছি, প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশ যে মর্যাদা হারিয়েছে, দেশ যে চলছে না তা টাইম ম্যাগাজিন পড়ে জানতে হবে কেন? পরে প্রতিবেদনটি পড়ে দেখলাম দুর্নীতি, সন্ত্রাস, বর্তমান সরকারের রাষ্ট্রপরিচালনা পদ্ধতি নিয়ে অরবিন্দ আদিকা নতুন কিছুই লেখেননি। এ সবই বিগত আড়াই বছর দেশের সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। তবে আমার একটি প্রতিবাদ টাইমে পাঠাব কি-না ভাবছি। কারণ স্টেট অব ডিসগ্রেস নয়, শিরোনামটি হওয়া উচিত ছিল— গভর্নমেন্ট অব ডিসগ্রেস। যা কিছু বিবরণ রয়েছে প্রতিবেদনে তা জনগণের জন্য নয় দেশ ও সরকার যারা চালাচ্ছে তাদের ডিসগ্রেস, মর্যাদাহানি হয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আবার একটি প্রতিবাদও জানিয়েছে। কিন্তু প্রতিবাদে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, হিন্দু নিধনের বর্ণিত ঘটনাবলী যে মিথ্যা তা প্রমাণ হয়েছে? আমার কাছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই রুটিন প্রতিবাদ অর্থহীন মনে হয়েছে।

এদিক দিয়ে বিএনপি অঙ্গসংগঠনের বঙ্গবন্ধুর শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে ভোট পাওয়ার প্রতিবাদ জানানোর ও ক্যাম্পাসে মিছিল করার একটি ব্যাখ্যা থাকতে পারে। আবার যুক্তিহীন কি-না তা নিয়েও ভাবতে হচ্ছে। জিয়াউর রহমানের কোন প্রকার অসম্মান জানিয়ে নয়, পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণেই আমার আপত্তি। ছাত্রদলের প্রতিবাদ মিছিলটিকেও একই ধরনের আপত্তির বহিঃপ্রকাশ হলে স্বাভাবিক মনে হতো। টেলিভিশনে যা দেখলাম তাতে আমার মনে হয়েছিল তারা বঙ্গবন্ধুকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলায় ক্ষুব্ধ হয়েছে। কিন্তু কেন এই ক্ষোভ, কে শ্রেষ্ঠ বাঙালি তা নিয়ে তো বাংলাদেশী জাতীয়তার অনুসারীদের আদৌ মাথা ঘামানোর কথা নয়, তাই তো বুঝতে পারলাম না। তারা বরং 'শহীদ জিয়া বাঙালির তালিকায় কেন বিবিসি জবাব দাও, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাংলাদেশী শহীদ জিয়া' বলে শ্লোগান দিতে পারতেন। সেটাই যুক্তিযুক্ত হতো। বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধে জিয়াউর রহমানের অবদান রয়েছে, বিশেষ সময়ে তার রেডিও ঘোষণাটি যে জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছিল এই সত্যটি কেউ এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারবেন না। সেই পটভূমিতে জিয়াকে ইতিহাসে স্থান দিতে হবে কিন্তু শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় যারা তাকে মনোনয়ন দিয়েছেন তারা বোধহয় নিজেদের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অনুসারী মনে করেন না। জিয়াকে বাঙালির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে তারা কি বাংলাদেশীদের বেকায়দায় ফেলে দিয়েছেন? ভাবছি বিএনপি সরকারের যে নাজুক অবস্থা বিবিসি জরিপের কারণে সৃষ্টি হল সেখান থেকে উদ্ধারের রাস্তাটি কি? তাদের সমস্যা হচ্ছে, বাংলাদেশী পরিচয় দিতে হলে তারা শহীদ জিয়াকে শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় অবস্থান মেনে নেবেন অর্থাৎ এবার বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হয়েও জিয়ার বাঙালিত্ব মেনে নেবেন কি-না।

আলোচনা শেষ করার আগে বলে নিচ্ছি আরও খবর জানতে পেরেছি। এরপর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাংলা গানের জরিপ করবে বিবিসি। আমি কিন্তু এখনই তালিকায় এক নম্বরটি জানিয়ে রাখলাম 'বিদায় দে মা, ঘুরে আসি।' সর্বশেষ জানিয়ে রাখি আমার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো দুই ভাগনে শাহীন-মুনির অনলাইনে কুলাঙ্গার বা নিকৃষ্টতম বাঙালির এবং বাংলাদেশীদের একটি জরিপ শুরু করেছে। পাঠক-পাঠিকাদের জরিপে অংশগ্রহণের জন্য যথাসময়ে অনলাইন ওয়েবসাইটটি জানিয়ে দেয়া হবে।

ভোরের কাগজ, শুক্রবার ৩ বৈশাখ ১৪১১, ১৬ এপ্রিল ২০০৪
সম্পাদকীয়

বঙ্গবন্ধু ঃ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি

যাঁর নেতৃত্বে বিশ্ব মানচিত্রে নতুন দেশ হিসেবে ঠাঁই পেয়েছে বাংলাদেশ, যিনি বাঙালি জাতিকে বিশ্বের দরবারে নতুন করে উপস্থাপন করেছেন সেই মহান মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিবিসি বাংলা বিভাগের শ্রোতা জরিপে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলা নববর্ষের প্রত্যুষে বিবিসি তাদের বাংলা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ফলাফল ঘোষণা করে। এর ফলে বাঙালির নববর্ষ উদ্‌যাপন হয়ে ওঠে আরো আনন্দমুখর। চারদিকে বয়ে যায় আনন্দের বন্যা। বিবিসির জনমত সমীক্ষায় বিশ্বের সকল স্থানের বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মনোনয়নে বঙ্গবন্ধুর প্রাপ্য আসনটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হলো। আমরা জাতি হিসেবে গর্বিত। বঙ্গবন্ধুর জন্যই আজ আমরা বিশ্ব মানচিত্রে স্বীকৃত।

প্রায় ২৩ বছর ধরে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালির গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু ছিলেন পাহাড়সহ পথিকৃৎ। তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ, সেই তেজস্বী কণ্ঠস্বরটি আজো মনে হয় ঐশী কণ্ঠস্বর। একটা দেশের স্রষ্টা, যিনি সমগ্র জাতিকে একসূত্রে গাঁথতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে; তিনি তো ইতিহাসের অবিস্মরণীয় নায়ক হয়েই থাকবেন। এ নিয়ে অনেকেরই কোনো দ্বিধা ছিল না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে, যে বাড়িটি ১৯৭১ সালের অগ্নিঝরা দিনে মুক্তিকামী মানুষের ছিল প্রধান আশার প্রতীক এবং নির্দেশ স্থল সেখানে তাঁকে নির্মমভাবে ঘাতকের দল সপরিবারে হত্যা করে। ওই সভ্যতাবিরোধী, মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের পরও চক্রান্তকারীদের ঘৃণ্য কাজ থেমে থাকেনি। ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা নানাভাবে হয়েছে যা এখনো অব্যাহত। তাঁর কৃতিত্বকে মুছে ফেলার, খাটো করার সবরকম হীন প্রচেষ্টার পরও একটি ঐতিহ্যবাহী সংস্থা তথা গণমাধ্যমের জরিপ থেকে প্রমাণিত হলো যে, বাংলাভাষী মানুষ তাদের মনের মণিকোঠায় তিনি তাঁর কৃতিত্ব এবং অবদানের জন্য শীর্ষস্থানে রয়েছেন। আমরা মনে করি চক্রান্তকারীদের নির্লজ্জ ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে বাঙালি শক্ত অবস্থান নিয়েছে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে তারা কতো ঘৃণ্য কাজে সম্পৃক্ত। স্মৃতিবিনাশের অবিরাম অপচেষ্টা এবং মিথ্যার জঞ্জাল সরিয়ে বাঙালি যথাযোগ্য আসনেই বসিয়েছে রাজনীতির এই কবিকে।

জনমত সমীক্ষার শীর্ষনাম বঙ্গবন্ধুর নামটি শোনার পর অনেকের চোখই ভিজে গেছে বিষাদে নয়, আনন্দে। আমরা আশা করি মিথ্যার জাল বিস্তারকারীরা, স্ববিরোধীরা এ থেকে শিক্ষা নেবে এবং বাংলার গর্ব, বাঙালির গৌরব এবং সর্বকালের, সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকে তারা যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে নিজেদের হীনম্মন্যতা দূর করতে সক্ষম হবে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই মহান বাঙালির আদর্শকে ভোলানোর মাধ্যমে জাতিকে বিভক্ত করা এবং জাতি হিসেবে আমাদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করার হীনকাজটিও এখন বন্ধ হবে— এটিও আমাদের প্রত্যাশা। শুধু বাংলাদেশের নয়, সব বাঙালির স্বাধীনতার স্বাপ্নিক পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আবারো আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমরা তাঁর জন্যই তাঁর কাছে চিরদিন হয়ে থাকবো চিরঋণী।

ভোরের কাগজ, শুক্রবার ৩ বৈশাখ ১৪১১, ১৬ এপ্রিল ২০০৪

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু

কাগজ প্রতিবেদক

'যতোদিন রবে পদ্মা-মেঘনা-গৌরী-যমুনা বহমান, ততোদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।' নদী যেমন বহমান, চিরন্তনী— জাতির জনক বঙ্গবন্ধুও তেমনি বাঙালি জাতির কাছে অবিস্মরণীয়। এই চিরন্তন সত্য আরেকবার প্রমাণিত হলো বিবিসির শ্রোতা জরিপে। এই জরিপের ভিত্তিতে বিবিসি বাংলা সার্ভিস পহেলা বৈশাখের দিন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে অবসান ঘটেছে সকল জল্পনা-কল্পনার।

শ্রোতাদের জরিপে নির্বাচিত এই শ্রেষ্ঠতম বাঙালি শুধু বাঙালি জাতিকে মুক্তির স্বপ্নই দেখাননি, তিনি জাতিকে মুক্তি ও স্বাধীনতার পথ নির্দেশনা দিয়েছিলেন। মূলত আজকের এই বাংলাদেশ, স্বাধীন ভূ-খণ্ডটি তার যোগ্য নেতৃত্বের ফসল।

শত শত বছর ধরে এদেশের দুঃখী, শোষিত মানুষের মুখে একটু হাসি ফোটাতে কী করেননি, এই মহান নেতা? নির্যাতন, কারাবরণ শেষকালে নিজের অমূল্য জীবন। জনমত জরিপে বঙ্গবন্ধু আরেক মহান বাঙালি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ পয়েন্ট পেয়েছেন।

শ্রোতা জরিপের ভিত্তিতে ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস থেকে ২০ শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম প্রকাশ করতে থাকে বিবিসি রেডিও। এ জরিপ বাঙালিদের মাঝে বেশ আলোড়ন তোলে, আলোচিত হয়। গত মঙ্গলবার দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বিশ্বকবি নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম প্রকাশ হওয়ার পর এই কৌতূহল আরো বাড়ে। সবারই মনে প্রশ্ন, শ্রেষ্ঠ বাঙালি নিশ্চয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পহেলা বৈশাখে ভোরে উঠে বিবিসি রেডিও অন করে পাড়ায় পাড়ায় জড়ো হয়ে একাগ্রে সবাই শুনতে থাকেন এবং ভোর সাড়ে ৬টার অনুষ্ঠানে বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে বিবিসি ঘোষণা করে শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম। প্রচার করে সেই বজ্রকণ্ঠের ঘোষণা 'এরপরে আর যদি একটি গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয় তোমাদের সবার কাছে আমার অনুরোধ রইলো প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।'। এরপর আরেকটু ভূমিকা দিয়ে বঙ্গবন্ধু যে কে, তা তার কণ্ঠেই প্রচার করা হলো, 'মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ'। কবিতার মতো এই কথাগুলো প্রচার হতে হতেই রাজধানীসহ বিভিন্নস্থানে আনন্দ উৎসব শুরু হয়। যা পহেলা বৈশাখের উৎসবে অন্য এক মাত্রা যোগ করে। বিবিসির ঐ ঘোষণার পর আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠন বঙ্গবন্ধুর ছবি নিয়ে আনন্দ মিছিল বের করে। শ্রেষ্ঠ বাঙালির এই ঘোষণাটি বুধবার রমনা বটমূলে ছায়ানটের ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানেও বেশ আলোচিত হয়। যোগ হয় ভিন্নমাত্র।

কেন বঙ্গবন্ধু শ্রেষ্ঠ বাঙালি, শুধু কি স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার হিসেবে। নাকি তার চেয়ে আরো কিছুর জন্য।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে মনোনীত করেছেন সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জাপানের নাগাসাকি শহর থেকে মনিকা রশিদ বললেন, আজ আমরা বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যে যেখানে যাই করছি না কেন, তার কোনোটাই সম্ভব হতো না যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সময়টাতে না পেতাম। তিনি বাঙালি জাতিকে প্রথম বোঝাতে সক্ষম হন যে, বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, সর্বোপরি বাঙালি জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইলে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে হবে। মৃত্যুর ভয় বা ক্ষমতার লোভ কোনো কিছুই তার দৃঢ় সংগ্রামী মনোভাবকে দমিয়ে দিতে পারেনি। ২৩ বছর ধরে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালির গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন অগ্রণী এবং এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ দেন। তার ৭ মার্চের ভাষণ মন্ত্রের মতোই গোটা বাঙালি জাতিকে পৃথিবীর একটি সুপ্রশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় খালি হাতে লড়াইয়ে নামতে এবং সেই লড়াইয়ে জিততে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ঢাকার ধানমন্ডি থেকে শহীদুল হক বলেন, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের সেই কণ্ঠস্বরটিকে মনে হয়েছে একটি ঐশী কণ্ঠস্বর। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'— এই বক্তব্যটা সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ঐদিন এক করে দিয়েছিল। এটা দেশের স্রষ্টা, যিনি সমস্ত মানুষকে একসূত্রে গেঁথেছেন এমন একজন বাঙালিকে আমি অবশ্যই সেরা বাঙালি হিসেবে মনে করছি। আজকে মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচার একটা স্পৃহা আছে। আমরা যে স্বাধীন— এই উপলব্ধিটাও কিন্তু এসেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে।

বৃটেন থেকে জিনাত হুদা বললেন, বাঙালি জাতিকে ইমাজিন করার ক্ষেত্রে বহু সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ এবং সংগ্রামী অবদান রেখেছেন। কিন্তু বাঙালি জাতি যদি হয় একটি স্বপ্নের নাম, আকাঙ্ক্ষার নাম, সংগ্রামের নাম এবং সফলতা রনাম তবে তার রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আবহমানকালের শাশ্বত বাঙালির সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক স্বপ্নকে বঙ্গবন্ধু বাস্তবায়িত করেন ১৯৭১ সালের স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এই বাঙালি জাতি হিন্দুর নয়, মুসলিমের নয়— এটি হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধসহ সকলের, যার ভিত্তি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা, মেধা, ত্যাগ, অকৃত্রিম ভালবাসা এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে এই আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের আগ পর্যন্ত সংগ্রামী মানুষের নির্দেশনাস্থল ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িটি। এই বাড়ি থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করেছিল ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে। আর স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি থাকাকালে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেই বাড়িতে সেনাবাহিনীর একদল সদস্যের হাতে নিহত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে। ফলে সেই বাড়িটাই এখন বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর। বঙ্গবন্ধু ঘাতকের বুলেটে যে সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়েছিলেন সেখানে রক্তের দাগ

এখনও সংরক্ষণ করা রয়েছে। সেই সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আবদুর রহমান রমা বললেন, সকালে গুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে যায়। দেখলাম আর্মি ঢুকছে বাড়িতে। হঠাৎ বঙ্গবন্ধু দরজা খুলে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি জন্য এসেছ এখানে? আমার কাছে আসলে আমাকে নিয়ে যাও। চারদিকে আর্মি ঘিরে বঙ্গবন্ধুকে সিঁড়ির কাছে নিয়ে আসে এবং তাঁর সামনে দিয়ে গুলি করে। বঙ্গবন্ধু লুটিয়ে পড়ার পর পরবর্তী সময়ে আরেক গ্রুপ এসে বেগম মুজিবসহ তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের হত্যা করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। তাঁকে হত্যার পর সেই টুঙ্গিপাড়াতেই তাঁর মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে কবর দেয়া হয়।

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমানের দুই কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা যারা '৭৫-এর আগস্ট মাসে বিদেশে থাকার কারণে বেঁচে গেছেন তাদের মধ্যে সক্রিয় রাজনীতিতে থেকে শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

শুধু বাংলাদেশ বা বাঙালি জাতির মাঝে নয়, জাতির জনক ছিলেন বহির্বিশ্বেও সমভাবে আলোচিত। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধুকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় পর্বত দেখিনি। কিন্তু আমি শেখ মুজিবকে দেখছি।' বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পরই নিউজ উইক ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধুকে 'পোয়েট অফ পলিটিক্স হিসেবে ভূষিত করে। সাংবাদিক সিরিল ডন বলেন, 'বাংলাদেশের এক হাজার বছরের ইতিহাসে শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা, যিনি রক্তে, বর্ণে, ভাষায়, সংস্কৃতিতে ও জন্মসূত্রে পুরোদস্তুর বাঙালি। তার শারীরিক গঠন তেজোদ্দীপ্ত। তার কণ্ঠ বজ্র নির্ঘোষ। তার মন্ত্রমুগ্ধ ক্যারিশমায় জনগণ মোহবিষ্ট হয়েছে দ্রুত।'

ব্রিটিশ মানবতাবাদী নেতা লর্ড কেনার ব্রকওয়ের মন্তব্য হচ্ছে 'শেখ মুজিব এক অর্থে জর্জ ওয়াশিংটন, মহাত্মা গান্ধী ও ভ্যালেরার চেয়েও মহান নেতা'। মিসরের বিখ্যাত সাংবাদিক হাসনান হাইকেল বঙ্গবন্ধুকে মূল্যায়ন করেছিলেন এই বলে, 'শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের নন, তিনি সব বাঙালির স্বাধীনতার স্বাপ্নিক।'

ভোরের কাগজ, শুক্রবার ৩ বৈশাখ ১৪১১, ১৬ এপ্রিল ২০০৪

কাল আজ কাল

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং আমরা

আবদুল বায়েস

নিন্দুকের মুখে ছাই দিয়ে এবং ইতিহাস বিকৃতির প্রচেষ্টার প্রতি চরম ঘৃণা প্রকাশ করে এপার এবং ওপার বাংলার মানুষ রায় দিয়েছে, এ যাবৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হচ্ছেন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের রূপকার এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমান। এ যেন দেশবাসীকে দেওয়া বিবিসির নববর্ষের শুভেচ্ছা উপহার। বিবিসি কর্তৃক পরিচালিত জরিপটির ফলাফল তেমন অপ্রত্যাশিত কিছু নয় বলে আমাদের ধারণা। সারা পৃথিবীর মানুষ জানে, বিশেষত '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার মানুষরা, যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সেই সময়কার দলিলে স্পষ্টতই বহুবার বঙ্গবন্ধুর নামটি এসেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় সে সময়কার অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সারাটি জীবন বাঙালির স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ এ ব্যক্তি তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েও অভীষ্ট লক্ষ থেকে কখনো বিচ্যুত হননি। সর্বশেষ বিবিসির শ্রোতা জরিপ প্রমাণ করলো ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতেই চলে। ইতিহাসের বাঁক কেউ ক্ষমতার জোরে কিংবা অন্ধমোহে ঘুরাতে পারে না। আরো প্রমাণ করলো বোধহয়, যারা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে অন্যদের এক করে দেখতে চায় তারা কোনো এক সময়ে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়েই নিক্ষিপ্ত হবে।

দুই.

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের উপাচার্য প্রয়াত ড. এনামুল হক বঙ্গবন্ধুকে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে অভিহিত করতেন। কোনো রাখঢাক ছিল না তাঁর কথায়। সে সময় তাঁর এ মন্তব্যকে ঘিরে সমালোচনার অন্ত ছিল না। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর অনেকেই তার প্রতি তীর্যক সমালোচনা ছুঁড়েছে। তাঁকে দালাল বলে আখ্যায়িত করেছে এবং পারতপক্ষে তাঁর কাছে এমনকি তাঁর এককালীন কাছের লোকরাও ভিড়তে সাহস পেতো না। অথচ আজ প্রমাণিত হলো ড. এনামুল হক সত্যি কথাই বলে গেছেন।

তিন.

লক্ষণীয় বিষয়, শ্রোতাদের রায়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন কালজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় অবস্থানে আছেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। চ্যানেল আইয়ের সংবাদ পাঠক যখন বিবিসির কর্মকর্তাদের পয়েন্টের ব্যবধানের কথা জিজ্ঞেস করলেন তখন উত্তর এলো ঃ অনেক অনেক পয়েন্টের ব্যবধান। অর্থাৎ শ্রোতারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এমনকি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়েও অনেক পয়েন্টে এগিয়ে রেখেছেন। মানেটা যেন এই যে, কেউই বঙ্গবন্ধুর ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। জরিপের ফলাফলে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অবস্থান শেষের দিকে। আমরাও মনে করি ক্রমানুসারে ২০ জনই শ্রেষ্ঠ বাঙালি, তবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাঙালি জাতিকে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন— জীবন দিয়েছেন এ দেশের মানুষের জন্য। তাঁকে হত্যা করা হয় ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে। আর এ হত্যাকে সমর্থন করে কুরুচি ও ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তৃতা-বিবৃতি দেওয়ার মতো বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাও কম নয়। সাফারি রাজনীতিবিদ তো ছিলই। এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ও রাজনীতিবিদের মধ্যে চরম ডান যেমন আছে, তেমনি আছে চরম বাম।

এমনতরো ডান আর বামের চিন্তাকে ভুল প্রমাণ করে বিবিসির জরিপের ফলাফল যেন বাঙালির জন্য এক সুসংবাদ বয়ে আনলো।

চার.

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার কোনো একটি হলের নামকরণ করার প্রস্তাব এলো। তৎকালীন প্রশাসন এবং তার তল্পিবাহকরা বঙ্গবন্ধুর নামে হল করতে রাজি হয়নি। কারণ তাদের মতে নাকি এ দেশের অবিসংবাদিত নেতা মওলানা ভাসানী। মওলানা ভাসানীর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সততা ও দেশপ্রেম নিয়ে কারো সন্দেহ থাকার অবকাশ আছে বলে আমরা মনে করি না। তাঁর নামে কোনো হল হলেও আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু যেখানে এ দেশের একজন খ্যাতিমান রাজনীতিবিদের নামে হল নামকরণ করার প্রস্তাব এলো তখন স্বভাবতই প্রথম নামটি হওয়া উচিত ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তারপর আসবে অন্য নাম। অবশ্য পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের কার্যকালে আমরা বাংলাদেশের বৃহত্তম ছাত্রাবাসের নামকরণ করেছিলাম বাঙালি জাতির প্রয়াত পথিকৃত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে।

পাঁচ.

অথচ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এ বাঙালিকে ঘিরে কতোই না বিতর্ক। এ দেশের স্বাধীনতা নাকি এসেছে কোনো এক মেজরের তেলের ড্রামের ওপর দাঁড়িয়ে দেওয়া এক ঘোষণা থেকে। স্বাধীনতা সংগ্রাম নাকি শুরু হয়েছিল ওই ঘোষণার পর থেকে। এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা নাকি প্রশ্নসাপেক্ষ। মন ও মানসিকতা কতোটুকু নিচে নামলে, প্রতিহিংসার রাজনীতি কতোগুণ বৃদ্ধি পেলে ইতিহাস বিকৃতি ঘটতে পারে এ ধরনের বক্তব্য থেকেই তার প্রমাণ মেলে। বিবিসির শ্রোতা জরিপের ফলাফল শুনেও যদি এ ধরনের লোকদের বিবেক জাগ্রত না হয় তাহলে তো কবিগুরুর সেই বাক্যটিই বলতে হয়— '... রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি।'

ছয়.

বিবিসি শ্রোতা জরিপের ফলাফল সরকারের বিবেচনার দাবি রাখে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিবিসি কোনো রাজনৈতিক দলের মিডিয়া নয়। এটার মালিকও বাংলাদেশের কেউ নয়। এর শ্রোতারা এপার ও ওপার বাংলার কোটি কোটি নিরপেক্ষ জনসাধারণ। এই কোটি কোটি জনতার মধ্য থেকে বলা হয়েছে বাঙালির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই সূত্রে সব অফিস-আদালতে, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবিই থাকা উচিত বলে জনগণ মনে করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রতিবেশী দেশ ভারতে যে দলই ক্ষমতায় আসুক নেহরু আর গান্ধীর ছবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কোনো কার্পণ্য করে না। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশে এ বিষয়টি নিয়ে অমনতর পদক্ষেপ প্রত্যক্ষ করা যায়নি। যাক সে কথা। তো যদি প্রয়োজন হয় তার ছবির নিচে সরকার কিংবা রাষ্ট্র প্রধানের ছবি

থাকতে পারে। সরকার যদি এ রায়কে জনগণের রায় হিসেবে মেনে নেয় সেটা হবে শুভবুদ্ধির নিদর্শন। সেটা হবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ। সেটা হবে একটা নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে প্রত্যাশিত একটা কিছু। আর অন্যথা মানে ইতিহাসকে অস্বীকার করা, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো। ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, যারা ইতিহাস বিকৃত করতে উঠেপড়ে লাগে, একদিন ইতিহাসের আঁস্তাকুড়েই তারা নিক্ষিপ্ত হয়।

সাত.

আমার সহকর্মী নূরুল আলম জানালেন, তার বিভাগের কোনো এক অধ্যাপক নাকি খুশি হতেন যদি কাজী নজরুল ইসলামকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বিবিসির শ্রোতারা বিবেচনা করতো। এই অধ্যাপকটি হয়তো বা জানেন না যে, বিদ্রোহী কবিকে এ দেশে প্রথম নিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কবি নজরুলের জন্য এ দেশে স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থাও করেছিলেন তিনি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হতে হলে বিশেষ কিছু গুণাবলী অবশ্যই থাকতে হবে। নোবেল পুরস্কার পাওয়া বাঙালি শ্রেষ্ঠ বাঙালির অন্যতম এখন হতে পারেন, একজন কবি কিংবা গায়কও তেমনি। কিন্তু যিনি জীবন ত্যাগ করলেন কেবল বাঙালিদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে, সারাজীবন লড়েছেন বাঙালির মুক্তির জন্য তারচেয়ে বড়োমাপের বাঙালি আর কে হতে পারে? জয়তু শেখ মুজিবুর রহমান।

আট.

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এ বাঙালির সৃষ্ট বাংলাদেশ আজ যেন এক বধ্যভূমি। খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, টুকরো টুকরো লাশ যেন নিত্যদিনের ঘটনা। এখানে সুবাতাস নেই, সংস্কৃতি নেই, সুস্থ রাজনীতি নেই। ৩০ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এ দেশ আজ পৃথিবীতে নিন্দিত একটা দেশ। মৌলবাদীদের আস্ফালন চারদিকে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অবলুপ্ত। অথচ বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন একটা ধর্ম নিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো। যেখানে আইনের শাসন থাকবে, থাকবে মানুষের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা এবং প্রতিষ্ঠিত হবে সোনার বাংলা। বিবিসি পরিচালিত শ্রোতা জরিপের ফলাফলে যখন বেরিয়ে এলো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তখন যেন কানে শুনি সেই অমোঘ বাণী ঃ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' হে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, তুমি তো জানো না আমরা কেমন এক অন্ধকারে আছি। তোমার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন দেশে আমরা যেন অনেকটাই পরাধীন নাগরিক। তুমি আমাদের এ ব্যর্থতা, অক্ষমতা ক্ষমার চোখে দেখো। কে বলে তুমি নেই? তুমি আছো বাঙালির হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আসনে। তাইতো কবি বলেছেন, 'যতকাল রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরী, যমুনা বহমান, ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।'

আবদুল বায়েস ঃ অর্থনীতিবিদ, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ,
জাহাঙ্গীনর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে

ভোরের কাগজ, শুক্রবার ৩ বৈশাখ ১৪১১, ১৬ এপ্রিল ২০০৪
মন্তব্য প্রতিবেদন

বাঙালির মন ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

মুনতাসীর মামুন

বিবিসি বাংলা বিভাগের শ্রোতাদের ভোটে নির্বাচিত ২০ জন শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকা প্রকাশ করেছে। গত বিশ দিনের কাউন্ট ডাউনে প্রথমে মানুষজন তেমন আগ্রহ দেখায়নি। কিন্তু সপ্তাহখানেক যেতে না যেতে খবরের কাগজের পাঠক ও বিবিসির শ্রোতারা আগ্রহী হয়ে ওঠে। দশ নম্বর পেরুতেই এরপর কার নাম আসবে সে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। নববর্ষের একদিন আগে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দু'নম্বরে আছেন। তখন আর কারো মনে সন্দেহ থাকেনি যে, বাঙালির প্রিয় উৎসব, পহেলা বৈশাখে, নববর্ষের দিন প্রচারিত হবে 'পোয়েট অফ পলিটিক্স' বা রাজনীতির কবি, বাংলাদেশের স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। এবং তাই হলো বুধবার।

২০ জন সেরা বাঙালির তালিকাটি দেখে আমি কেন অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। অধিকাংশের নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভুল করেননি ভোটাররা। এটা কীভাবে সম্ভব হলো? কেন এ প্রশ্ন, তা আলোচনা করছি।

আজকের বাংলাদেশের, যেখানে ঘোর অমাবস্যা ডেকে এনেছে যুদ্ধাপরাধী জামাতি এবং বিএনপি সরকার। সেখানে এ ধরনের শুদ্ধ তালিকা বিস্ময়কর। গত নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের প্রায় অর্ধেক 'ভোট' পেয়ে জামাতী-বিএনপিরা সরকার গঠন করেছে। এদের ধ্যান-ধারণা মধ্যযুগীয়, এক ধরনের অসহিষ্ণু ইসলামের তারা প্রবক্তা এবং ধর্মকে ব্যবসা হিসেবে দেখতে উৎসাহী; এরা বক্তৃতা-বিবৃতিতে চরম ভারতবিদ্বেষী কিন্তু ভারতকে দেশের স্বার্থের বিনিময়ে সব ধরনের সুযোগ দিয়েছে। এরা প্রবলভাবে পাকিস্তানি, তার উদাহরণ যুদ্ধাপরাধী একজনকে ইসলামি সংস্থার মহাসচিব পদে মনোনয়ন দান। শুধু তাই নয়, অনুমিত যে, ধর্মান্ধ, সুবিধাবাদী প্রতারক, লুটেরা, সন্ত্রাসী, সাম্প্রদায়িক, অস্ত্র চোরাকারবারি, ঋণখেলাপিরা এদের প্রধান শক্তি। ধর্মান্ধ ও ধর্মব্যবসায়ী এ কারণে যে, গত তিন বছরে যেসব মৌলবাদী হামলা হয়েছে তার প্রতিটি জামাতের সঙ্গে যুক্ত সে কারণে কোনো অপরাধীর গ্রেপ্তার বা বিচার হয়নি। এরা বুদ্ধিজীবী হত্যার প্ররোচনা জোগায় ১৯৭১ সালের মতো। এবং এই প্রথম বাংলাদেশ পৃথিবীতে চিহ্নিত হয়েছে ভয়ংকর মৌলবাদী এক দেশ হিসেবে। গত কয়েক বছরে ৪/৫টি বড়ো ধরনের অস্ত্র চোরাচালান হয়েছে এবং কেউ ধরা পড়েনি। এতো দুর্নীতি আগে আর কেউ দেখেনি। মন্ত্রী, মন্ত্রীপুত্র থেকে সাধারণ ক্যাডার পর্যন্ত চুরি-লুটের এক মহাউৎসবে মেতেছে। বাঙালির যা অহঙ্কার তারা তা গুঁড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা জাতীয় সঙ্গীত এখন আর কোনো জাতীয় ফাংশনে গাওয়া হয় না বরং ২৬ মার্চের সেনাপ্যারেডে বাজে উর্দিধারীদের প্রিয় 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ'। এ দেশের স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে যতো পারা যায় হেনস্থা করতে তারা ছাড়েনি। অশালীনভাবে তারা তাঁর ছবি নামিয়েছে, তাঁর নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানের নাম বদলেছে আর সেখানে উর্দিপরা লোকের জয়গান গেয়েছে। এ কারণে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বদলে শুধু

ইতিহাস বিকৃতকারী নয়, ইতিহাস চোর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সর্বশেষ, এই যে বুধবার দেশজুড়ে পহেলা বৈশাখ নববর্ষ পালিত হলো, তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি ও মুক্তিযোদ্ধাদের 'গাদ্দার' হিসেবে অভিহিতকারী বায়তুল মোকাররমের খতিব ফতোয়া দিয়েছিলেন পহেলা বৈশাখ পালন করা যাবে না, এটি নাজায়েজ।

দেশের এ অবস্থা সমর্থন করছে প্রায় অর্ধেক মানুষ যারা জামাতি-বিএনপির অনুসারী। এদের মধ্যে স্যুটপরা 'ভদ্রলোক' ও সুবেশী 'ভদ্রমহিলা' থেকে বস্তিতে বসবাসকারী নিম্ন বর্ণের মানুষজনও আছে। এরা আওয়ামী লীগার ও হিন্দুদের ওপর চরম নির্যাতন চালিয়েছে ও সমর্থন করেছেন। এরা প্রতিদিনের সন্ত্রাস ও ধর্ষণের সমর্থক। এবং বাকি ৫ ভাগ মানুষ অবলোকন করেছে, প্রতিবাদ করেনি বা নিরপেক্ষ থেকেছে যা ওই পক্ষকে সমর্থন মাত্র। আপনাদের কি মনে পড়ে বিএনপি-জামাতি ক্যাডাররা যখন দল বেঁধে এক কিশোরীকে ধর্ষণ করতে যায় তখন তার মা হাতজোড় করে বলেছিল, বাবারা আপনারা একজন একজন করে আসেন, আমার মেয়েটা ছোট।

এই বাঙালিদের নিয়ে আশাবাদের কী আছে যারা নিজেদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাটিকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে। ইতোমধ্যে 'টাইম' পত্রিকা রায় দিয়েছে, বাংলাদেশ একটি অকার্যকর রাষ্ট্র ও লজ্জার স্থান। সে জন্য বলেছিলাম, বিবিসির এ তালিকা সবাইকে বিস্মিত করেছে। ওপরের যে আলোচনা যা বাস্তব তার সঙ্গে এ তালিকা মেলানো যায় না। বাঙালির মন কি এরকম? অবশ্য এ বৈপরীত্য আবার তুলে ধরে বাঙালির মৌলিক চরিত্র যার উল্লেখ ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদরা করেছেন। এবং এটিও প্রমাণ করে বাংলাদেশ সব সম্ভবের দেশ।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বিবিসির জরিপ পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন জাগে। তালিকাটি দেখে মনে হয়, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও প্রবাসী বাঙালিরা অংশ নিয়েছিলেন এবং এ ভূ-খণ্ডের মানুষের সংখ্যাই বেশি। বিবিসি যদি জানায়, যারা ভোট দিয়েছেন তাদের কতো ভাগ বাংলাদেশের, কতো ভাগ ভারত বা বাইরের তা হলে জরিপটি সম্পর্কে আরো স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে। কারণ বর্তমান বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রোতারা এ ধরনের নির্বাচন করবে তা বিশ্বাস করা কঠিন যেখানে রোল মডেল জেনারেল জিয়া বা ব্যা-না-হুদা, সিএনজি, বা তারেক রহমান বা খালেদা জিয়া। কিন্তু বিবিসির জরিপও তো বাস্তব। তাহলে যে বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কথা আমরা বলি তা অবিভাজ্য এবং এতো শক্তিশালী যে, বাঙালির পক্ষে সেখান থেকে সরে আসা মুশকিল। বাঙালি থেকে বাংলাদেশী হওয়াটা কি ক্রান্তিকালীন ব্যাপার মাত্র বা নিছক ব্যক্তিস্বার্থের জন্য? ১৯৪৭-৭১ বাঙালির ইতিহাসের পর্ব বা তার রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া বা ঐতিহ্য তা থেকেও বাঙালি কতোটা সরে যেতে পারে?

বিবিসির তালিকা বিশ্লেষণ করে বাঙালি মন ও মননের হদিস পাওয়া যেতে পারে। তালিকার বিশজনের মধ্যে তিতুমীরকে ধরলে ৭ জন রাজনীতিবিদ-এরা হলেন, সোহরাওয়ার্দী, জিয়া, ভাসানী, সুভাষচন্দ্র, ফজলুল হক, শেখ মুজিব। ধর্মের সঙ্গে যুক্ত দু'জন— অতীশ দীপংকর ও স্বামী বিবেকানন্দ। বাকি ১১ জন যুক্ত শিক্ষা-

সংস্কৃতি, মননচর্চার সঙ্গে। এতে প্রমাণিত হয় যে, একটি জাতিকে তুলে ধরে জ্ঞান বা জ্ঞানের চর্চা এবং যারা এর সঙ্গে জড়িত তারা বিশেষভাবে সমাদৃত বাঙালি মানসে। শুধু তাই নয়, আমরা যা পড়ি বাল্যকালে তা আমাদের মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলে। তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের অধিকাংশের কথা পড়েছি আমরা পাঠ্য বইয়ে। পরে হয়তো ইতিহাসে নাম পেয়েছি। বর্তমানে গণমাধ্যমের কারণেও অনেকের নাম আদৃত। তালিকায় তার প্রতিফলনও দেখেছি।

ষোড়শতম স্থানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নাম আমাকে চমকে দিয়েছে। বাঙালি তাহলে ছোটখাটো এই ধার্মিক মানুষটিকে ভোলেনি? পাঠ্য বইয়ে তার পরিচিতি বহু ভাষাবিদ। কিন্তু তার অন্যতম অবদান মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম। পরম ধার্মিক ড. শহীদুল্লাহ মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে বলেছিলেন। টিকি, পৈতা বা টুপি, দাড়ি দেখে নয়। চতুর্দশতম স্থানে আছেন অমর্ত্য সেন। বিশ্বে যখন বাঙালির প্রতিনিধি কেউ নেই তখন অমর্ত্য সেন নোবেল প্রাইজ পেলেন, যেন বাঙালির গর্ব ফিরিয়ে দিলেন। মিডিয়ায় তিনি এবং সত্যজিৎ রায় (ত্রয়োদশ) যেভাবে আলোচিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন তাও মানুষের মতে রেখাপাত করেছে। এবং দু'জনই বহির্বিশ্বে বাঙালি ও যে কিছু করতে পারে তার প্রমাণ রেখেছেন যা বাঙালির বুক স্ফীত করেছে। দ্বাদশতম স্থানে লালন আসবেন, কেউ কি ভেবেছে? মরমিয়াবাদের প্রতি বাঙালির আকর্ষণ তা হলে মরে যায়নি। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার সঙ্গে আমাদের ছোটবেলায়ও পরিচিত হতে হয়েছে। তার মাপের অনেক বাঙালি ছিলেন। কিন্তু আমরা এক সময় জেনেছি তিতুমীর সংগ্রামের প্রতীক। রাজা রাম মোহন রায় (দশম ও বিদ্যাসাগর অষ্টম) আজীবন হিন্দু ধর্মের কলুষের বিরুদ্ধে লড়েছেন। রাম মোহন বাংলা গদ্যের জনক, যে গদ্যকে বিকশিত করেছিলেন বিদ্যাসাগর। এক শতক বাংলার শিশুরা 'বোধোদয়' পড়ে বড়ো হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, ওই সময়ে নারীকে মর্যাদার আসন দিতে তাদের চেয়ে বেশি সংগ্রাম আর কেউ করেননি। জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথের পর প্রথম বাঙালি যিনি বহির্বিশ্বের বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসুর নামও যে তালিকায় আসতে পারে কেউ ভাবেননি। তালিকায় একমাত্র মহিলা ষষ্ঠ স্থানে বেগম রোকেয়া যিনি বাঙালি নারীকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসেছিলেন। এ ভূ-খণ্ডে বেগম রোকেয়া নারীমুক্তির প্রতীক। তিনি তালিকায় থাকবেন তা যেন ছিল অবধারিত।

রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ছাড়া বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোচনা অসম্ভব। সবাই জানতেন তালিকায় তারা থাকবেন, আগে-পিছে। সেই চল্লিশের দশকে নজরুল বাঙালি ও বাংলাদেশের কথা লিখেছেন। তার নামের আগে বিদ্রোহী কবি এই অভিধা না থাকলে যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

যে সব রাজনীতিবিদের কথা এসেছে তাদের সমসাময়িক অনেক রাজনৈতিক নেতা ছিলেন যারা তাদের সময় তালিকায় আছেন তাদের চেয়ে কম খ্যাতিমান ছিলেন না। এ মুহূর্তে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কথা মনে আসছে। তালিকা আরো বিস্মৃত হলে হয়তো তাদের নামও আসবে। রাজনীতিবিদদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও

সোহরাওয়ার্দী ছাড়া বাকি সবাই এ ভূ-খণ্ডের। ফজলুল হক বা শেরে বাংলার স্মৃতি বাংলাদেশের কৃষকদের সন্তানদের স্মৃতিতে থাকবেই। তিনি সংখাগরিষ্ঠ কৃষকদের ঋণের দায় থেকে মুক্ত করেছিলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্তির প্রস্তাব করে। বাংলার মুসলমানদের শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রেও তার অবদান অসীম। তিনি কতো অসামান্য ছিলেন তা বোঝা যাবে বরিশালের এক গণ্ডগ্রাম থেকে এসে, মুসলমান সম্প্রদায়ের হয়েও তিনি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন। সুভাষ চন্দ্রের প্রতি বাঙালির ভালোবাসা অন্যকরম, রোমান্টিক, বীর হিসেবে তিনি পূজ্য। গরিবরা মওলানা ভাসানীকে (নবম) ভুলবে কীভাবে? তার নামই তো মজলুম জননেতা। তালিকায় উল্লিখিত রাজনীতিবিদদের মধ্যে দু'জনকে ব্যতিক্রম মনে হয়েছে। একজন সোহরাওয়ার্দী ও অন্যজন জিয়াউর রহমান। সোহরাওয়ার্দী বাঙালি নন যদিও এক সময় আলাদা বাংলা রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেছিলেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু তাকে গুরু মানতেন, যে জন্যই হয়তো অনেকের ধারণা তিনি বাঙালি। জেনারেল জিয়া যখন বঙ্গবন্ধু বেঁচে ছিলেন তখন নিজেকে বাঙালি বলতেন, বঙ্গবন্ধু চলে যাওয়ার পর নিজেকে বাংলাদেশী হিসেবে চিহ্নিত করেন। যিনি নিজেকে বাঙালি বলতে লজ্জিত হতেন তাকে জোর করে বিবিসি তালিকায় কেন আনলো সেটি একটি প্রশ্ন থেকে যাবে। বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র তার আমল থেকেই শুরু এবং স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে হয় তার আবির্ভাব। গত তিন দশক পাঠ্য বই, প্রচারযন্ত্রে এ কথাই প্রচার করা হয়েছে। দু'বছর আগে এ কারণে পাঠ্য বইয়েরই বদল হয়েছে। তাই গত তিনদশকে যারা বড়ো হয়েছেন তাদের কাছে জিয়াউর রহমান সেভাবে আবির্ভূত হয়েছেন। হয়তো তার নাম তালিকায় আনার জন্য অর্গানাইজড ভোটিংও হয়েছে। কে জানে? কিন্তু নববর্ষের ঘোষণায় তো পরিষ্কার হয়ে গেলো ব্যাপারটি কতো বড়ো প্রতারণা। জিয়াউর রহমান যেভাবে ছিলেন সেভাবে থাকলে আজ আরো সম্মানিত হতেন। বিবিসির এই তালিকা এই শিক্ষাই দেয় ইতিহাসে মাস্তানি চলে না, ইতিহাসে নাম উঠানোর জন্য শর্টকাট কোনো রাস্তা নেই।

তালিকায় যাদের নাম এসেছে তাদের জীবন বিশ্লেষণ করলে কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। হয়তো এটিই বাঙালিত্বের নির্যাস। সেগুলো হলো—

১. এরা প্রায় সবাই মনেপ্রাণে জীবনযাপনে ছিলেন বাঙালি।

২. তারা বাংলা ভাষার আজীবন শুধু চর্চা করেননি, এর প্রসারে কাজও করেছেন এবং বিজাতীয় ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সংগ্রাম করেছেন, মৃত্যুবরণও করেছেন। যে জন্য পঞ্চদশ স্থানে নাম এসেছে যৌথভাবে ভাষা শহীদদের যা অভূতপূর্ব।

৩. এদের প্রত্যেকে বিদ্যমান সমাজ, ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন।

৪. এরা প্রায় সবাই নিপীড়িত মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। নিয়ত তাদের কথা মনে রেখেছেন।

৫. এরা কেউ ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেননি বরং ধর্মের কলুষ, বাড়াবাড়ি দূর করতে চেয়েছেন। বিবেকানন্দ বা অতীশ দীপংকর প্রচারক ছিলেন, কিন্তু মানবতার কথা বলেছেন। জিয়াউর রহমান ছাড়া এরা কেউ সাম্প্রদায়িক ছিলেন না বা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেননি। এবং আশ্চর্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশে কোনো মুসলমান ধর্মগুরু ভোট পাননি, পেয়েছেন মরমিয়া সাধক লালন।

৬. এদের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন করতে চেয়েছেন এবং ধর্মের আগে মানুষকে বিচার করেছেন।

৭. এরা সবাই ছিলেন সাহসী।

৮. এদের অধিকাংশ যুক্ত শিক্ষা, সংস্কৃতির সঙ্গে। এদের অধিকাংশ এ বঙ্গের কিন্তু জীবন ও কর্মের শুরু অবিভক্ত বাংলায়। এটি বাঙালির জীবন সংস্কৃতির অভিভাজ্যতা তুলে ধরে। এবং আরো তুলে ধরে বাঙালি তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে অধিক গুরুত্ব দেয় এবং লালন করে।

৯. এদের অধিকাংশ বাঙালির মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। দেখা যাচ্ছে, উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য যাদের আছে বাঙালি তাদের ভালোবাসে, তাদেরই মনে রেখেছে এবং তাদেরই রোল মডেল মনে করে। অবশ্যই এ কথাও বলা চলে বাঙালি মৃতদেরই শ্রদ্ধা করে বেশি। জীবিত থাকাকালীন এদের অধিকাংশই পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়েছেন। তবে বাঙালির মনে তিনিই আসন গেড়ে আছেন যিনি সাহসী, লক্ষ্যে স্থির, মানবতাবাদী, নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামী। এখন প্রশ্ন, সে বাঙালি কেন আজ ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি সহ্য করছে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে, বঙ্গবন্ধুকে পদদলন বা জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননার বিরুদ্ধে নিশ্চুপ। এ প্রশ্ন দিয়েই এ প্রতিবেদন শুরু করেছিলাম।

হ্যাঁ, আজ এ দেশের মানুষের একটা বড়ো অংশ বাঙালিত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে বিএনপি আর জামাতকে প্রতিভূ করে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো সত্যি সমগ্র বাঙালি জাতি (বিশ্বের) কতোগুলো মৌলিক গুণাবলী শ্রদ্ধাও করছে। তাদের রক্তে জেনারেশনের পর জেনারেশন সেই ইতিহাস-ঐতিহ্য খেলা করছে, এমনকি বিএনপি-জামাত করলেও মাঝে মাঝে হয়তো সেই দোলা সে অনুভব করে।

আগেও বলেছি, আজো বলছি, বর্তমানে জোট ও জোট সমর্থকদের মনে হতে পরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সৃষ্টি করে 'অপরাধ' করেছিলেন। এ জন্য তাঁকে যতো হেনস্থা করা দরকার করতে পারে। এ প্রজন্ম জানে না, ফিদেল ক্যাস্ট্রো প্রথম সাক্ষাতে বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন 'আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু আপনাকে দেখেছি।' হাসনান হেইকেল লিখেছিলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের নন, তিনি সব বাঙালির স্বাধীনতার স্বাপ্নিক।' বাঙালি জাতির একটা বড়ো অংশ শুধু তাই-ই মনে করে না, এ জন্য সে গর্বিত এবং ভবিষ্যতেও গর্ববোধ করবে। আজ রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতীয় কবি নন, তার জাতীয় সঙ্গীত আজ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় না এবং বাংলা ভাষাকে দমনের জন্য অনেকেই প্রস্তুত। কিন্তু বাঙালি, শুধু বাঙালি যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক দু'জন বাঙালির নাম জনমানসে ভাস্বর হয়ে থাকবে।

একজন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একজন বাংলাভাষার, সংস্কৃতির আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন যার গান শুধু আমাদের জাতীয় সঙ্গীতই নয়, সুখ-দুঃখের সাথী; অন্যজন বাঙালির অনেক বছরের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। আমাদের দিয়েছিলেন একটি ঠিকানা।
বিবিসির জরিপ সেই শুদ্ধ বাঙালির মনকেই তুলে ধরেছে মাত্র।

ভোরের কাগজ, শনিবার ৪ বৈশাখ ১৪১১, ১৭ এপ্রিল ২০০৪
আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী'র কলাম কাছে দূরে
তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি

বিবিসি রেডিও কর্তৃক পরিচালিত জনমত সমীক্ষায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির নামের তালিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শীর্ষ আসন লাভের কথা ঘোষিত হওয়ার পর গতকাল (১৪ এপ্রিল বুধবার) লন্ডনের ইস্ট এন্ডে একটি আনন্দোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। আমি যেতে পারিনি। আমাকে ছুটতে হয়েছিল বার্মিংহাম শহরে। সেখানে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের বার্মিংহাম শাখার এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়েছিল। সেখানেও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম গণ-ম্যান্ডেট পাওয়ায় মিষ্টান্ন বিতরণ হয়েছিল। লক্ষ করেছি, ইদানিং লন্ডনে এবং বৃটেনের অন্যান্য শহরেও যুবলীগ ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করছে। বাঙালি যুব সমাজের একটা বড় অংশ যুবলীগের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। এটা আশার কথা, বেশ কয়েক বছর ধরেই আমার মনে হচ্ছিল দেশে এবং বিদেশেও বাঙালির নতুন প্রজন্মের সঙ্গে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ প্রভৃতি সংগঠনের যেন একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। বর্তমানে এই দূরত্ব বা গ্যাপ যে কমে আসছে, এটাই আমার কাছে একটা বড় সুলক্ষণ বলে মনে হয়।

বার্মিংহাম শহরের অদূরে ট্যামওয়ার্থ (Tamworth) নামে আরেকটি শহর। এই শহরেরই কাছে ফ্যাজেলি (Fazeley) নামে একটি গ্রাম। এই গ্রামে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যুবলীগের এক তরুণ কর্মীর রেস্টুরেন্টে চমৎকার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম গ্রাম ফ্যাজেলি। বিকেলের পড়ন্ত রোদে গ্রামটাকে অদ্ভুত মায়াময় মনে হচ্ছিল। চারদিকের পরিবেশ বাংলাদেশে ফেলে আসা আমার সেই শৈশব ও কৈশোরের গ্রামের মতো। ইংল্যান্ডের গ্রাম অনেক উন্নত এই যা! তবে গ্রামীণ আমেজ একই ধরনের। লোকজনের চলাচল ও জীবনযাত্রাও দ্রুত নয়, গ্রামের মতোই মন্থর।

আমি নানা সভা-সমিতির ডাকে ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ প্রায়শ চষে বেড়াই। আর এখন তো রোজই ফ্যাক্স, টেলিফোন, ই-মেইল, ইন্টারনেটের কল্যাণে যোগাযোগ ঘটে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সুদূরবর্তী শহরগুলোর সঙ্গেও। আগে যারা যোগাযোগ করতেন, তারা কমবেশি আমার বয়সী লোক বঙ্গবন্ধুকে যারা দেখেছেন; অথবা তার রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে অবহিত আছেন। কিন্তু এখন অনেক নতুন নতুন কণ্ঠ টেলিফোনে বেড়ে ওঠে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া বা আফ্রিকায় এমন সব স্থান থেকে তারা টেলিফোন করেন, যেসব স্থানের নাম হয়তো

আমি ভূগোলের বইতেও পড়িনি। দেখা দূরের কথা। এসব স্থান থেকে রোজ টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল আসে। পাঠায় তরুণ প্রজন্মের বাঙালিরা। নানা প্রশ্ন করে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে, বাংলাদেশ সম্পর্কে, বাংলাদেশের বর্তমান সমস্যা ও সঙ্কট সম্পর্কে। আমি একথা ভেবে গর্বিত হই, বাংলাদেশের বাঙালি আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করে বিস্মিত হয়েছি। এই বিদেশেও (হয়তো স্বদেশেও) তরুণ প্রজন্মের বাঙালিদের অনেকেই এখনো আওয়ামী লীগ সম্পর্কে ক্রিটিক্যাল; কিন্তু বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে নয়। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের ওপর 'পলাশি থেকে ধানমন্ডি' নাম দিয়ে যে নাটকটি লিখেছি, সম্প্রতি লন্ডনে সেটি মঞ্চস্থ করতে গিয়েও বাঙালি কম্যুনিটির তরুণ এবং নবীস অভিনয়-শিল্পীদের কাছ থেকেই বেশি সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি। লন্ডনের বাংলাদেশ দূতাবাস নেপথ্যে বসে যে কলকাঠি নেড়েছে, তাতে কয়েকজন নামী অভিনয়-শিল্পী নানা অজুহাতে নাটকটিতে অভিনয় করতে এসেও সরে গেছেন। কিন্তু তরুণরা নানা হুমকি ও প্রলোভনের মধ্যেও নড়েননি। শিশু রাসেলের ভূমিকায় যে ছেলেটির অভিনয় করার কথা ছিল, নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার আগের দিন সে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনজন বাঙালি মা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে অফার দেন, আমার ছেলেটিকে রাসেলের ভূমিকায় অভিনয় করতে দিন। তাদের মধ্যে একজনকে আমরা বেছে নিয়েছিলাম।

আজ (বৃহস্পতিবার ১৫ এপ্রিল) সকালে ঘুম থেকে ওঠেই 'ভোরের কাগজ'র জন্য লিখতে বসেছি, এমন সময় সুদূর অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহর থেকে টেলিফোন। অবশ্য কোনো তরুণ সিডনি থেকে টেলিফোন করেননি। করেছেন সিডিনির বঙ্গবন্ধু পরিষদের (রাজ্জাক গ্রুপ) সভাপতি আবদুর রাজ্জাক। গত ১০ জানুয়ারি শনিবার সিডনিতে বঙ্গবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে বৈশাখিমেলা হয়েছে। গত বারো বছর ধরে তারা এই মেলাটির অনুষ্ঠান করে আসছেন। এবার এই মেলার গানের অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে লন্ডন থেকে গেছেন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী হিমাংশু গোস্বামী। বঙ্গবন্ধুর ওপর লেখা আমার একটি গানে হিমাংশু সুরারোপ করেছেন। গানটির প্রথম দুটি লাইন হলো— 'বঙ্গবন্ধু আবার যখন ফিরবেন/পদ্মাপারে নৌকা করে ভিড়বেন।' গানটি তিনি সিডিনিতেও গেয়েছেন।

এই হিমাংশু গোস্বামীই সিডনিতে বঙ্গবন্ধু পরিষদের আয়োজিত বৈশাখিমেলা ও গানের আসরের বিবরণ দিলেন টেলিফোনে। বললেন, মেলায় এবার ১০ হাজারের মতো বাঙালির সমাগম হয়েছে। ৫০টির মতো দোকান ও স্টল বসেছিল মেলায়। গানের আসরে বঙ্গবন্ধুর ওপর লেখা গানটি তিনি যখন গেয়েছেন, তখন শ্রোতারা অভিভূত হয়ে সেই গান শুনেছে এবং আবার শুনতে চেয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার কামাল সাহেব (ওস্তাদ আলী আকবর খানের শিষ্য) গিয়েছিলেন এই মেলায়। বলেছেন, বিদেশে বাঙালির এমন বিশাল এবং সফল মেলা তিনি আর দেখেননি।

সিডনির বঙ্গবন্ধু পরিষদ (রাজ্জাক গ্রুপ) কর্তৃক আয়োজিত এই মেলার আগে ৬, ৭ ও ৮ এপ্রিল তারিখে অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে সিডনিতে একটি ট্রেড ফেয়ার বা বাণিজ্যমেলার আয়োজন করা হয়েছিল। বাংলাদেশের জোট

সরকার কর্তৃক এই বাণিজ্যমেলাটিকেও দলীয়করণের ফলে মেলাটি মোটেও জমেনি। বাংলাদেশ থেকে যেসব ব্যবসায়ী তাদের পণ্য নিয়ে মেলায় যোগ দিয়েছেন, তারা কোনো সুবিধা করতে পারেননি। হতোদ্যম ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই তখন বঙ্গবন্ধু পরিষদের আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের সাহায্যপ্রার্থী হন এবং তিনি বৈশাখিমেলায় তাদের স্টল প্রতিষ্ঠা ও পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে দেন। ফলে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের সিডনি সফর সফল হয় এবং ব্যবসায়ীরাও খালি হাতে দেশে ফেরেননি।

আব্দুর রাজ্জাক সাহেবও টেলিফোনে কথা বললেন। জানালেন, বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে গত বারো বছর ধরে এই মেলাটি তিনি করে আসছেন। এবার ছিল ১২তম এবং সবচাইতে জমজমাট মেলা। বিদেশে বিশেষ করে অষ্ট্রেলিয়ার একটি শহরে দশ হাজার বাঙালির জমায়েত হওয়া কম কথা নয়। বিদেশেও সেক্যুলার বাঙালি জাতীয়তা এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি বাঙালির হৃদয়ের টান আবার বাড়তে শুরু করেছে। সিডনির সফল বৈশাখিমেলা তার প্রমাণ। খবর পেয়েছি, পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে এবার ঢাকাতেও রাজপথে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জনতার ঢল নেমেছিল। বায়তুল মোকাররমের খতিব এবারও তার অজ্ঞতাপ্রসূত ফতোয়াটি জারি করেছিল যে, 'নববর্ষ উৎসব ও বৈশাখিমেলা ইসলাম বিরোধী'। এই ফতোয়াবাজিকে বাংলাদেশের মানুষ বিশেষ করে মুসলমানরা কিছুমাত্র দাম দেয়নি।

সিডনির রাজ্জাক সাহেবের কাছ থেকে জেনেছি, তিনি গত বারো বছর যাবৎ বৈশাখিমেলা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সিডনির সর্বশ্রেণীর বাঙালির সহায়তা পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন। এমনকি অষ্ট্রেলিয়ার বাইরে থেকেও এই সাহায্য-সহযোগিতা আসছে। বৃটেনের ব্লাকপুল শহর থেকে শ্যাফরন রেস্টুরেন্টের মালিক আর্থিক সাহায্য পাঠিয়েছেন। ঢাকা থেকে ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক মোটা টাকা ডোনেশন দিয়েছে। ঢাকার আরেক ব্যবসায়ী দিয়েছেন ৫ হাজার ডলার (অষ্ট্রেলিয়ান)। কেবল বলেছেন, জোট সরকার তার উপর খড়্গহস্ত হতে পারে এজন্যে তিনি চান না, সাহায্যদাতা হিসেবে তার নাম প্রকাশ করা হোক।

বৈশাখিমেলার মতো একটি অরাজনৈতিক উৎসব অষ্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও বাংলাদেশের খালেদা-নিজামী জোট সরকার নানা বাধা-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চায়। রাজ্জাক সাহেব জানালেন, তিনি বৈশাখিমেলার অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে নাচ-গানের শিল্পীদের নিতে চান। এই ব্যাপারে অষ্ট্রেলিয়া সরকার ভিসা প্রদানে উদার। কিন্তু বাধা সৃষ্টি করে বিএনপি-জামাত জোট সরকার। বঙ্গবন্ধু পরিষদের স্পন্সরশিপে বাংলাদেশ থেকে অষ্ট্রেলিয়ায় নৃত্যগীতের কোনো শিল্পী নেওয়ার চেষ্টা করা হলেই জোট সরকার সেই শিল্পীদের দেশের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে নানা ছলছুতোয় বাধা সৃষ্টি করে। রাজ্জাক সাহেবের অভিযোগ শুনে জার্মানিতে নাৎসি শাসনামলের একটি ঘটনা আমার মনে পড়েছে। সরকারি-বেসরকারি সব অফিস-আদালত দলীয়করণের পর নাৎসি সরকার আইন করেছিল জার্মানির বিভিন্ন শহরের যৌনকর্মীদেরও নাৎসি দলের সদস্য অথবা সমর্থকের তালিকাভুক্ত হতে হবে। নাৎসি দলের ব্যাজপরা ছাড়া তারা যৌনকর্মী হিসেবেও ব্যবসা চালাতে পারবে না।

জানি না, বাংলাদেশে এই বিষয়টি বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে কি-না। এখনো 'ইনকিলাব' কিংবা 'দিনকাল' পত্রিকায় 'জাতীয়তাবাদী যৌনকর্মী সমিতি' গঠিত হওয়ার কোনো খবর আমার চোখে পড়েনি।

ইতিহাসের প্রতিশোধ গ্রহণ একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। ভারত ইংরেজ শাসনে থাকার সময়ে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন ব্রিটিশ শাসকদের চোখে তাদের সাম্রাজ্যের সবচাইতে বড়ো শত্রু। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল তাকে প্রকাশ্যে ন্যাংটা ফকির (naked Fakir) বলে গালি দিয়েছিলেন। সেই গান্ধীর মৃত্যুর ১০ বছর না পুরতেই স্বাধীন ভারত সফরে এসেছিলেন বৃটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। তিনি প্রথমেই দিল্লিতে গান্ধীর সমাধিতে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। ব্রিটিশরাই গান্ধীর জীবন নিয়ে সবচাইতে বড়ো এবং লাভজনক ফিল্ম তৈরি করেছেন। যে সুভাষচন্দ্র বসুকে ব্রিটিশ শাসকেরা আখ্যা দিয়েছিল ব্যান্ডিট বা দস্যু, আজ তাদের রেডিও বিবিসি তাকেই সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। ইতিহাস এভাবেই নীরবে তার প্রতিশোধ নেয়।

বাংলাদেশেও বঙ্গবন্ধুর ব্যাপারে ইতিহাস তার প্রতিশোধ নেবে তার সব লক্ষণ এখন ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও বঙ্গবন্ধু সব কুৎসা ও মিথ্যার জঞ্জাল থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হচ্ছেন। বাঙালির রাষ্ট্রপিতা হিসেবে তাঁর পূর্ণ অভিষেক ঘটার দিনটি যে বেশি দূরে নয়, বিবিসি রেডিওর সাম্প্রতিক জনমত-সমীক্ষার ফল তারই আভাষ দিচ্ছে। ২০০১ সালের অক্টোবর নির্বাচনের পর সদ্য ক্ষমতায় বসেই খালেদা-নিজামী সরকার বঙ্গবন্ধুর ছবির অবমাননা ছবি ভাঙা, রাস্তাঘাট থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলার যে উন্মত্ততা দেখিয়েছিল, আজ আর তা অতোটা নেই। থাকলে দেশের মানুষই তা প্রতিহত করতো। দুদিন আগে যাঁর ছবি প্রকাশ্যে রাজপথে ভাঙা হয়েছে, দুদিন পর তাঁর ছবিই জাতীয় জাদুঘরে এনে বসিয়ে এবং তাঁর পাশে জেনারেল জিয়াউর রহমানের ছবি রেখে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জাতির অবিসংবাদিত নেতার সমমর্যাদা দানের অপচেষ্টা করা হয়েছে। এই অপচেষ্টাও কি সফল হবে? আমি ইতিহাসের ছাত্র। ইতিহাসের প্রতিশোধ গ্রহণের কৌশলটি জানি। এখন এই প্রতিশোধ গ্রহণ সময়ের ব্যাপার মাত্র।

সকল স্বৈরাচারি শাসক এবং তাদের সমর্থকরাই ভাবে, ক্ষমতার ডাণ্ডা ঘুরিয়ে বুঝি মানুষের শ্রদ্ধা কুড়ানো যায়, ইতিহাসে স্থায়ী আসন করে নেওয়া যায়। মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করেনি; ইতিহাসে তাদের আসন লাভ সম্ভব হয়নি। কারো কারো হয়েছে, যেমন মীর জাফর, কুইসলিং, পেঁতা, হিটলার, মুসোলিনী এবং এ যুগে চিয়াং, নলনল, রেজা খাঁ, মার্কোস, বাতিস্তা। কিন্তু তারা তাদের আসল চরিত্র নিয়েই ইতিহাসে চিত্রিত রয়েছে; নন্দিত চরিত্র হিসেবে নয়। গত শতকের কুড়ি-ত্রিশের দশকে ইতালিতে ক্ষমতা দখলের পর ফ্যাসিস্ট নেতা মুসোলিনী ভেবেছিলেন, তিনি আইন করে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দেশের মানুষকে বাধ্য করবেন। ফলে আইন জারি হয়েছিল যে, ইতালির প্রতিটি শহরের সিনেমা হলে ছবি দেখানো শেষ হওয়ার পর পর্দায় মুসোলিনীর ছবি দেখাতে হবে এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য

সকল দর্শককে উঠে দাঁড়াতে হবে। যে দর্শক উঠে দাঁড়াবেন না তাকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হবে।

ইতালির মানুষ মুসোলিনীকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য নয়, নিজেদের প্রাণরক্ষার তাগিদে এই আইন মেনে চলতে শুরু করে। মুসোলিনীকে তার সভাসদরা জানাল, সারা দেশ আনন্দের সঙ্গে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানোর আইন মেনে চলছে। একরাতে মুসোলিনী ছদ্মবেশে এক সিনেমা হলে গেলেন ছবি দেখতে। উদ্দেশ্য, তার প্রতি মানুষ কতোটা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে তা নিজের চোখে দেখা। সিনেমা হলে ছবি দেখানো যথারীতি শেষ হল। পর্দায় মুসোলিনীর ছবি প্রদর্শিত হওয়া মাত্র সকল দর্শক উঠে দাঁড়াল। কেবল মুসোলিনী উঠে দাঁড়ালেন না। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, তিনি এখন মুসোলিনী নন। একজন সাধারণ দর্শকের বেশে এখানে হাজির হয়েছেন এবং সকলের সঙ্গে তারও উঠে দাঁড়ানো দরকার। তাকে উঠে দাঁড়াতে না দেখে তার পাশের আসনের উঠে দাঁড়ানো দর্শক তাকে কনুইয়ের একটা গুঁতো দিয়ে বললেন, 'ব্রাদার, জান বাঁচাতে চাও তো উঠে দাঁড়াও।' তারপর মুসোলিনীর ছবির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'ওই বাস্টার্ডের গুপ্ত পুলিশ যদি জানতে পারে তুমি উঠে দাঁড়াওনি তাহলে কালই তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।' মুসোলিনী সেদিন স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন, ইতালির মানুষের কাছ থেকে শ্রদ্ধা আদায়ের জন্য তিনি যতোই আইন করুন, তিনি তাদের কাছে একজন বেজন্মা মাত্র।

পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খানও একই কাজ করেছিলেন। পাকিস্তানের অফিস-আদালতে রাষ্ট্রের স্থপতি হিসেবে মোহাম্মদ আলী জিন্নার ছবি টানানো আছে। ক্ষমতা দখলের পর আইয়ুবের নির্দেশে জিন্নার ছবির পাশে তার ছবি বসানো হয়। (বাংলাদেশে যেমন জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর ছবির পাশে নিয়ে বসানো হয়েছে জিয়াউর রহমানের ছবি।) তখন শুধু অফিস-আদালতে নয়, পাকিস্তানের প্রতিটি রেল ও বাস স্টেশনে জিন্না ও আইয়ুবের ছবি পাশাপাশি স্থান পেতে থাকে। জিন্নার ছবির নিচে লেখা হয়েছিল, ফাউন্ডার অফ পাকিস্তান (পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা) এবং আইয়ুবের ছবির নিচে লেখা হয়েছিল, সেভিয়ার অফ পাকিস্তান (পাকিস্তানের ত্রাণকর্তা)। দীর্ঘ এক দশক পাকিস্তানের মানুষকে এই নির্লজ্জতা এবং সত্যের ব্যাভিচার সহ্য করতে হয়েছে। তারপর আইয়ুবের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার ছবিটি জিন্নার ছবির পাশ থেকে সাধারণ মানুষ ঘৃণার সঙ্গে সরিয়ে ফেলে। লায়ালপুর রেলস্টেশনে বিক্ষুব্ধ জনতা আইয়ুবের ছবি নামিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। পাকিস্তানের অফিস-আদালতে জিন্নার ছবিটি এখনো সসম্মানে রক্ষিত আছে; কিন্তু আইয়ুবের ছবি দূরের কথা, নাম-গন্ধও কোথাও নেই।

এ জন্যই এক মনীষী বলেছেন, 'ইতিহাসের মুখে পাথর চাপা দেওয়ার চেষ্টা করো না। ইতিহাস নীরবে কথা বলে। সেই কথা যুগ-যুগান্তর অতিক্রম করে সকল মানুষের মনে গিয়ে পৌঁছায়।' এই সত্যটি বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ নেতাদেরও অনুধাবন করতে বলি। আজতো আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় নেই। সরকারি ক্ষমতাবলে বঙ্গবন্ধুর নাম রাস্তা-ঘাট, হাসপাতালের গায়ে তারা লাগাতে পারছেন না। বেতারে-টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর নাম প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ২৪ ঘণ্টা জপ করে

শ্রোতা-দর্শকদের কান ঝালাপালা করে দিতে পারছেন না। বরং বঙ্গবন্ধুও আজ খালেদা-নিজামী সরকারের বর্বরতার বলি। তবু বঙ্গবন্ধু জনগণের হৃদয়ে, ইতিহাসে তাঁর প্রাপ্য আসনে উঠে আসছেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে তাদের অতিভক্তির প্রাবল্য, দলীয়করণের দৌরাত্ম্যে বঙ্গবন্ধু নিজেও নিগৃহীত হয়েছেন। এখন তিনি মুক্ত। নিজের স্বকীয়তার বিভায় তিনি উদ্ভাসিত। তিনি দলের নেতা নন, জাতির নেতা এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এই সত্যটি প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিহাস আজ এগিয়ে এসেছে। কোনো দলীয় সরকার দ্বারা এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় এবং সম্ভব ছিল না।

আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধরে রাখতে পারেনি। ক্ষমতায় থাকাকালে কেবল তার নাম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। ফলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলেই গণশত্রুরা বঙ্গবন্ধুর নাম ও স্মৃতির ওপর বারবার আঘাত হানার সুযোগ পেয়েছে। তারা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার ও শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চক্রান্ত পাকিয়েছে এবং এখনো পাকাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অথবা ক্ষমতা— এই দুটির কোনটি আওয়ামী লীগের অপশন, এই প্রশ্ন যখনই উঠেছে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতার দিকে হাত বাড়িয়েছে। ফলে বঙ্গবন্ধু বিড়ম্বিত হয়েছেন; কখনো শত্রুর হাতে এবং কখনো মিত্রদের হাতেও।

আমার সবচাইতে দুঃখ লাগে, যখন দেখি বঙ্গবন্ধুর সেক্যুলার রাজনীতির কালচার আজ আওয়ামী লীগের দ্বারা সম্পূর্ণ বর্জিত। তারা বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতির ধর্মীয় কালচারের অনুসারী। সাম্রাজ্যবাদের কাছে তারা প্রয়োজনের বেশি নতজানু। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপসপন্থী। এভাবে আপস করে, নতজানু হয়ে ক্ষমতায় গেলে কী হয়, ১৯৯৬-২০০১ সালে তারা তা দেখেছেন। তথাপি তাদের চৈতন্যোদয় হয়েছে বলে মনে হয় না। আওয়ামী লীগের কোনো নেতার সঙ্গে এ সম্পর্কে আলাপ করলে তারা বলেন, বাংলাদেশের মানুষের ধর্মানুভূতি অতিমাত্রায় প্রবল হয়ে উঠেছে। সেই অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে জনগণের সমর্থন হারাতে চান না বলেই তারা তাদের সেক্যুলার রাজনীতির স্লোগানের সঙ্গে ধর্মীয় রাজনীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

এই যুক্তিটি যে ধোপে টেকে না, পার্শ্ববর্তী বড়ো দেশ ভারতে বড়ো দল কংগ্রেসের পরিণতি দেখেও তারা বুঝতে পারছেন না। বিজেপির হিন্দুত্ববাদের জোয়ার দেখে ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্ব ভেবেছিল তারাও অল্প বিস্তর সেই জোয়ারে গা ভাসিয়ে আবার দিল্লির মসনদ ফিরে পাবেন। দেশের সাধারণ মানুষকে অতটা বেকুব ভাবা নরসীমা রাও, সীতারাম কেশরী থেকে শুরু করে সোনিয়া গান্ধী পর্যন্ত কংগ্রেস-নেতাদের উচিৎ হয়নি। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপস করে সাম্প্রদায়িকতা ঠেকানো যায় না। হিন্দুত্ববাদের প্রতি আপসের হাত বাড়িয়ে দিয়ে নেহরুর সেক্যুলার মর্ডান ইন্ডিয়ার স্বপ্ন সফল করা যায় না, এই নির্মম সত্যটি হয়তো আগামী সাধারণ নির্বাচনেও কংগ্রেসকে ঠেকে শিখতে হবে।

ভারতে কংগ্রেসের যে অবস্থা, প্রায় সেই একই অবস্থা বাংলাদেশে আজ আওয়ামী লীগেরও। বিএনপি-জামাতের অনুসৃত নীতি থেকে সম্পূর্ণ সরে না এসে এই

জোটকে যে ৩০ এপ্রিলের জুজু দেখিয়ে ক্ষমতা থেকে হটানো যাবে না,এই সত্যটি আওয়ামী লীগকে আরো বিপর্যয়বরণ করার আগে বুঝতে হবে এবং তাদের নীতি ও রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি বদলাতে হবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটিই আশার কথা, বঙ্গবন্ধু দলীয় চেষ্টায় নয়, ইতিহাসের রায়ে, গণ-ম্যান্ডেটে আবার ফিরে আসছেন। আমার ধারণা, এই ফিরে আসাটা নামসর্বস্ব ফিরে আসা হবে না; হবে তাঁর সেক্যুলার রাজনীতির কালচার ও আদর্শের পতাকা হাতে ফিরে আসা। সেই পতাকা যদি আওয়ামী লীগ বহন করতে না পারে অথবা বহন করতে রাজি না হয়, যেনতেন প্রকারে ক্ষমতায় যাওয়া, বঙ্গবন্ধুর নাম ভাঙিয়ে খাওয়া হয় তাদের মুল উদ্দেশ্য, তাহলে নতুন প্রজন্মের নতুন নেতৃত্ব সেই পতাকা ধারণ করবে এবং বহন করবে, এই বিশ্বাস আমার মনে ক্রমেই দৃঢ়মূল হচ্ছে।

লন্ডন, ১৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার, ২০০৪

ভোরের কাগজ, রোববার ৫ বৈশাখ ১৪১১, ১৮ এপ্রিল ২০০৪

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

বাংলাদেশে এখন অনেক দুঃসংবাদ, স্বপ্নভঙ্গ, হতাশা, আতঙ্ক ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও বাংলা নতুন ১৪১১ সালের সূর্যোদয়ের অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বিবিসি বাংলা সার্ভিস পৃথিবীর কোটি কোটি বাঙালিকে তাদের শ্রোতাদের মনোনীত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উপহার দেওয়ার ঘোষণা করায় বাঙালি মাত্রই যারপরনাই আনন্দ অনুভব করলেন। অবশ্য যারা নিজেদেরকে কয়েক বছর থেকে 'পাহাড়ে বাঙালি, সমতলে বাংলাদেশী' বলে প্রচার করছেন তারা যেন বড়ো ধরনের হোঁচট বা আঘাত খেলেন। তাদের মুখে আজকাল বাংলা ও বাঙালি শব্দ দুটো উচ্চারিত হতে শোনা যায় না। সেই কবে থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে আখ্যায়িত করে লেখালেখি ও বলাবলি করা হলে দেশের ডান, বাম এমনকি মধ্যপন্থার অনেক দল ও ব্যক্তিকে মুখ ভ্যাংচিয়ে তিরস্কার করে বলতে শুনেছি, 'আর পেলে না কাউকে?' এখন মনে হচ্ছে বিবিসির জরিপের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর তারা এতোই মনোকষ্ট পেয়েছেন যা সামাল দেওয়া তাদের পক্ষে বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ বিবিসিকে একহাত নিতেও এখন ছাড়ছেন না।

মতামত দিয়েছেন বিবিসির শ্রোতারা, দোষটা হয়েছে বিবিসির। হবে না কেন, এতোদিন কথাটি বলতেন কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতাকর্মী। এখন দেখা গেলো পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিবিসির অসংখ্য বাঙালি শ্রোতার মতামত একত্রিত করে যে রায় দেওয়া হয়েছে, পাওয়া গেছে তাতে সেই মানুষটির নামই শীর্ষে উঠে এসেছে যাঁকে এতোদিন অনেকেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে অভিহিত করতে চাইতেন না, মানতেন না। তারা অবশ্য এখনো বা কখনোই তা মানবেন না। তবে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে অভিহিত করার মধ্যে বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের বাস্তবায়নের বোধ ও বিবেচনাকে যিনি ধারণ করেছেন তাঁর নাম বা স্বীকৃতির কথা বলা হয়েছে মাত্র। সুতরাং তিনিই তো শীর্ষে থাকবেন অবশ্য অন্য সবাইকে তিনি ধারণ করেই হয়েছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির রূপে, অন্য কোনো উপায়ে তা হওয়ার ছিল না। কার্যত হয়েছেও তাই।

বিবিসির বাংলা সার্ভিস এক মাসের কিছু অধিক সময় ধরে শ্রোতাদের কাছে তাদের নিজ নিজ বিবেচনায় অন্তত পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম প্রেরণের যে আহ্বান জানিয়ে আসছিল তাতে চিঠিপত্র, ই-মেইল ও ফ্যাক্স মারফত কতোজন অংশগ্রহণ করেছিলেন তার সঠিক সংখ্যা আমরা এখনো জানতে পারিনি। তবে বাংলাদেশে, ভারত ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বিবিসির বাংলা সার্ভিসের নিয়মিত শ্রোতাদের মধ্য থেকে হাজার হাজার মানুষ এই সমীক্ষায় অংশ নিয়েছেন বলে বিবিসির বাংলা সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সেদিক থেকে বলা যায় যে, বিবিসির বাংলা সার্ভিস একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ হাতে নিয়েছিল। তারা এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করে যে ২০ জনের তালিকা এক এক করে প্রকাশ করেছে তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ছিল। আমি অন্তত প্রতিদিন রাত সাড়ে ১০টার বিবিসির সংবাদ শোনার পর এই জরিপটি মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। বিবিসির ফলাফল প্রচার শুরু করেছিল তাদের জরিপে ২০তম স্থান লাভকারী ব্যক্তিত্বের নাম, পরিচয় ও কৃতিত্ব দিয়ে। সত্যি কথা বলতে কী, যে দিন এর আগের স্থান দখলকারীদের মধ্যে একাত্তরের নরঘাতক গোলাম আযমের নাম উচ্চারিত হয়েছিল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র গোলাম আযমের 'কৃতিত্ব' বর্ণনা দিয়ে তাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'বাঙালি' বলে অভিহিত করছিল সেদিন কিছুটা ব্যথিত ও হতাশ হয়েছিলাম। তবে অনুমান করেছি যে, জামাত-শিবির থেকে একটা চেষ্টা হয়তো ছিল গোলাম আযমকে 'জাতে' তোলার, কোথাও তার নাম মহৎ বাঙালিদের সঙ্গে স্থান করিয়ে নেওয়ার। গোলাম আযম কী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতীশ দীপঙ্কর, রাজা রামমোহন রায়, অমর্ত্য সেন, সত্যজিৎ রায়, লালনশাহ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জগদীশচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসুর কাতারে আসীন হতে চাইবেন বা সেখানে স্বস্তিবোধ করবেন? এই মানুষটি কী দল, মত ও ধর্মের ঊর্ধ্বে আপামর বাঙালির মুক্তি, স্বাধীনতা ও কল্যাণের জন্য কখনো কিছু করেছেন, বলেছেন, বা লিখেছেন? গোলাম আযম কী আদৌ বাঙালি বলে নিজেকে ভাবেন? যিনি নিজের পরিচয়ের সঙ্গে বাঙালিত্ব স্বীকার করেন— তাকে তো শুধু ধর্ম পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠতেই হবে। গোলাম আযম অতীত বা বর্তমানে তেমন চিন্তা করেছেন এমন কোনো প্রমাণ কারো জানা আছে কি-না জানি না। তবে তার অনুসারীদের আপ্রাণ চেষ্টা হলো একাত্তরের এই নরঘাতককে যে করেই হোক 'জাতে' তুলতে হবে। সে ধরনের কোনো নীলনকশা থেকেই আমার মনে হয়েছে গোলাম আযমের নামে চিঠি, ফ্যাক্স ও ই-মেইল করা হয়েছে। এবং চিঠি, ফ্যাক্স ও ই-মেইলের সংখ্যার হিসাবে গোলাম আযম ২৪তম স্থান পেয়েছেন মাত্র। কিন্তু কোটি কোটি বাঙালির হৃদয়ে তার স্থান বাঙালি হিসেবে নয়, পাকিস্তানের দোসর হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে এটি সকলেই জানেন। তারপরও তার অন্ধ অনুসারীরা ফাঁক খুঁজছে, প্রয়োজনে তাকে বাঙালিও বানাতে চাচ্ছে। মারহাবা! মারহাবা!

তালিকায় ১৯তম স্থান পেয়েছেন জিয়াউর রহমান। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিসেবে জিয়াউর রহমানের পরিচয়ের পর শ্রেষ্ঠ বাঙালির আসনে তাঁকে অভিষিক্ত করা হলে তাঁর আদর্শেরই তো বিচ্যুতি ঘটে। তিনি তো ঘোষণা দিয়ে নিজেই নিজেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিচয় থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। তাঁর বক্তৃতার সংকলন (আমার রাজনীতির রূপরেখা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা এ কে এ ফিরোজ নূন, ১৯৯২)-এর 'মহিলা সমাজ ও আমাদের রাজনীতি'-এ তিনি বলেছেন, '১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে গেলো, তখন যদিও পশ্চিম বাংলার লোকেরা বাংলা বলতো, আমরা বাংলা বলতাম এখনো বলছি। কিন্তু আমরা এক হয়ে থাকতে পারি নাই। তাই সেই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সেটা ইতোমধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং ইতিহাসে ফিরে যাওয়া যায় না। তাই আজকে বাকশালি, কমিউনিস্ট পার্টি যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলছে সেটা হতে পারে না। আমরা পুরোনো দিনে ফিরে যেতে পারি না' (পৃ-৪৪)। বাঙালি জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যার এমন ধারণা, এক প্রকার উষ্মা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা তাঁকে যারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির আসনে বসাতে চেয়েছেন তারা কতোটুকু তার দর্শন, রাজনীতি ও বিশ্বাসকে জেনে মনোনীত করেছেন জানি না। মনে হচ্ছে এখানেও বর্তমান দ্বিধাবিভক্ত, বিভ্রান্ত এবং শিক্ষা ও আদর্শবিবর্জিত রাজনীতির প্রভাব চিঠি, ফ্যাক্স, ই-মেইল প্রেরকদের মধ্যে যেভাবে ক্রিয়াশীল আছে তার ছাপ যথেষ্ট পরিমাণ পড়েছে। নিজেদের বিশ্বাস আর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে যেকোনো মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করতে মোটেও বিবেক-বিবেচনাকে কাজে লাগান না, মানেন না তারা তো ঐতিহাসিক কোনো বাস্তবতাকেই ধারণ বা গ্রহণ করেন না। কবে তাদের বোধোদয় ঘটবে জানি না। তবে বাংলাদেশে এমন বোধহীন মানুষের সংখ্যা মোটেও কম নয়। এখানেই যতো বিপত্তি।

একটি জাতির মনন মূলত শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। তবে আধুনিককালে কোনো জাতিসত্তা যদি কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করতে না পারে, পরাধীন অবস্থায় যদি সেই জাতিকে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকতে হয় তাহলে সেই জাতির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা সমস্ত সম্ভাবনার বিকাশ কিছুতেই হওয়ার আশা করা যায় না। এ ধরনের বাস্তবতা থেকেই আধুনিক এই রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে, স্বাধীনতার জন্য লড়াই-সংগ্রাম, আত্মত্যাগ চলেছে, চলছে; বিপ্লব, বিদ্রোহ, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে বিভিন্ন জাতিসত্তাকে। আধুনিক এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার চেতনাগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় শিল্প, সাহিত্য ও দর্শন চিন্তায় নিবেদিতপ্রাণ সমাজ সচেতন মনীষীরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে কাজ করেছেন, কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই ধারণ ও বহন করতে হয়েছে সমাজ মনীষীদের মহত্তম রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তাকে। বাস্তবে তাদেরকেই সেই রাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবায়নে জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৬৬ পূর্ববর্তী নেতৃত্বের মধ্যে যা দ্বিধার বিষয় ছিল ১৯৬৬ পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিব, তাজউদ্দীন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রমুখের নেতৃত্বে পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলন বাঙালিকে দ্রুত আত্মপরিচয় ও নিজস্ব রাষ্ট্র ভাবনায় তাড়িত, উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করেছে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ সেই চিন্তা ও রাজনীতিরই চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সুতরাং বাঙালি শিল্প-

সাহিত্য মনীষার সঙ্গে ষাট ও সত্তরের দশকের চরম রাজনৈতিক উত্থান ও বিস্ফোরণের নেতৃত্বকে যেকোনো বিবেচনায় আরো বেশি আসন ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। এক্ষেত্রে আমাদের বিবেচনা ও বিশ্লেষণ খুবই সংকীর্ণ। বঙ্গবন্ধুর সহযোদ্ধা তাজউদ্দীন আহমদ এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবিচ্ছেদ্য বলেই ভাবতে হবে, দেখতে হবে, স্থান দিতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে যতোদিন বাংলাদেশ থাকবে ততোদিন এর স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম থাকবে। যতোদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম থাকবে তাঁর সঙ্গে মিশে থাকবেন যে কটি নাম তাতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান প্রমুখদের নামও জড়িত থাকবে। অথচ কী নিলর্জ্জভাবে বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অংশ থেকে এই ছবিগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এর প্রথমটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের, দ্বিতীয়টি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তৃতীয়টি তাজউদ্দীন আহমদের। এতো বছর পর মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত ইতিহাসে বসানো হয়েছে কেবল একটি ছবি তিনি জিয়াউর রহমান। স্বাধীনতার ৩০ বছর পর হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন কাজী সিরাজউদ্দিন আহমেদের মতো কিছু তথাকথিত লেখক, যারা লিখলেন, পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যা কিছু করা হয়েছে এর একক কৃতিত্ব একজন মেজরের, তিনি চট্টগ্রাম থেকেই ডাক দিলেন, যুদ্ধ সংগঠিত করলেন, তার নেতৃত্বেই আমরা যুদ্ধ করেছি, দেশ স্বাধীন করেছি। তিনিই মুক্তিযুদ্ধের নায়ক ছিলেন। শেখ মুজিব? তিনি তো পাকিস্তান রক্ষা করতে জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছেন, অবশেষে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেফতার বরণ বা আত্মসমর্পণ করেছেন, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা সব ভয়ে ভারতে পালিয়ে গেছে। ফাঁকা মাঠে সময়ের সাহসী সৈনিক মেজর জিয়া একাই সবকিছু করেছেন দেশ স্বাধীন করে দিয়েছেন। জিয়ার স্বাধীন করা দেশটাতে শেখ মুজিব ১০ জানুয়ারি ফিরে এসে সব স্বাধীনতা হরণ করেছেন, বাকশাল কায়েম করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। উপরের একটি কথাও আমি বানিয়ে লিখিনি। এসবই কাজী সাহেব অষ্টম শ্রেণীর 'সাহিত্য কণিকা' বইতে লিখেছেন। আরো অনেক 'ইতিহাস' (!)। তিনি বানিয়ে লিখেছেন— যা লিখতে তার সামান্যতম লজ্জা হয়নি, দলিলপত্র ঘাটতে হয়নি, মনে হয় ইতিহাস বিষয়ে লেখাপড়াও হয়নি!

বাংলাদেশ হয়েছিল বলেই আজ বিশ্বায়নের এই যুগে বিশ্বের বাঙালি বাংলা ও বাঙালিত্বের অহঙ্কার, স্বাদ ও সাধ নিয়ে টিকে থাকার কথা ভাবতে পারছেন। বাংলাদেশ পৃথিবীর সকল বাঙালিকেই শিহরিত আলোড়িত, আন্দোলিত, উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত করছে। এই প্রেরণাই বাঙালি জাতিকে রাষ্ট্রভেদে টিকে থাকার শক্তি জোগাচ্ছে ও জোগাবে।

সুতরাং এমন কিছু বাস্তবতার মধ্যে বাঙালি মাত্রই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কে এর রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকার শীর্ষে স্থান করে দিয়ে আবারো প্রমাণ করেছেন, সংকীর্ণ দলীয় আয়নায় নয়, বাঙালিত্বের বিশাল পলিমাটিতে খুঁজতে হবে আমাদেরকে, যেখানে ধর্ম পরিচয়

যথাস্থানে অক্ষুণ্ন রেখেও আমাদের ভাষাভিত্তিক পরিচয় আরো প্রশস্ত, আরো শক্তিশালী আরো মেধাবী ও মননশীলতার সুযোগ সৃষ্টি করবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, অমর্ত্য সেন, অতীশ দীপঙ্কর, স্বামী বিবেকানন্দ, ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বায়ান্নর ভাষা সৈনিক, সত্যজিৎ রায়, মরমী সাধক লালন শাহ, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জগদীশচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু ও বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতরা এক একভাবে পরিচিত করেছেন। এদের একজনকে বাদ দিলে আমার বাঙালিত্বের একটি তারকাচ্যুতি ঘটে। অথচ এঁরা সবাই বাঙালি হিসেবেই জন্ম নিয়েছেন, সাধনা করেছেন, পরিচিতি পেয়েছেন, অবদান রেখেছেন। তাঁদের পরিচয় থেকে আমি কীভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করি? বিবিসিকে ধন্যবাদ, নানা সীমাবদ্ধতার পরও পৃথিবীর বাঙালিকে এক ভাবনায় জড়ো করার জন্য, একইভাবে মহৎ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে আমাদের অসংখ্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির কয়েকজনকে স্মরণ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমাদের বোধহয় এখানে আরো অনেক কিছু ভাবার, চিন্তা করার রয়ে গেছে। অন্তত এই জরিপের পর বিষয়টিকে আমি সেভাবেই মূল্যায়ন করতে চাই, দেখতে চাই।

অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

ভোরের কাগজ, বুধবার ৮ বৈশাখ ১৪১১, ২১ এপ্রিল ২০০৪

ভালোমন্দ দ্বিধাদ্বন্দ্ব

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ঃ সাম্প্রতিক বিবিসি'র জরিপ

এস আর চৌধুরী

অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিবিসির কাছে। সর্বকালের ২০ জন শ্রেষ্ঠ বাঙালিকে বেছে নেওয়ার, পরিচিত করানোর এমন একটি মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সচেতন বাঙালি মাত্রেই বিবিসিকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাবে বলে আশা করি। একান্ত সময়োচিত এ উদ্যোগ একটি বহুমুখী ঐতিহ্যশালী জাতি হিসেবে আমাদের আত্মোপলব্ধির সহায়ক হবে। ইতিহাস যখন শকুনির কপট পাশা, সমগ্র জাতিকে, বিশেষত তরুণ প্রজন্মকে ইতিহাস বিমুখ করাটাই যখন একালের 'ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ প্রমুখ বীরবর্গের' অনেকেরই রাজনৈতিক অস্তিত্ব-কর্তব্যের অপরিহার্য অনুষঙ্গ, তখন বিবিসি জাতিকে আবার ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সত্যকে উড়িয়ে দেওয়ার, এড়িয়ে যাওয়ার এ যাবৎ প্রসারিত করার সুযোগটা একেবারে বন্ধ না হলেও বহুলাংশে সঙ্কুচিত হতে বাধ্য। নিজেকে দেখতেও আয়নার প্রয়োজন, বিবিসি আজ বাঙালির সামনে তেমনি এক আত্মপরিচয়ের আয়না তুলে ধরেছে।

বিবিসি কর্তৃক শ্রোতাদের মতামতভিত্তিক ফলাফল ঘোষণার কুড়ি দিন সময়ব্যাপী কিছু ব্যক্তিগত অনুভূতি আর পরিপার্শ্বে লব্ধ কিছু অভিজ্ঞতার কথা উপস্থাপন করাই আমার বিনীত অভিপ্রায়। প্রথম কথা, যে ফলাফল অর্থাৎ ২০ জনের যে তালিকা মিলেছে, তা পুরোপুরি আমার মনের সঙ্গে মেলেনি, তেমনটি আশা করিনি। অনেক পরিচিত জনের কাছে শুনেছি, ঘোষিত তালিকাটি মেলেনি তাঁদের মনের তালিকার

সঙ্গেও। ব্যক্তির বিচার এবং গণবিচারে ফারাক ঘটে যায় একান্ত স্বাভাবিকভাবেই। বিভিন্ন আসরে-আড্ডায় যাদেরকে ভিন্নমত প্রকাশ করতে দেখেছি, যারা বলছেন, তালিকাতে এ নামটি আসা উচিত ছিল, কিংবা সে নামটি তালিকার আরো উপরে কিংবা নিচে থাকা উচিত ছিল, তাঁরা কেউ নিজের পছন্দের তালিকা বিবিসি জরিপে পাঠাননি। আবার অনেকে আছেন, জরিপে অংশগ্রহণ নিজের পাঠানো তালিকার সঙ্গে ঘোষিত নামের গরমিল দেখে কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ন হয়েছেন। কিন্তু আমাদের সবারই তো ভেবে দেখা উচিত, কোনো নির্বাচনে আমি যাকে ভোট দেই কিংবা যার বিজয় কামনা করি, তিনিই জয়ী হবেন এমন প্রত্যাশা সবসময়ে সত্য হয় কি?

শুরুতেই বিবিসির পূর্ণাঙ্গ তালিকাটি উপস্থাপন করছি— ১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ২. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩. বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ৪. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, ৫. নেতাজী সুভাষ বসু, ৬. বেগম রোকেয়া, ৭. জগদীশ চন্দ্র বসু, ৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৯. মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, ১০. রাজা রামমোহন রায়, ১১. মীর নিসার আলী তিতুমীর, ১২. লাল শাহ্, ১৩. সত্যজিত রায়, ১৪. নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, ১৫. বায়ান্নর ভাষা শহীদগণ, ১৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৭. স্বামী বিবেকানন্দ, ১৮. অতীশ দীপঙ্কর, ১৯. প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং ২০. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। বিজ্ঞ পাঠক, আপনি নিজে যদি ২০ জন শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকা তৈরি করতেন এবং আপনার পরিচিত কেউ, তাহলে কি দু'জনের দুটি তালিকা হুবহু মিলে যেতো? একান্ত বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া তা সম্ভব নয়। প্রাপ্ত তালিকাটির প্রসঙ্গে একথা স্মরণ রাখাই, সুবিধাজনক এবং সঙ্গত যে, এটি একটি গণরায়। এ রায় দিয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা-শিক্ষা এবং রাজনৈতিক-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী সর্বস্তরের বাঙালি জনগণ। কারো ব্যক্তিগত পছন্দের সঙ্গে বিবিসির তালিকার যেটুকু তফাৎ, সেটুকু তফাৎই বিদ্যমান ব্যক্তিক এবং সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। যদি আমাদের নিজস্ব পছন্দের অধিকাংশ নাম জরিপভিত্তিক তালিকায়, ক্রমাবস্থানে হেরফের সত্ত্বেও, অন্তর্ভুক্ত পাওয়া যায়, তাহলেই তো আমরা নিজেদের সমাজ এবং ইতিহাস সচেতন মানুষ বলে ভাবতে পারি।

জরিপে অংশগ্রহণ করেননি কিন্তু নিজস্ব পরিমণ্ডলে আলোচনা বা নিতান্তই ব্যক্তিগত কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য তালিকা তৈরি করেছিলেন, আমার জানা এমন দুটি উদাহরণ উল্লেখ করতে চাই। দেশে-বিদেশে শিক্ষা এবং কর্ম-অভিজ্ঞতার অধিকারী একজন উচ্চশিক্ষিত বিজ্ঞানী, ষাটের ঊর্ধ্বে বয়স, যাঁকে আমরা পরিচিত পরিমণ্ডলে যথার্থই নির্বিরোধী সজ্জন বলে মানি, বিবিসির নাম-ঘোষণা শুরুর পাঁচ-ছয়দিন পরই নিজের মনোনীত ১০ জনের তালিকা তৈরি করেছিলেন। তাঁর পছন্দের নামগুলো ছিল— রবিঠাকুর, বঙ্গবন্ধু, নেতাজী, জগদীশ বসু, বেগম রোকেয়া, শেরে বাংলা, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, কাজী নজরুল ইসলাম এবং ডা. বিধান রায়। সত্তর ছোঁয়া আরেক সুহৃদ সজ্জন, প্রতিদিন ঘোষিত নাম সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিমত জানাতে আমাকে টেলিফোন করতেন। বিবিসির নিয়ম মেনে তিনি নিজস্ব পছন্দের পাঁচজনের একটি তালিকা করেন ঘোষণা শুরুর দ্বিতীয় দিনেই। তাঁর তালিকায় ছিলেন— রবি ঠাকুর, বঙ্গবন্ধু, সুভাষ বসু, নজরুল এবং

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। কিন্তু তিনি ঘোষিত নামটি শুনেই প্রতিদিনই টেলিফোনে, ৫টি ছাড়া বাকি সকল ক্ষেত্রেই, কিছুটা আলোচনা করে বলেছেন, ঠিকই আছে, কি বলেন?

উল্লিখিত দু'জনের প্রণীত দুটি তালিকার ভিত্তিতে লক্ষণীয় যে, প্রথম জনের বাছাইকৃত দশটি নামের প্রথম পাঁচটি এবং দ্বিতীয় জনের বাছাইকৃত পাঁচটি নামের চারটি বিবিসি তালিকায় প্রথম পাঁচের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু প্রথম তালিকার দশটি নামের দুটি এবং দ্বিতীয় তালিকার পাঁচটি নামের একটি বিবিসির ২০ জনের তালিকাতেই স্থান পায়নি। সে হিসেবে উভয়ের তালিকাই, অবস্থানগত দিক বাদ দিলে, অন্তর্ভুক্তির ভিত্তিতে ৮০% শুদ্ধতার দাবিদার। মোটা দাগে অবশ্যই বলা চলে, তাঁরা দু'জনই বাঙালির জাতীয় ইতিহাস সম্পর্কে একান্ত সচেতন মানুষ। আর পরস্পর অপরিচিত ভিন্ন পেশা-পরিচয়ের এ দু'জন মানুষকে 'দ্রুত জরিপের দৈবচয়িত নমুনা' হিসেবে বিবেচনা করেই আমি জরিপ ফলাফলের গ্রহণযোগ্য শুদ্ধতার বিষয়েও কার্যত সংশয়মুক্ত হয়েছি। পরিসংখ্যান বিদ্যার এক তরুণ ছাত্র আমাকে বলেছে, বিবিসি ২০টি নাম বাছাই করতে গিয়ে সর্বোচ্চ ৫টি নাম পাঠানোর নিয়ম করাতে 'কেন্দ্রীয় প্রবণতা সংক্রান্ত বিচ্যুতি' ফলাফলকে কিছুটা হলেও প্রভাবিত করেছে। সর্বোচ্চ ২০টি পর্যন্ত যতো বেশি সংখ্যক নাম পাঠানোর বিধান করা হতো, বিচ্যুতির আশঙ্কা ততোই কমতো। ছাত্রটির অভিমত, ব্যাপক জরিপে প্রণীত তালিকার প্রথম দিকে তেমন হেরফের হতো না, কিন্তু বিচ্যুতি কমানো গেলে নিচের দিকে ফলাফল কিছুটা ভিন্ন হতে পারতো।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চার বছর আগে পরিচালিত এক অভিমত জরিপের মাধ্যমে 'ভোরের কাগজ' বিগত সহস্রাব্দের সেরা ১০ জন বাঙালির নাম সন্ধান করেছিল। সে জরিপের ফলাফলে পাওয়া নামগুলো ছিল— বঙ্গবন্ধু মুজিব, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, বিদ্রোহী কবি নজরুল, শেরে বাংলা ফজলুল হক, নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন, মওলানা ভাসানী, বেগম রোকেয়া, সুফিয়া কামাল, সোহরাওয়ার্দী এবং ড. মোহাম্মদ ইউনুস। ধারণা করা চলে, এ জরিপে অংশগ্রহণ করেছিলেন কেবল বাংলাদেশেরই মানুষ। কিন্তু বিবিসি'র জরিপে অংশ নিয়েছেন বিশ্বজোড়া বাঙালি সমাজ। সুতরাং তালিকা দুটিতে গরমিল ঘটাই স্বাভাবিক। কিন্তু উভয় তালিকার প্রথম চারটি নামের মিলটুকু অনিবার্যভাবেই লক্ষণীয় নয় কি? তালিকা-শীর্ষের নামগুলো দলীয় বা দেশীয় পরিচয়ে নয় বরংে সমগ্র বাঙালি সমাজের নির্বাচিত -এ সত্য অনস্বীকার্য। পরিসংখ্যানগত শুদ্ধতার প্রশ্নে জনৈক ছাত্রের যে অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে— তালিকার প্রথম দিকে তেমন হেরফের হতো না— সেটিও এ দুটি তালিকার মিল থেকেই সপ্রমাণ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় যে বন্ধুর কথা বলছিলাম, যিনি বিবিসির তালিকার ২০টির মধ্যে ৫টি নাম মেনে নিতে পারেননি, তার মধ্যে মাত্র একটি এখানে উল্লেখ করতে চাই — 'বায়ান্নর ভাষা শহীদ'। এ প্রসঙ্গে বন্ধুর জিজ্ঞাসা ছিল দুটি। প্রথমত, বোধগম্যভাবেই বিবিসি চেয়েছিল 'ব্যক্তি'র নাম, অথচ জরিপের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অংশগ্রহণকারী এক্ষেত্রে 'বায়ান্নর ভাষা শহীদ' অর্থাৎ ব্যক্তি-পরিচয়হীন 'ব্যক্তি-নাম' পাঠালেন। এটি কি একটি অবাক-করা বিষয় নয়? তবে তারচেয়েও

অবাক করার মতো বিষয় হচ্ছে, বন্ধুর দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা, যারা 'বায়ান্নর ভাষা শহীদ' নামোল্লেখ করলেন, তাঁরা 'একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা'র কথা বেমালুম ভুলে গেলেন কি করে? প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তিনি মন্তব্য করেন, এদেশে তো এমন অনেক নেতা-কর্মী আছেন, যারা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে হলেও ভাষা আন্দোলনকে স্বীকার করেন, নিজেদের ভাষা আন্দোলনে অশগ্রহণকারী এমন কি 'ভাষা সৈনিক' বলেও দাবি করেন, কিন্তু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করেন, বিরোধিতাও করেন। সুতরাং প্রশ্ন রয়েই যাবে, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী এমন ভাষা সৈনিক-কর্মী-সহযোগীদের সংগঠিত এবং সংঘটিত উদ্যোগের ফলেই কি এ উপাদানটি জরিপের ফলাফলে যুক্ত হলো?

এবার মূল তালিকাটির দিকে তাকানো যাক। শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে যে ১৯ জন বরণীয় ব্যক্তির নাম পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে ৭ জন রাজনীতিবিদ, ২ জন কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত, ২ জন সাধক, ২ জন সমাজ সংস্কারক, ২ জন শিক্ষাবিদ, ১ জন বিজ্ঞানী, ১ জন চলচ্চিত্র নির্মাতা, ১ জন অর্থনীতিবিদ এবং ১ জন মাত্র মহিলা, বেগম রোকেয়া, যাঁর প্রধান পরিচয় নারী শিক্ষার অগ্রদূত। কিন্তু তাঁকে শিক্ষাবিদ কিংবা সমাজ সংস্কারক হিসেবেও গণ্য করা চলে। আর যে দু'জন সাধকের নাম এসেছে, লালন শাহ এবং স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁদেরও মূল পরিচয় সমাজ সংস্কারক হিসেবে। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত একমাত্র জীবিত ব্যক্তি নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেন। অতীশ দীপঙ্কর, তিতুমীর এবং রামমোহন ছাড়া বাকি সকলেরই মূল কর্মজীবন কেটেছে বিংশ শতাব্দিতে। অর্থাৎ একটি সুপ্রাচীন সভ্যতর দাবিদার হলেও, এ যাবৎ বিশ শতকটাই ছিল বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব কাল।

আমার কলেজ পড়ুয়া পুত্র প্রশ্ন করেছে, তালিকায় রাজনীতিবিদদের এতো আধিক্য কেন? সরাসরি উত্তর না দিয়ে তার সঙ্গে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। জাতিসত্তার যে বহুমুখী অস্তিত্ব, একমাত্র রাজনীতিই কেবল তাকে সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত করে। তাছাড়া জাতিসত্তার চূড়ান্ত পরিচয় এবং বিকাশ স্বাধীনতার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। গত শতাব্দীর সুদীর্ঘকাল জুড়ে বাঙালি দুটি স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িত ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানকারী মহৎ ব্যক্তিবর্গের নাম মানুষ সব দেশে এবং সর্বদাই সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সুতরাং যারা বাঙালিকে স্বাধীন জাতিসত্তা অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়েছেন, তালিকায় তাঁদের নাম বেশি আসাই তো স্বাভাবিক। আর লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, এ লক্ষ্য অর্জনে যিনি অবিসংবাদিতভাবে সর্বোচ্চ সাফল্য লাভ করেছেন, তাঁর নামটিই এসেছে তালিকার সর্বোচ্চ স্থানে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঘোষিত তালিকার প্রথমে বঙ্গবন্ধু আর দ্বিতীয় অবস্থানে কবিগুরুর নাম আসায় বিদগ্ধ-বুদ্ধিজীবী মহলে কিঞ্চিত মতান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু জরিপে মতামত চয়নের ক্ষেত্রটা যখন উচ্চশিক্ষিত সুধী সমাজে সীমাবদ্ধ না রেখে, সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত করা হয়েছে, তখন এমন ফলাফলই কি একান্ত স্বাভাবিক নয়?

দুনিয়াতে কি এমন কিছু আছে, যে বিষয়ে সবাই একমত হতে পারে? অথবা এমন কিছু আছে বাংলাদেশে কিংবা বাঙালির জাতীয় জীবনে? সুতরাং বিবিসির উদ্যোগ,

তালিকার যে কোনো নাম এমনকি সমগ্র তালিকাটি নিয়েও ভিন্নমত থাকতেই পারে। তবে তাতে ইতিহাসের উৎস কিংবা গন্তব্য পাল্টে যাবে না। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, বঙ্গবন্ধুকে 'ট্রেইটার' বলেছিলেন ইয়াহিয়া, মুক্তিযুদ্ধকে 'ভারতের দুষ্কৃতকারীদের কারসাজি' বলেছিলেন ইয়াহিয়ার অনুসারী আরো অনেকেই। কিন্তু তাদের কথা সচেতন জনগণ আদৌ বিশ্বাস করেনি। মুজিবকে যিনি 'দেশদ্রোহী' বলে শাস্তি দেবার হুঙ্কার দিয়েছিলেন, তার পূর্বসূরিরাই শেরে বাংলাকে বলেছিল 'ভারতের লেলিয়ে দেয়া কুকুর' আর ভাসানীকে ভয় দেখিয়ে বলেছিল, 'শির কুচ্ দেঙ্গে', এদেরই অত্যাচার-ষড়যন্ত্রে সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুবরণ করেছিলেন বিদেশে। কুচক্রী-বাক্যবাগীশেরা তো আজ ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে হারিয়ে গেছেন অথচ মুজিব-শেরে বাংলা-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নাম উঠে এসেছে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিদের তালিকায়। ইতিহাস এভাবেই নিজেকে নির্ভুল রাখে, মানুষকে সঠিক পথ ও পরিচয় জানিয়ে দেয়। সুতরাং আজকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকা নিয়ে যে বিরোধ-বিরূপতার ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ জাগছে, তাতে বিস্মিত-বিমর্ষ হওয়ার কোনো কারণ আছে কি?

প্রশ্ন তুলছেন কেউ কেউ, এঁরাই যদি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হন, তাহলে ভবিষ্যতে কি আর শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করার মতো কোনো বাঙালির জন্ম হবে না? এমন প্রশ্নকারীদের সংশয়ের পেছনে একটা প্রত্যাশার আলোকবিন্দু লক্ষণীয়। বর্তমানের তালিকাটির 'সর্বকাল' অবশ্যই 'এযাবৎকাল' নির্দেশক। প্রশ্নকারীর প্রত্যাশার সঙ্গে আমাদের সমবেত প্রার্থনাও যুক্ত থাকবে— আরো অনেক মহৎ সন্তানের জন্ম হোক বাঙালি সমাজে। আজ থেকে শতাব্দী বা অর্ধশতাব্দী পরে যদি আবার এমন একটি তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তাহলে বর্তমান তালিকার অনেক নামই সে তালিকাতেও থেকে যাবে। আর আমাদের অর্থাৎ বাঙালি জাতির ভাগ্য ভালো হলে, নিশ্চয়ই কিছু নতুন নাম মিলবে সে তালিকায়। প্রত্যাশা করি, প্রার্থনা করি, তাই যেন হয়।

১০ এপ্রিল, ২০০৪

ভোরের কাগজ, বৃহস্পতিবার ৯ বৈশাখ ১৪১১, ২২ এপ্রিল ২০০৪

বাংলার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান

সরদার ফজলুল করিম

॥ ১৪-৪-২০০৪ : বুধবার ॥

আজ ছিল ১ বৈশাখ, বুধবার। আমি রমনার বটমূলে যেতে পারিনি। কিন্তু আজ ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য ছিল। তার একটা আভাস পেলাম সৌরভ-রতনতনু, ওরা যখন ওদের প্রেসক্লাবে আয়োজিত আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিতে আমাকে একটি ট্যাক্সিতে করে নিয়ে যেতে গিয়ে জ্যামে পড়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে আধঘণ্টার রাস্তা এক ঘণ্টাতেও পেরুতে পারছিলাম না, সেই ঘটনা দেখে। রতনতনু প্রতি মুহূর্তে ওর মোবাইল থেকে প্রেসক্লাবে রাইটার্স ফোরামের প্রধান রাহাত খানকে কেবল বলছিল : এই কাওরান বাজার ছাড়িয়ে

রেললাইন পেরুচ্ছি। এই তো প্রেসক্লাবের কাছাকাছি পৌঁছেছি। আমি খোঁড়া মানুষ বলে সকালে রাস্তায় বেরুতে পারিনি। তাই এই লোকারণ্যের দৃশ্য আমার জন্য দস্তুরমতো চমকই ছিল।

কিন্তু আসল চমক আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল রাত সাড়ে ১০টার বিবিসির সম্প্রচার।

'৭১ সালের যুদ্ধের সময়ে, নিজে গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত, একদিনের জন্যও বোধ হয় বিবিসি শোনা বন্ধ করিনি। কেবল আমি নই আমরা সবাই। আমরা বিবিসির তিন অক্ষর ভেঙে পুরো তৈরি করেছিলাম : 'বাংলাদেশ ব্রড কাস্টিং করপোরেশন' ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন নয়।

আজও রাত সাড়ে ১০টার সম্প্রচার আমার মনে '৭১-এর সেই স্মৃতি ফিরিয়ে এনে দুর্দান্ত এক চমকের সৃষ্টি করলো। আজকের বিবিসি'র সম্প্রচারে সংগঠক হিসেবে কে কে ছিলেন তাঁদের নাম আমি মনে রাখতে পারিনি। কিন্তু 'ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে' এরকম একটা অকল্পনীয় জরিপ হাতে নিয়ে তারা যে কেবল আমাদের বিস্মিত করেছিলেন, তাই নয়। তাঁরা নাটকীয়তা শুরু করেছিলেন মহাশূন্যে যাওয়ার কাউন্ট ডাউন পদ্ধতি গ্রহণ করে, ২০ থেকে শুরু করে, ২০তম অমুক, ১৯ তম অমুক, তারপর আঠারতম অমুক। শেষের দিকে গতকাল ২য় স্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকেও ঘোষণা করলেন অমুক বলে। এবার বাকি রইল ১ নং কে? এবং এভাবে এমন নিশ্ছিদ্র অনুমানের আবহাওয়া তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন যে, আজ সকালেও আমি কল্পনা করতে পারিনি। সেই বাকি ১নং সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে?

এটা জানার জন্য সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার বিবিসি ধরতে না পারলাম তো অপেক্ষা করলাম সাড়ে ১০টার জন্য।

এবং সাড়ে দশটাতে 'বিবিসি' তথ্য ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন পৃথিবীকে চমকে দিলো যে ঘোষণাটি দিয়ে তার ভাষা ছিল : আমাদের জরিপের শ্রোতারা বলেছেন যে, বাংলার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান!

কেন? কোন্ শ্রোতার কি কারণ, তার জন্য বিবিসি সংগ্রহ করেছিল : অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ইতিহাসবিদ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এবং রাজনীতিবিদ এবং প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ড. কামাল হোসেনকে।

আমি আর দেরি না করে আমার মিনি ক্যাসেট রেকর্ডারটি চালু করে এই নাটকটির সবটাই রেকর্ড করে রাখলাম : বাংলার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে? তার দ্ব্যর্থহীন জবাব : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের এ দল, ও দল, সে দলের পত্রিকার হেডলাইন নয়। পৃথিবীব্যাপী পরিচিত ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা : অন্য কারও সঙ্গে যুগ্মভাবেও নয়, একেবারে এককভাবে : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এমন অনুমান হয়তো কেউ কেউ করেছিলেন। কিন্তু বিবিসি'র জরিপের ফল অনুমানের মধ্যে রেখে আমরা শান্ত থাকতে পারছিলাম না, যতক্ষণ না সন্ধ্যা সাড়ে

সাত এবং রাত সাড়ে দশটায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণসহ বিবিসি ঘোষণা করলো ২০তম থেকে কাউন্ট ডাউন শুরু করে জরিপকে ১ নং-এ এসে থামতে হয়েছে : বাংলার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান হচ্ছেন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আমার আজ রাতের এই লিপি যখন একটার সময়ে বন্ধ না করে উপায় নেই। কাল সকালে খবরের কাগজের, এ কাগজ, সে কাগজের হেডলাইনের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপার জন্য, নির্ঘুমে হলেও আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

আমার মনে হয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল জলিল এমন একটি চমক দানেরই স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু তিনিও কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন, বর্তমান মুহূর্তের নৈরাজ্যিক বাংলাদেশে বিবিসির জরিপের শেষ ফলটিতে ঘোষিত হবে বাংলাদেশের সর্বকালের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমি মনে করি এই ঘোষণার আতঙ্কেই খুনির দল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল আর সেই হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী হত্যাকারীদের পোষ্য সরকার সেই হত্যাকাণ্ডের বিচার বন্ধ করে দিয়ে আজও সেই বিচারের খেলা চালিয়ে যাচ্ছে : খুনিদের দায়মুক্তির তথাকথিত আইন করে তো বটেই। গণআন্দোলনে ইনডেমনিটি আইন বাতিল করার পরে আজও।

আমি আজ জলিল সাহেবের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবো : বর্তমান সরকার পদত্যাগ যদি নাও করে তবু গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে অবিলম্বে সৎ, স্বচ্ছ মধ্যবর্তী নির্বাচন হবে বাঙালি জাতির 'অদ্যকার অরডার অফ দি ডে।'

ভোরের কাগজ, সোমবার ১৩ বৈশাখ ১৪১১, ২৬ এপ্রিল ২০০৪

বিবিসির জরিপের আগে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি তাহলে কে ছিলেন?

মেসবাহউদ্দিন মুনতাসীর

এক.

বিবিসির বাংলা সার্ভিস এই বৈশাখের প্রথম দিনে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত করেছে। বিবিসির প্রায় মাসখানেক ধরে বাংলা শ্রোতাদের মাঝে এই জরিপ পরিচালনা করে। বিবিসি খুব একটা শোনা হয় না। কিন্তু সংবাদপত্রগুলোর কল্যাণে প্রায় মাসখানেক ধরেই জরিপে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের নাম আগ্রহ ভরে পড়েছি। ইতিহাসের আলোকে এই নামগুলো আমাকে খুব একটা অবাক করেনি। কিন্তু আমি অসম্ভব বিস্মিত হয়েছি বঙ্গবন্ধুকে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ঘোষণায় যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা দেখে। আওয়ামী লীগ আনন্দ মিছিল করেছে, বিরোধীদলীয় নেতা বিবিসি ও তার শ্রোতাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন, প্রগতিশীল পত্রিকাগুলো উচ্ছ্বসিত সম্পাদকীয় ও কলাম প্রকাশ করছে। পুরো ব্যাপারটা দেখে মনে হচ্ছে বিবিসি এমন একটা ফলাফল ঘোষণা করেছে যা আগে থেকে আমরা জানতাম না। ব্যাপারটা কি আসলেই তাই? এই জরিপের আগে কি তাহলে বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ছিলেন না?

দুই.

পৃথিবীতে আমরাই বোধহয় একমাত্র জাতি যারা তাদের নিজেদের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধের নেতৃত্ব, ঘোষণা থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠার ব্যাপার নিয়ে দ্বন্দ্বে ভুগি। স্বাধীনতার জন্য যে ৩০ লাখ মানুষ প্রাণ দিয়েছে সেটা নিয়ে পর্যন্ত আমরা বিতর্কে মেতে উঠি। তর্ক করি যে, ৩০ লাখ নয়, বড়োজোর লাখ পাঁচেক মানুষ মারা গিয়েছিল একাত্তরে। যেন ৫ লাখ সংখ্যাটা নিতান্তই সামান্য। সেই দেশে যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক থাকবে সেটা খুব স্বাভাবিক।

বিবিসি বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ঘোষণা করেছে। তাই চারদিকে এতো উচ্ছ্বাস। কিন্তু বিবিসির কথাই কি শেষ কথা? যদি বিবিসির জরিপে জিয়াউর রহমান শ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হতেন তাহলে ব্যাপাটা কি দাঁড়াতো? ই-মেইলে ভোট দিয়ে কাউকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি বানানো খুব সহজ কাজ।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যদি বাংলাদেশের বাঙালিদের মধ্যে এই জরিপ হয় এবং সবাই যদি এতে অংশগ্রহণ করে তাহলে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে প্রথম স্থান অর্জন করা খুবই কঠিন কাজ হতো। রবীন্দ্রনাথ তো দ্বিতীয় স্থান পরের কথা, প্রথম দশজনে থাকতেন কি-না আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গত তিনটি নির্বাচনের ফলাফল অন্তত তাই বলে।

বিবিসির নির্বাচনে অংশ নিয়েছে মাত্র কয়েক হাজার শ্রোতা। এদের নির্বাচনের রায় নিয়ে চারদিকে এতো হইচই পড়ে গেছে যে, পুরো ব্যাপারটা ছেলেমানুষির পর্যায় চলে যাচ্ছে। জাতি হিসেবে ২০০ বছরের পরাধীনতা সম্ভবত আমাদের জিনে হীনম্মন্যতা ঢুকিয়ে দিয়েছে। নাহলে সে জিনিসটা আমাদের সব সময়ই জানা উচিত ছিল। যা নিয়ে কখনো কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত ছিল না সেই কথাই বিদেশী এক সংবাদ সংস্থার মুখে শুনে আমরা উচ্ছ্বসিত। আজকেও খবরে দেখলাম বিরোধী দলীয় নেত্রী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির কন্যা হিসেবে নিজেকে দাবি করেছেন। এই সহজ, সরল সত্যটা'কি তিনি এতোদিন জানতেন না?

তিন.

আমি বিবিসিকে দোষ দেই না। তারা একটা জরিপের আয়োজন করেছে। অন্যান্য দেশেও তারা এই রকম জরিপের আরো আয়োজন করেছে। শ্রোতারাও তাতে অংশগ্রহণ করেছে। এতোটুকু পর্যন্ত সবকিছু ঠিকই আছে। কিন্তু জরিপের ফলাফলের প্রতিক্রিয়াটা জাতি হিসেবে আমাদের বিস্মৃতিপরায়ণতাকেই তুলে ধরছে। ভাবটা এমন, আমরা সবাই ভুলে গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু কে ছিলেন।

এই মানুষটি যাকে আমরা অনেকে অনেক নামে ডাকি; কেউ বঙ্গবন্ধু, কেউ শেখ মুজিব, কেউবা শুধু মুজিব আমাদের একটা স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। আমাদের ইতিহাসে সেই স্বপ্ন কেউ কোনোদিন বাস্তবায়ন করতে পারেনি, আমরা তাঁর নেতৃত্বেই তা পূরণ করেছি। আজকে এই দেশে আমি আপনি যে যা কিছু বলছি

সবকিছু সম্ভব হচ্ছে আমাদের একটি স্বাধীন ভূ-খণ্ড আছে বলে এবং এই ভূ-খণ্ড তিনি না থাকলে আদৌ কখনো আমাদের হতো কি-না তা সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। অথচ আমরা কি দারুণভাবে তার প্রতিদান তাঁকে দিয়েছি এবং এখন তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে আদ্যিখ্যেতা দেখাচ্ছি! তাও সেটা তাঁর মৃত্যুর প্রায় ৩০ বছর পর।

ধরে নেই বাংলাদেশের সব মানুষ কোনো এক জরিপে অংশ নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি ঘোষণা করেছে। তাতে কি এটাই প্রমাণিত হবে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নন? না, তা কখনোই হবে না। বরং বলা যাবে এমন কোনো কিছু যদি ঘটে তাহলে তা হবে এই দেশের কোনো এক অকৃতজ্ঞ প্রজন্মের নিজস্ব চিন্তাধারা যারা নিজেদের দেশের ইতিহাস আর শিকড় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অকৃতজ্ঞতা আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাতে এই সত্য মুছে ফেলা যাবে না বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম এবং এই দেশের ইতিহাস লিখতে হলে তাঁর নাম সর্বপ্রথমে লিখতে হবে। এরপরও যদি তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ না হন, তাহলে কে হবে আমি জানি না।

বরং বলা যায় বিবিসির উচিত ছিল বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে এই জরিপ পরিচালনা করা। ভারতে যেমন হয়েছে। সেখানে আউটলুক পত্রিকা শ্রেষ্ঠ ভারতীয় নির্বাচিত করেছে মাদার তেঁরেসাকে। ভারতের জাতির জনক হিসেবে তারা মহাত্মা গান্ধীকে জরিপের ঊর্ধ্বে রাখে। একেই বলে সত্যিকার অর্থে সম্মান জানানো।

চার.

বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর থেকে অন্য সবার দূরত্ব অনেক। বিবিসির শ্রোতারা তাই যথার্থভাবেই তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত করেছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে পুরো ব্যাপারটা আমাদের স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করা উচিত ছিল। সেটা না করে ব্যাপারটা আমরা এমন বানিয়ে ফেলেছি যে, মনে হচ্ছে আমরাই ভোট দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে সর্বশ্রেষ্ঠ বানিয়ে ফেলেছি। এতে তাঁর কোনো ক্ষতি হচ্ছে না আমাদের দীনতাই প্রকাশ পাচ্ছে।

বিবিসির ভোট না হলেও বঙ্গবন্ধু সর্বশ্রেষ্ঠ থাকতেন। সেটা আমরা স্বীকার করি আর না করি। আর আমরা যদি তা না করি (যেমন করেছে ছাত্রদল) তাহলে ভবিষ্যতের কোনো এক প্রজন্ম আমাদের উপহাস করবে। আমি নিশ্চিত তারা তা করবে। বঙ্গবন্ধু যেখানে আছেন তাঁকে সেখানে থাকতে দেওয়াই শ্রেয়। এই কথাটি সবচেয়ে বেশি মনে রাখা উচিত আওয়ামী লীগের। তাদের উচিত এখন প্রতি পদে এটা না বলা যে, বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। তাতে এটাই প্রমাণ হবে তিনি এতোদিন তা ছিলেন না এবং বিবিসির জরিপের পরই তা ঘটেছে।

আমরা চাই বা না চাই তিনি সবসময়ই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। একটি বিদেশী রেডিওর জরিপ শুনে যদি আমাদের সেই সন্দেহের অবসান ঘটে তাহলে তা আমাদের জন্যই দুর্ভাগ্যজনক ও অপমানকর।

ভোরের কাগজ, বুধবার ১৫ বৈশাখ ১৪১১, ২৮ এপ্রিল ২০০৪

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এমনটিই হওয়ার কথা ছিল

ড. আবদুল মান্নান

ইংরেজি ভাষায় কিছু কিছু শব্দ আছে যার সঠিক বাংলা অনুবাদ কিছুটা কঠিন। যেমন ইলেকট্রিফাইং। হয়তো হতে পারে শরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে যাওয়ার মতো অনুভূতি। তেমনি এক অনুভূতি হয়েছিল গত ১ বৈশাখ, বুধবার বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ৬টায় যখন সুদূর লন্ডন থেকে বিবিসির বাংলা অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ঘোষণা করা হলো সর্বকালের সবৃশ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। এর পরপরই প্রচারিত হয় ৭ মার্চের সেই মহাকাব্যের অংশ বিশেষ— 'এরপর আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।'... 'মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।'

শ্রোতা জরিপের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচনের জন্য বিবিসি কাজটি শুরু করেছিল অনেকটা সাধারণ শ্রোতাদের অগোচরেই গত ২৬ মার্চ। শুরুতে অনেক শ্রোতাই বিষয়টি হয়তো তেমন আমলে নেননি। এমনকি ২০তম স্থানটি যখন সোহরাওয়ার্দীর দখলে যায় তখনও বিষয়টি অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ২৭ মার্চ যখন ১৯তম স্থানে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়ার নাম ঘোষিত হলো তখন প্রথমবারের মতো বিষয়টির ওপর মানুষ নজর দেয়। ব্যাপার কি? সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় একেবারে ১৯তম স্থানে জিয়াউর রহমান? তখন থেকে মূলত এই কাউন্টডাউনের প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি। ইতিমধ্যে বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রধান সাবির মুস্তাফা এই শ্রোতা জরিপ প্রসঙ্গে বেসরকারি টিভি চ্যানেল আই'তে বিস্তারিত বক্তব্য রেখেছেন। যে পদ্ধতিতে এই জরিপ পরিচালনা হয় তা বিজ্ঞানসম্মত এবং নমুনা জরিপের একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। সব জরিপেই কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। এখানেও ছিল।

কারো কারো ক্ষেত্রে এখানে নিশ্চয় সংগঠিত বা পরিকল্পিত ভোটিং হয়েছে যা ইতিমধ্যে মুনতাসীর মামুন তার ১৬ এপ্রিলের ভোরের কাগজের মন্তব্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন। এই অনুমানটি আরো বিশ্বাসযোগ্য হয় যখন দেখি কাদের সিদ্দিকী ২১তম স্থানে, গোলাম আযম ২৪তম এবং আন্তর্জাতিকভাবে বেগম জিয়া ৪০-এর কোঠায়। শেখ হাসিনা ২৭তম। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে ২১তম স্থান দখল করার মতো কাদের সিদ্দিকী যে নন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একাত্তরের রণাঙ্গনের তিনি একজন অকুতভয় মুক্তিযোদ্ধা। বঙ্গবন্ধু সরকার বীরত্বের জন্য তাকে বীরউত্তম খেতাবে ভূষিত করেছিল। বিগত দেড়যুগ ধরে তিনি নানা ঘটনা দুর্ঘটনার জন্ম দিয়েছেন, বিতর্কিত হয়েছেন। তার পক্ষে পরিকল্পিত ভোটিং না হলে তিনি ঐ স্থানে যেতে পারতেন না। গোলাম আযমের বেলায়ও তা সম্ভবত সত্য। একাত্তরের স্বাধীনতা বিরোধী ভূমিকার জন্য তিনি দেশে ও দেশের বাইরে বাংলাদেশের বাঙালিদের কাছে চরমভাবে নিন্দিত। কিন্তু তার দলের আছে একঝাঁক

নিবেদিতপ্রাণ ক্যাডার যারা প্রশ্নাতিতভাবে তাদের দল ও নেতার প্রতি একশত ভাগ অনুগত।

জাতীয়তাবাদী দলের নেতা-কর্মীরা এই ধরনের জরিপের গুরুত্ব অনুধাবন করে পরিকল্পিত ভোটিং করলে তাদের প্রিয় দেশনেত্রীর এমন করুণদশা হতো না। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাও এসব ক্ষেত্রে অনেকাংশে চরম উদাসীন। আমি এদের অনেককেই প্রশ্ন করে জেনেছি তারা জানতেনই না বিবিসি এরকম একটি জরিপ করছে। রাজপথের রাজনীতিতে তাদের যতোই পারদর্শিতা থাকুক জরিপের মতো এতো সফিসটিকেটেড কার্যকলাপে তাদের কোনো আগ্রহ আছে বা ছিল তা কখনো মনে হয়নি।

২০তম স্থানের পর কারা কোন স্থান পেয়েছে তা এখন আর কোনো বিবেচ্য বিষয় নয় যদিওবা জামাতের লিফলেট দৈনিক সংগ্রাম ১৬ তারিখের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি সংবাদটি পরিবেশন করতে গিয়ে বক্স করে শিরোনামে লিখেছে শ্রোতা জরিপে গোলাম আযমের স্থান শেখ হাসিনার উপরে। এইসব আলোচনা যাক। এখন আসি জরিপে বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচন বিষয় নিয়ে। বলতে দ্বিধা নেই এরকম ফলাফল হওয়াটাই প্রত্যাশিত ছিল যদিও বিশ্বকপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বিতীয় স্থানে চলে আসাতে অনেকেই একটু বিব্রত হয়েছেন। এটাও স্বাভাবিক।

কোনো একটি আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে শ্রোতা জরিপে নির্বাচিত করার বিষয়টি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি আমার কাছে। এর প্রধান কারণ বঙ্গবন্ধু ইতিহাসকে যা দিয়েছেন তা অন্য কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। বিশ্বকপি রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা আর সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে গিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি অমর হয়ে থাকবেন। আগামীতে অন্য কোনো বাঙালিও সাহিত্যের জন্য হয়তো নোবেল পুরস্কার পাবেন। কিন্তু একটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি অন্য কোন বঙালির পক্ষে সম্ভব, তা ইতিহাসের আলোয় এবং বর্তমান ভূরাজনীতির প্রেক্ষাপটে প্রায় অসম্ভব। এই বাস্তবতাটা বুঝতে বড়ো মাপের ইতিহাসবিদ হওয়ার প্রয়োজন হয় না। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার নাম কেন এই তালিকা থেকে বাদ পড়লো। বলে নেওয়া ভালো এই তালিকাটি প্রণয়নের পিছনে একটি সমষ্টিগত মতামত কাজ করছে। পলাশীর যুদ্ধে যখন বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হচ্ছিল তখন সে যুদ্ধক্ষেত্রের দৃষ্টি সীমানার মধ্যে কৃষকরা কৃষি কাজে ব্যস্ত ছিল। কেন এমনটি হলো? ঐতিহাসিকদের মতে, তার প্রধান কারণ নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্র পরিচালনায় অথবা স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে সম্পৃক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এখানেই বঙ্গবন্ধুর সফলতা।

১৫ এপ্রিল ড. কামাল হোসেন তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোরবিরোধী নিক্সন প্রশাসনের পররাষ্ট্র সচিব কিসিঞ্জারের বক্তব্য উদ্ধৃতি করে মন্তব্য করে বলেছেন, বঙ্গবন্ধু ডিফাইড হিস্ট্রি। হেনরি কিসিঞ্জারের মতে বঙ্গবন্ধু সমকালীন ইতিহাসের পথে চলতে অস্বীকার করেছিলেন। তার মতে

সমসাময়িক রাজনীতির (যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও আরব রাষ্ট্রসমূহের প্রচণ্ড বিরোধিতা) প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের কথা ছিল না। এটি সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের কারণে। কোনো তেলের ড্রামের ওপর দাঁড়িয়ে এ নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়নি অথবা কোনো একজন মেজরের ঘোষণাতেও হঠাৎ করে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের আবির্ভাবও হয়নি। এর পিছনে ছিল এক দীর্ঘ ইতিহাস। এই ইতিহাসের মহানায়ক একজন কালজয়ী রাষ্ট্রনায়ক বা স্টেটসম্যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। পাকিস্তানি জমানার ২৪ বছরের বেশি সময়ের প্রায় ১২ বছর ১৮ দফায় বঙ্গবন্ধু কাটিয়েছেন জেলের কারান্তরালে। কখনো সকালে মুক্ত হয়ে আবার বিকালে গ্রেফতার হয়েছেন। এক কাপড়েই জেলে যেতে হয়েছে অনেকবার। তার একমাত্র অপরাধ তিনি বাংলার গণমানুষের মুক্তি চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। যেমনটি চেয়েছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা, হো চি মিন অথবা আহমেদ বেন বেল্লা। স্বাধীনতা এমন একটি জিনিস যা চাইলেই পাওয়া যায় না। এটি অর্জন করতে হয়। সে অর্জনের পিছনে থাকে অনেক ত্যাগ, অনেক তিতিক্ষা আর সর্বোপরি যোগ্য নেতৃত্ব। যুক্তরাষ্ট্র, আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে হাজার-লক্ষ স্বাধীনতাকামী মানুষের রক্তের বিনিময়ে। স্বাধীনতার জন্য রক্ত আদায় করতে হলে চাই সম্মোহনী নেতৃত্ব। নেতাজী সুভাষ বসু বলেছিলেন, আমাকে রক্ত দাও আমি স্বাধীনতা দেবো। নেতাজী যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলেন সেখানে সফল বঙ্গবন্ধু।

তার আহ্বানে মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেশপ্রেমের জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মহান মুক্তিযুদ্ধে।

বাংলার মানুষের মুক্তি চাইতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু দু'বার মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন। প্রথমবার ১৯৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আইয়ুব খান তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়বার ১৯৭১ সালে বাঙালির স্বাধীনতা চাওয়ার অপরাধে। ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেছিল— শেখ মুজিব রাষ্ট্রদ্রোহী। মৃত্যুই রাষ্ট্রদ্রোহিতার একমাত্র সাজা। বলেছিলেন— This time this man (শেখ মুজিব) shall not go unpunished. হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন কারণ সে রাষ্ট্র ছিল একটি ঔপনিবেশিক শাসনের আদলে পরিচালিত রাষ্ট্র। পাকিস্তান নামক এই বিকলাঙ্গ রাষ্ট্রটির প্রশাসন দীর্ঘ ২৪ বছরেরও বেশি সময় পূর্ব বাংলাকে ঔপনিবেশিক কায়দায় শোষণ করেছে। এই শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৬ বছর অনেক রাজনৈতিক নেতা প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। লড়াই করেছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক প্রমুখ। লড়াই করেছেন বাংলার আপামর কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা। এদের রক্তেই লাল হয়েছে বাংলার সবুজ প্রান্তর। এ লড়াইয়ের এক ক্রান্তিকালে লড়াইয়ের মশাল হাতে নিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। এই মহানায়কের নেতৃত্বেই বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালি প্রথমবারের মতো স্বাধীন হলো।

আগেই উল্লেখ করেছি, বিবিসি শ্রোতা জরিপে বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে মনোনীত না করলেও কোনো কিছু আসে যায় না। ইতিহাসের বরপুত্র ইতিহাসেই তাঁর স্থান করে নিয়েছেন। হোক না হাজার চেষ্টা তাঁর নাম নিশানা মুছে ফেলতে। আলোর উৎস যেমন সূর্য তেমনি বাঙালি ও বাংলাদেশের উৎস বঙ্গবন্ধু। তিনিই আমাদের পরিচয় তিনিই আমাদের ঠিকানা। বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ঘোষণার পর বোধগম্য কারণে একশ্রেণীর মানুষের প্রচণ্ড গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। জামাতের মুখপাত্র দৈনিক সংগ্রাম লিখেছে এটি ছিল বিবিসির মোড়কে আওয়ামী লীগ জরিপ। তারা কি জানে যে লন্ডনের বিবিসি বাংলা বিভাগে প্রায় প্রতিটি টেবিলে এই বাক্যটি লেখা আছে যে সংবাদ বা বিবিসির নিজস্ব কোনো অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবের নামের আগে যেন বঙ্গবন্ধু শব্দটি ব্যবহার করা না হয় কারণ ঐ বিশেষণ আওয়ামী লীগের নিজস্ব দলীয় বিশেষণ। বিবিসির নিরপেক্ষতার স্বার্থেই এই নির্দেশটা দেওয়া আছে। বিবিসির নিরপেক্ষতা বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। পৃথিবীর কোন জিসিটা বিতর্কের ঊর্ধ্বে?

১৪ এপ্রিল চ্যানেল আই টিভিতে জামাতপন্থী জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক বলে পরিচিতি সাপ্তাহিক হলিডে সম্পাদক এনায়েতউল্লাহ খান বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রধান সাবির মুস্তাফাকে প্রায় ঘণ্টাখানেক সাক্ষাৎকার নেওয়ার নাম করে জেরা করে জরিপের ফলাফলটি প্রশ্নবিদ্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। সাংবাদিক এনায়েতউল্লাহ খান নানা কারণে বাংলাদেশের সংবাদপত্র জগতে আলোচিত সমালোচিত। বলতে গেলে তিনি বনেদি পরিবারের সন্তান। বাবা আবদুল জব্বার খান আইয়ুব খানের সামরিক শাসন ও মৌলিক গণতন্ত্রের সময় পাকিস্তানের গণপরিষদের স্পিকার ছিলেন। ভাইদের মধ্যে রাশেদ খান মেনন সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে আজীবন সম্পৃক্ত। প্রয়াত বড়ো ভাই ওবায়দুল্লাহ খান আমলা হলেও খ্যাতি ছিল কবি হিসেবে। এক বোন জোট সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী। এনায়েতউল্লাহ খান সম্পাদিত সপ্তাহিক হলিডে পত্রিকা স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে জোরালো ভাষায় সমর্থন করেছিল। এনায়েতউল্লাহ খান বর্তমানে নিউএজ নামের একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বর্তমানে হলিডে ও নিউএজ মূলত দৈনিক ইনকিলাবেরই ইংরেজি সংস্করণ বললে বাড়িয়ে বলা হবে না।

এনায়েতউল্লাহ খানকে যে কোনো কারণেই হোক বঙ্গবন্ধু খারাপ নজরে দেখতেন না। ১৯৭৫ সালে বাকশাল কায়েম হওয়ার পর সংবাদপত্র প্রকাশনা বিষয়ে বঙ্গবন্ধুকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য যে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয় তার অন্যতম সদস্য ছিলেন এনায়েতউল্লাহ খান। বঙ্গবন্ধু চারটি পত্রিকা বাদে অন্য পত্রিকাগুলো যে বন্ধ করে দিয়েছিলেন তার পিছনে এনায়েতউল্লাহ খানের পরামর্শের বিষয়টি তিনি নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারবেন না। বঙ্গবন্ধুর স্নেহ ও কৃপাধন্য এনায়েতউল্লাহ খানের বর্তমান ভূমিকা সেই পুরনো বাংলা প্রবাদকেই প্রমাণ করে যে, কাউকে উপকার করতে গেলে সে-ই সুযোগ পেলে প্রথমেই উপকারকারীর অপকার করতে দ্বিধা করবে না।

আজকের লেখাটি শেষ করবো যিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্যতাহীন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত তার কথা দিয়ে। তিনি সব সরকারের

সময়ই গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত স্নেহভাজনও ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ব্যতিক্রম শুধু আওয়ামী লীগের শাসনকালে কোনো মন্ত্রিসভায় কখনো স্থান পাননি। ব্যক্তিটি হলেন বহুল আলোচিত বর্তমান জোট সরকারের আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। তার ডিগবাজিসর্বস্ব রাজনীতির জন্য তিনি সমালোচিত হলেও আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে কয়েকজন ব্যক্তি কিছুটা লেখাপড়া করেন এবং লেখালেখি করেন তাদের মধ্যে ব্যারিস্টার মওদুদের নাম করতে হয়।

১৯৮৩ সালে তিনি Bangladesh : 'Era of Sheikh Mujibur Rahman' শিরোনামে একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯৮৭ সালে বইটির প্রথম বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মওদুদ আহমদ তার গ্রন্থে দ্বাদশ অধ্যায়ে লিখেছেন— 'শেখ মুজিবের আবির্ভাব বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের সবচাইতে বড়ো ঘটনা। তাঁর মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই তাঁর সমাধি রচিত হয়নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি রূপকথার নায়কের মতোই ভাস্বর হয়ে থাকবেন। হয়তো বাংলাদেশের ইতিহাসে শেখ মুজিবের চাইতেও প্রজ্ঞাবান, দক্ষতর, সুযোগ্য ও গতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় ঘটেছে বা ঘটবে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় পরিচিতি নির্ধারণে তাঁর চাইতে বেশি অবদান রেখেছেন, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।... সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র বা নব্য মৌলবাদ যেটাই বাংলাদেশের আর্থসামাজিক কাঠামোতে ভিত গেঁড়ে বসুক না কেন, বা এদেশে যতো বিপ্লবী বা প্রতিক্রিয়াশীল সরকারই ক্ষমতায় আরোহণ করুক না কেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ চিরদিন শেখ মুজিবের কীর্তি হিসেবে ইতিহাসের পাতায় অমলিন হয়ে থাকবে।'

বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচন কাকতালীয়ভাবে মওদুদ আহমেদের ভবিষ্যদ্বাণীই সমর্থন করে। একটি চরম প্রক্রিয়াশীল শক্তি যখন ক্ষমতায় তখন একটি বিদেশী সংবাদ মাধ্যম বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে আখ্যায়িত করলো।

তবে আবারো বলি এই ধরনের সার্টিফিকেট বঙ্গবন্ধুর মতো কালজয়ী মহাপুরুষদের কোনো প্রয়োজন নেই।

ভোরের কাগজ, শুক্রবার ১৭ বৈশাখ ১৪১১, ৩০ এপ্রিল ২০০৪
বঙ্গবন্ধু ঃ বাঙালির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান
রাশেদ বেলাল

বিবিসির শ্রোতা জরিপে সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। শত অপপ্রচার, রাজনৈতিক অপমেরুকরণ, ইতিহাসের পাতা থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার হীন প্রচেষ্টা— এর সবগুলোকে উপেক্ষা করে বিবিসির দর্শকশ্রোতারা তাঁকেই নির্বাচিত করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর পিতা-মাতার আদরের খোকার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বিকাশ মূলত শুরু হয় তাঁর স্কুলজীবনেই। বঙ্গবন্ধু যখন গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র, তখন তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সঙ্গে নিয়ে গোপালগঞ্জে এলে, তাঁদের কাছে তিনি স্কুলের ভাঙা ছাদ নির্মাণের ছাত্রদের দাবির নেতৃত্ব প্রদান করেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন যখন ঘোষণা করেন যে, পূর্ব বাংলার নাগরিকদের উর্দুকে তাদের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে হবে, তখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র এবং জনতা এর প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। একই বছরের ২ মার্চ ফজলুল হক হলে মুসলিম লীগ ব্যতীত অন্য দলগুলোর সমন্বয়ে আয়োজিত এক সভায় অল পার্টি স্টেট ল্যাংগুয়েজ অ্যাকশন কাউন্সিল গঠনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রণীত রেজুলেশনটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস করা হয়। অ্যাকশন কমিটি বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের চক্রান্তের প্রতিবাদে ১১ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল ডাকলে, হরতাল চলাকালীন সেক্রেটারিয়েট ভবনের সামনে বিক্ষোভরত অবস্থায় পুলিশ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের প্রতিবাদে সারা বাংলাদেশের ছাত্ররা প্রতিবাদে ফেটে পড়লে অবস্থা বেগতিক দেখে শাসকচক্র ১৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি প্রদান করতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধু জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর, ১৬ মার্চ অল পার্টি অ্যাকশন কাউন্সিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় এক র‍্যালি বের করে। বঙ্গবন্ধু ঐ র‍্যালির নেতৃত্ব দেন। কিন্তু আবারো পুলিশ হামলা চালিয়ে ঐ র‍্যালি ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পুলিশের ঐ অ্যাকশনের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ১৭ মার্চ আবারো দেশব্যাপী হরতালের ডাক দেন। পরবর্তী সময় ১৯ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের দাবি আদাযের আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। ১১ সেপ্টেম্বর তাঁকে পুণরায় গ্রেফতার করা হয়। ৪ মাস পর জেল থেকে ছাড়া পেয়েই বঙ্গবন্ধু আবারো আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

২৩ জুন যখন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় তখন কারারুদ্ধ থাকা অবস্থাতেই বঙ্গবন্ধুকে পার্টির জয়েন্ট সেক্রেটারি নির্বাচিত করা হয়। জুনের শেষ দিকে জেল থেকে ছাড়া পেয়েও আবারো সেপ্টেম্বরে ১৪৪ ধারা ভাঙার অপরাধে তাঁকে আটক করা হয়। শাসকচক্র তাঁকে আটক রাখতে না পেরে আবারো মুক্তি প্রদানে বাধ্য হয়। এরপর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের ঢাকা সফরের সময়, আওয়ামী মুসলিম লীগের মঙ্গাবিরোধী মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় বঙ্গবন্ধুকে আবারো গ্রেফতার করা হয়। ঐ সময় বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে বঙ্গবন্ধুকে আড়াই বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

এরপর ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন যখন ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে অবিভক্ত পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখন দেশব্যাপী শ্রমিক, ছাত্র, জনতা, পেশাজীবী সকলে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠেন। জেলখানায় কারারুদ্ধ অবস্থায় থেকেই বঙ্গবন্ধু তখন এই ঘোষণার প্রতিবাদে বিক্ষোভের ডাক দেন। জেলখানা থেকে তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে, ২১ ফেব্রুয়ারিকে দাবি

দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, বিক্ষোভের ডাক দেওয়ার জন্য স্টেট ল্যাংগুয়েজ অ্যাকশন কাউন্সিলের প্রতি আহ্বান জানান। ঐ সময় আন্দোলনের পক্ষে ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি জেলখানায় অনশন কর্মসূচি শুরু করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা অমান্য করে ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে আসলে, বা প্ররোচনায় পুলিশ গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার এবং শফিউর নিহত হন। জেলখানা থেকে বঙ্গবন্ধু পুলিশের বর্বরোচিত হামলার কঠোর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

ভাষা আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ট অবস্থানের কারণে তিনি যাতে আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে কম যুক্ত রাখতে পারেন, সে জন্য তৎকালীন শাসকচক্র তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ফরিদপুর কারাগারে স্থানান্তর করে। ২৬ ফেব্রুয়ারি তাঁকে মুক্তি প্রদান করা হয়।

১৯৫৩ সালের ৯ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী, ফজলুল হক এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৪ নভেম্বর সকালে ২১ দফা কর্মসূচিকে সামনে রেখে গঠিত করেন যুক্তফ্রন্ট। ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চের সেই নির্বাচনে মোট ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টি আসন। আওয়ামী লীগ একাই লাভ করে ১৪৩টি। সময় বঙ্গবন্ধু তাঁর গোপালগঞ্জ নির্বাচনী এলাকায় মুসলিম লীগের শক্তিশালী প্রার্থী ওয়াদিজ্জুমনাকে ১৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮-৫২ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু এবং অন্য নেতৃবৃন্দের আপোসহীন ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বস্তুত পূর্ব বাংলার নাগরিকদের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়। যদিও আন্দোলন তখন কেবল ভাষাগত অধিকার আদায়কে ঘিরে পরিচালিত হচ্ছিল। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের ধারণা এই সময়ই পূর্ব বাংলার বাঙালিদের ভেতরে স্বাধীন বাংলাদেশের অধিকার আদায়ের বীজ রোপিত হয়।

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান একটি ক্যু-এর মাধ্যমে যখন পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন তখন বঙ্গবন্ধুকে আবারো গ্রেফতার করা হয়। ১৪ মাস বিনা কারণে তাঁকে কারাগারে আটক রেখে মুক্তি প্রদান করার পর ১৯৬২ সালে তাঁকে আবারো গ্রেফতার করা হয়। সময় আইয়ুব খান সর্বকালের দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন্মশতবার্ষিকী পালনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে দেশব্যাপী উত্তেজনা আবারো ব্যাপক আকার ধারণ করে। আইয়ুব খান সে সময় শুধু বিশ্বকবির জন্মশতবার্ষিকী পালনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কবির কোনো কবিতার আবৃত্তি বা প্রচারের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙে দিলে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ ১৯৬৬ সালে ২১ দফার পরিবর্তে ৬ দফার অধিকার আদায়ের আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২১ দফা আন্দোলনের মূল বিষয় যেখানে ভাষাকে ঘিরে আবর্তিত হতো, বঙ্গবন্ধুর ৬ দফায় তা পরিবর্তিত হয়ে মূল দাবি হয়ে দাঁড়ায়, লাহোর

রেজুলেশনের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার সম্পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। ৬ দফায় বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব পরিচালনার অধিকার প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত করার দাবি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একই সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনগণকে রক্ষার জন্য একটি আলাদা মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠনের দাবিও ৬ দফার অন্তর্গত হয়।

১৯৭১-এর ২৫ মার্চের সেই রাত থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী নয় মাস পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও শান্তিবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে দেশব্যাপী যে গণহত্যা, গণধর্ষণ ও লুটতরাজ চালায় তা বর্তমান সময়ে সংঘটিত রুয়ান্ডার গণহত্যা বা বসনিয়ার মুসলমানদের ওপর চালানো সার্বদের গণহত্যাকেও হার মানিয়েছিল। জাতিগত শুদ্ধিকরণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে পাকবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর সেই সময় যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, তাতে সেই সময় সারা বিশ্বের জনমত পাকবাহিনীর বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল। সালমান রুশদি, তারিক আজিজ, অ্যান্থনি ম্যাসকারানহাসসহ সেই সময়ের অনেক পাকভারতীয় বংশোদ্ভূত লেখক ও সাংবাদিক তাঁদের লেখায় পাকবাহিনীর রক্ত হিম করা সব ভয়াল বর্বরতার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

৯ মাসব্যাপী সেই যুদ্ধচলাকালীন মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ এবং পরবর্তী সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় মিত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরার কাছে, পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীল প্রধান জেনারেল নিয়াজী তার ৯০ হাজার সৈন্যসহ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। জন্মলাভ করে স্বাধীন বাংলাদেশ। পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে আরো একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের।

কিন্তু বাঙালি জাতির জনক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, অকুতোভয়, আপোসহীন নেতা বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা লাভের মাত্র চার বছরের কম সময়ের মধ্যে দেশটিকে একটি সমৃদ্ধ, প্রগতিশীল এবং উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারার কোনো সুযোগ পাওয়ার পূর্বেই '৭৫-এর ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর একদল বিপথগামী অফিসারের হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। '৭৫-এর সেই ক্যু, কাউন্টার ক্যু, আর আবারো কাউন্টার ক্যু-এর মাধ্যমে ডানপন্থীদের হাতে বাংলাদেশের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার পর থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পূর্ণই ভিন্ন দিকে মোড় নেয়।

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর দুষ্কৃতকারী জান্তারা বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার একজন সদস্য চক্রান্তকারী খন্দকার মোশতাক আহমেদকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে আসীন করে। ৩ নভেম্বর একটি কাউন্টার ক্যু-এর মাধ্যমে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ক্ষমতায় আসেন। ৭ নভেম্বর তৃতীয় একটি ক্যু-এর মাধ্যমে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে অপসারিত করার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ করলেও মূলত ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে থাকেন তৎকালীন চিফ অফ আর্মি স্টাফ জেনারেল জিয়াউর রহমান।

এভাবেই স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণভার চলে যায় ক্যান্টনমেন্টের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের হাতে। পশ্চিম পাকিস্তানে যেভাবে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটিয়ে সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় আসে, তেমনি বাংলাদেশেও সদ্যপ্রসূত গণতন্ত্রকে গলাটিপে হত্যা করে দেশে অভ্যুদয় ঘটে সামরিক শাসনের। পাকিস্তানে যেমন সামরিক সরকারের নিজেদের ক্ষমতা সুসংহত করতে ধর্মকে নিজেদের স্বার্থ আদায়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিল, তেমনটি ঘটতে থাকে বাংলাদেশেও।

বিবিসির শ্রোতা জরিপে বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সেরা বাঙালি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান আমাদেরকে আবারো নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করার অবকাশ দিয়েছে। এপার ও ওপার বাংলার বালিকারা স্বীকৃতি প্রদান করেছেন যে, বঙ্গবন্ধুর জীবনের কারাভোগ, আন্দোলন, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংগ্রাম, মৃত্যুর হাতছানি, কিছুই বৃথা যায়নি। আবারো ধন্যবাদ আমাদের বাঙালি জাতিকে। ধন্যবাদ বাংলা নামে দেশটির কোটি কোটি জনতাকে।

লেখক, কানাডা প্রবাসী সাংবাদিক।

আজকের কাগজ, বৃহস্পতিবার ২ বৈশাখ ১৪১১, ১৫ এপ্রিল ২০০৪

বিবিসি'র জনমত জরিপ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

কাগজ ডেস্ক

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিবিসি'র জনমত জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হয়েছেন। খবর বিবিসি।

বাংলা ও বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, যার বজ্রকণ্ঠ ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠীকে মুক্তি ও স্বাধীনতার পথ নির্দেশিত করেছিল। শেখ মুজিবকে কেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে মনোনীত করেছেন, বিবিসি বেতারের এ প্রশ্নের জবাবে জাপানের নাগাসাকি শহর থেকে মনিকা রশিদ বলেন, আজ আমরা সারাবিশ্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যে যেখানেই বসে যা কিছু করছি বা বলছি তার কোনটাই সম্ভব হতো না যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সবচে' প্রয়োজনীয় সময়টাতে না পেতাম। তিনিই বাঙালি জাতিকে প্রথম বোঝাতে সক্ষম হন যে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সর্বোপরি বাঙালি জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইলে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে হবে। মৃত্যুভয় বা ক্ষমতার লোভ কোনও কিছুই তার দীর্ঘ সংগ্রামী মনোভাবকে দমিয়ে দিতে পারেনি। ২৩ বছর ধরে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালির গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন অগ্রণী এবং এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপায়ণ করেন। তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ মন্ত্রের মতো সমগ্র বাঙালি জাতিকে পৃথিবীর একটি সুপ্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে খালি হাতে লড়াইয়ে নামতে এবং সেই লড়াইয়ে জিততে উদ্দীপ্ত করেছিল।

ঢাকার ধানমন্ডি এলাকার শহীদুল হক বলেন, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ যে কণ্ঠস্বরটা ছিল সেটাকে একটা কণ্ঠস্বর হিসেবে মনে হয়নি। মনে হয়েছিল একটা ঐশী কণ্ঠস্বর এবং 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'— এই বক্তব্যটি সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ওইদিন এক করে দিয়েছিল। এটা দেশের স্রষ্টা সমগ্র দেশের মানুষকে এক সূত্রে গেঁথেছেন এমন একজন মানুষ এমন একজন বাঙালিকে আমি অবশ্যই শতাব্দির সেরা বাঙালি হিসেবে মনে করছি। আজকে মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচার একটা স্পৃহা আছে। আমরা যে স্বাধীন এই উপলব্ধিটা কিন্তু এসেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকেই।

বৃটেনের ওয়ারিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনাত হুদা বলেন, বাঙালি জাতিকে ইমাজিন করার ক্ষেত্রে বহু সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ এবং সংগ্রামী অবদান রেখেছেন। কিন্তু বাঙালি জাতি যদি হয় একটি স্বপ্নের নাম, আকাঙ্ক্ষার নাম, সংগ্রামের নাম এবং সফলতার নাম তবে তার রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। আবহমানকালের শাশ্বত বাঙালির সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক স্বপ্নকে মুজিব বাস্তবায়িত করেন ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ বাঙালি জাতি হিন্দুর নয়, মুসলিমের নয়—

এটা হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধসহ সকলের। যার ভিত্তি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি। মুজিব তার অসাধারণ প্রজ্ঞা, মেধা, ত্যাগ, অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এই আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করেছেন।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণকারী শেখ মুজিব স্কুল জীবন থেকেই ছিলেন রাজনীতিতে সক্রিয়। '৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৬০-র দশকে তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা। '৬৯-র গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মূল নেতা এবং বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমেদ বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি সম্পর্কে বলেন, '৪৮-এ ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা, '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন এবং তার সিঁড়ি বেয়ে '৬৬-তে বঙ্গবন্ধু ছয়দফা দিয়েছিলেন।

সাপ্তাহিক এখন পত্রিকার সম্পাদক আতাউস সামাদ বলেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগে এসে শেখ মুজিব মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দলটিকে শক্তিশালী করেছিলেন। তবে যুক্তফ্রন্ট শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে না পারায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর শেখ মুজিব আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, শেখ সাহেব সাহস করে ছয়দফা ঘোষণা করেন, তাও করলেন তিনি লাহোরে। পশ্চিম পাকিস্তানে একটা সম্মেলনে গিয়ে তিনি এই ছয়দফা ঘোষণা করলেন। যার ফলে তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে যে মামলাটি হয় তাতে এক নম্বর আসামি করা হল। এরপর তাঁকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলন শুরু হল। যেটা ছাত্রদের ১১ দফায় রূপ নিল। এবং ওইখান থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হল। '৭০-র নির্বাচনে শেখ মুজিব তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টিকেই মূল বক্তব্য হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।

এ ব্যাপারে সাংবাদিক আতাউস সামাদ আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী যে প্রচারণাগুলো করেছেন তার অনেকগুলো জায়গায় আমি তাঁর সঙ্গে গিয়েছি। তিনি সবখানেই ছয়দফার কথা বলতেন এবং ছয়দফা না হলে একটা আঙুল তুলে বলতেন আমার দাবি 'এই' অর্থাৎ দেশ স্বাধীন করতে হবে। সর্বোপরি '৭১-এর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের ব্যাপারে আতাউস সামাদ বলেন, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্সে তিনি এমন একটা বক্তৃতা দিলেন যা সবার মন ছুঁয়ে গেল, সবাই তার নির্দেশ মানতে লাগল এবং বঙ্গবন্ধুর নামেই স্বাধীনতা যুদ্ধ চলেছে।

নয় মাসের যুদ্ধের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। দেশে ফেরার পর তিনি বলেছিলেন, 'দু'শ বছর ইংরেজ আমলে ইংরেজরা বাংলাদেশকে শোষণ করেছে, তারপর ২৩ বছর যা কিছু হাড়-মাংস ছিল পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গেছে কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশকে আর কেউ শোষণ করতে পারবে না। কোনও শক্তি এ দুনিয়ায় নেই এবং এটা শোষণহীন সমাজ হবে এবং এখানে হবে গণতন্ত্র, এখানে হবে

সমাজতন্ত্র। বাংলার জমি উর্বর, দুনিয়ায় তুমি ঘুরেছ আমিও দুনিয়া দেখেছি কিন্তু এমন সোনার দেশ, এমন সোনার মাটি কোথাও দেখেছ তুমি? যদি আমার দেশের মানুষকে বিদেশিরা শোষণ না করত তাহলে আমার দেশের মানুষ এমন দুঃখী হতো না। যদি শোষণ বন্ধ করতে পারি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমার বাংলাদেশ সোনার বাংলা হবে।'

বিবিসির মতামত জরিপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হওয়ার পর রাজনৈতিক ভাষ্যকার সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর কাছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'আমি তাঁর নেতৃত্বের ৩টি বড় গুণ দেখি। প্রথমত তিনি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন, দৃঢ়চেতা ছিলেন এবং আপসহীন ছিলেন। যেটা আমাদের দেশের নেতৃত্বের বড় অভাব আমরা দেখেছি। অন্যরা আপস করে ফেলেন এবং ওইভাবে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যান না। দ্বিতীয়ত যে বৈশিষ্ট্য দেখেছি তার নেতৃত্বে সেটা হল এই যে, তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রধান দ্বন্দ্ব কী সেটাকে খুব সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তিনি এটা জেনে নিয়েছিলেন। ওই রাষ্ট্রে বাঙালির সঙ্গে রাষ্ট্রের অর্থাৎ পাকিস্তানি রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বটাই ছিল প্রধান দ্বন্দ্ব। তৃতীয়ত হচ্ছে ব্যক্তি হিসেবে তার মধ্যে অসাধারণ গুণ ছিল। তাঁর আকর্ষণ শক্তি ছিল যাকে ক্যারিশমা বলে। তিনি জনগণকে বুঝতেন, জনগণের সঙ্গে মিশতে পারতেন। তাদের ভাষা জানতেন, তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন। কাজেই আমরা দেখব যে তার মধ্যে বীরত্ব ছিল এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। এসব কিছুর সমন্বয় ঘটেছিল যা অসাধারণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমি একটু গোড়া থেকে শুরু করতে চাই কিছুটা তাত্ত্বিকভাবে। প্রসঙ্গক্রমে ১৯৯৪ সালে দি আটলান্টিক মান্থলি পত্রিকায় গ্যারি উইলস নামে একজন গবেষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'হোয়াট মেকস এ গুড লিডার।' সেখান থেকে সামান্য একটু উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করছি— লিডারস হেভ এ ভিশন অলওয়েস রেসপন্স টু ইট। 'লিডারস অর্গানাইজ দ্যা প্ল্যান' এ উদ্ধৃতি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে— নেতার অন্তত তিনটি বিষয় থাকতে হবে— তিনি একদিকে নেতা, তার অনুসারী আছে এবং নেতা তার অনুসারীদের নিয়ে একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে এগুবেন। যেমন ধরা যাক সেই '৫০-র দশক থেকেই মোটামুটিভাবেই যখন তিনি প্রথম বলেছিলেন যে পাকিস্তান কন্সটিটিউশন এসেম্বলিতে ইস্ট পাকিস্তান বলা যাবে না, পূর্ব বাংলা বলতে হবে। বাংলাদেশের ধারণা, তার মধ্যে ছিল স্পষ্ট। আমি যেটা বলতে চাই সেটা হল— একটা দুর্লক্ষ্য সামনে ছিল। এই দুর্লক্ষ্য সামনে এনেই জনগণকে অনুসারী করেছিলেন এবং সেই জন্য ওই জায়গাটিতে আমাদের জন্য বড় উল্লেখযোগ্য একটা বিষয় যে আমরা '৪৭ থেকে '৭১-এ সময়টাতে অনেক নেতা পেয়েছি। যাদের অবদান কম নয় কিন্তু তাদেরকে ছাড়িয়ে জনগণের মুখপাত্র হয়ে ওঠা, জনগণের ভাবনা, চেতনা অভিলক্ষ্য, স্বপ্ন সবকিছু তিনি ধারণ করতে পেরেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর ড. কামাল হোসেনকে নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়ন করতে বলা হলে তিনি বলেন, আমি উনার ক'টি অসাধারণ গুণের কথা বলব। একটা হল যে, বাংলাদেশের মানুষের মনের অবস্থা উনি যেভাবে বুঝতে পারতেন এবং সেটাকে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছেন— কয়েকটি ঘটনার মধ্য থেকে সেটা বোঝা যায়। সর্বপ্রথমে '৫৮ সালে যখন উনার সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন তো মার্শাল ল' দেশে। তখন বলেছিলাম, এই ভয়াবহ অবস্থা আমাদের আর কতদিন সহ্য করতে হবে। তখন উনি হেসে বলেছিলেন, পাঁচ বছর, খুব বেশি হলে দশ বছর। তারপর তারা টিকতে পারবে না। এদেশের মানুষ মেনে নেবে না। '৫৯-এ যেটা বলেছিলেন '৬৯-এ যখন আইউব খান বিদায় নিচ্ছে আমি রাউন্ড টেবিল কনভেনশনে উনার কর্মী হিসেবে গেছি। ওখানে আমি বলেছিলাম, আপনিতো '৫৯-এ একথা বলেছিলেন পাঁচ বছর না হলে দশ বছর। কিন্তু একদম মাপা দশ বছরে সে বিদায় নিয়েছে। আরেকটা ছিল যে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে আইউব খান বলল যে ছয়দফা মানবে না নির্বাচন ঘোষণা দেবে উনি সেটা গ্রহণ করতে পারলে গ্রহণ করতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু সেটা প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। এই যে ওখানে বসে তাৎক্ষণিক ঘটনার মূল্যায়ন করে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হল এবং দেখা গেল যে হ্যাঁ সারা বাংলাদেশের মানুষ সেটা গ্রহণ করেছে এবং যখন আমরা ফিরে আসলাম যখন উনি ঢাকা এয়ারপোর্টে নামলেন যারা তাকে সমর্থন করেননি মানুষ তাদেরকে খুঁজতে শুরু করল যে তারা কোথায়? তারা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে এবং বঙ্গবন্ধুকে নেতা হিসেবে তারা সবাই গ্রহণ করল। বাঙালির একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবনে বঙ্গ ঘাতকদের গুলিতে নিহত হন। দেশের গুটিকয় সেনা কর্মকর্তা এ হত্যাকাণ্ড ঘটায়। শেখ মুজিবুর রহমানের দু'কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা '৭৫-র ১৫ আগস্ট বিদেশে অবস্থান করার কারণে বেঁচে যান। তাদের মধ্যে সক্রিয় রাজনীতিতে থেকে শেখ হাসিনা এখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বিবিসি'র আহ্বানে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ২০ বাঙালি নির্বাচনের জন্য ফেব্রুয়ারি মাসের ১১ থেকে মার্চ মাসের ২২ তারিখ পর্যন্ত হাজার হাজার শ্রোতা চিঠি, ইমেইল এবং ফ্যাক্সের মাধ্যমে তাদের মতামত পাঠিয়েছেন। বিবিসি'র মতামত জরিপে শ্রেষ্ঠ ২০ বাঙালি হলেন— (২০ থেকে পর্যায়ক্রমে শীর্ষে) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জিয়াউর রহমান, অতীশ দীপংকর, স্বামী বিবেকানন্দ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, '৫২-র ভাষা শহীদরা, ড. অমর্ত্য সেন, সত্যজিৎ রায়, লালন শাহ, মীর নেসার আলী তিতুমীর, রাজা রামমোহন রায়, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, সুভাষ চন্দ্র বোস, আবুল কাশেম ফজলুল হক, কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আজকের কাগজ, বৃহস্পতিবার ২ বৈশাখ ১৪১১, ১৫ এপ্রিল ২০০৪

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম

বিবিসি বাংলা সার্ভিস কর্তৃক তাদের বেতার শ্রোতাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কুড়িজন বাঙালি নির্বাচনের ফলাফল জানার জন্য স্বাভাবিকভাবেই বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। বিবিসি বেতারের বাংলা সার্ভিস বিশ্বব্যাপী বাঙালি শ্রোতাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। বাংলাদেশের বিবিসি'র জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তার ভূমিকার জন্য। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মুখপত্র ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, যে কেন্দ্র ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৬ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে চট্টগ্রামের কালুরঘাট কেন্দ্র এবং তারপর রামগড় থেকে কয়েকদিন চালু ছিল কিন্তু ১৯৭১ সালের ২৫ মে তারিখের আগে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র আর শোনা যায়নি। মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল যেমন সক্রিয় তেমন জনপ্রিয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস অবরুদ্ধ বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট বেতার কেন্দ্র এবং ঢাকা টেলিভিশন ছিল হানাদার ও দখলদার পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী এবং তাদের গোলাম তথাকথিত শান্তি কমিটি এবং রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর মুখপত্র। সেই দুঃসময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বাইরে উপমহাদেশের আকাশবাণী কলকাতা, শিলিগুড়ি ও আগরতলা তিনটি বাংলা বেতার কেন্দ্র আর বহির্বিশ্বে বিবিসি বাংলা বেতারের অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকার জন্য বাঙালি মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন ছিল। বিবিসি বাংলা একুশ শতকের প্রথম দশকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশজন বাঙালি শ্রোতা জনমত জরিপ বা ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফলাফল প্রচার স্বাভাবিকভাবেই বিবিসি বাংলার শ্রোতৃমণ্ডলী অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী বাঙালিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বিবিসি বেতারের শ্রোতাদের ভোটে যে বিশজন বাঙালি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হয়েছেন তা বিবিসি প্রচার করেছে ২৬ মার্চ নিম্ন বিশ থেকে প্রথম জন পর্যন্ত এক এক দিন এক একজনের নাম প্রকাশের মাধ্যমে। বাংলা নববর্ষের দিন (১ বৈশাখ ১৪১১) প্রচারিত হলো প্রথম জনের নাম। বিবিসি বেতারের বিশ্ব সার্ভিসের বাংলা অনুষ্ঠানের শ্রোতাদের ভোটে নির্বাচিত প্রথা থেকে বিশজন বাঙালি হলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, রাজা রামমোহন রায়, শহীদ তিতুমীর, ফকির লালন শাহ, পরিচালক সত্যজিৎ রায়, অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, বাংলাভাষা শহীদগণ, ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, স্বামী বিবেকানন্দ, অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, জেনারেল জিয়াউর রহমান, প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ওই তালিকা যে খুবই আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই কারণ বিবিসি'র শ্রোতারা যে বিশজন বাঙালিকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচন করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই দেশ

কাল ধর্ম সম্প্রদায়ের সীমা ছাড়িয়ে কিংবদন্তির নায়কে পরিণত হয়েছেন। লক্ষণীয় যে, তালিকায় একমাত্র জীবিত ব্যক্তিত্ব অর্থনীতিতে অবদানের জন্য নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন। যেভাবেই নির্বাচন করা হোক না কেন কোনও তালিকাই বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়, যেমন ব্যক্তিগতভাবে আমি এই তালিকায় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দেশবন্দু চিত্তরঞ্জন দাস, মাস্টারদা সূর্যসেন, কবি জীবনানন্দ দাশ এবং রাজনীতিবিদ তাজউদ্দিন আহমদের নাম অন্তর্ভুক্ত দেখলে খুশি হতাম। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যেহেতু আমি বিবিসি বাংলার নিয়মিত শ্রোতা নই বা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশজন বাঙালি নির্বাচনে ভোট দেইনি বা মতামত প্রেরণ করিনি সে কারণে আরও অনেকের মতো বিষয়টিকে ধীরে ধীরে গুরুত্ব প্রদান করতে করতে শেষের দিকে যে প্রথম বা দ্বিতীয় হন এ নিয়ে নিজেও গভীর কৌতূহল বোধ না করে পারিনি।

বিবিসি বাংলার শ্রোতারা যে বিশজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মনে করেছেন এবং তাদের মধ্যে যে তিনজনকে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশজন বাঙালির শীর্ষস্থানে স্থাপিত করেছেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির জাতি রাষ্ট্রের স্থপতি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে একটি প্রাদেশিক ভাষা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন আর বাঙালি সংস্কৃতির প্রধান দু'টি ঐতিহ্যের ধারা যে কবি ও শিল্পীর জীবন এবং শিল্প সাহিত্য সাধনায় সবচেয়ে স্বার্থকভাবে বিধৃত তিনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইলাম। সুতরাং বিবিসি বাংলার শ্রোতরা যে বিশজন বাঙালিকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মনে করেছেন তাদের ইতিহাস এবং কাল সচেতনতার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ অপরিহার্য মনে করি, বঙ্গাব্দের নতুন বা বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে অর্থাৎ ১৪০১ সালে দৈনিক 'আজকের কাগজ'-এর উদ্যোগে যে শতাব্দী বরণ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল তার ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নোক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে 'শতাব্দী বরণ উদযাপন কমিটি' গঠন করা হয়, উপদেষ্টা পরিষদ, সভাপতি কাজী শাহেদ আহমেদ, সহ-সভাপতি ফরিদুর রেজা সাগর, সদস্য রিয়াজ আহমেদ খান, আবদুর রশিদ মজুমদার, জহিরউদ্দিন মাহমুদ, মো. এনায়েত হোসেন, মুকিদ মজুমদার বাবু। এছাড়া বিশ সদস্যের একটি কার্যকরী পরিষদও ছিল; যার সভাপতি ছিলেন, আ. র. ম. নুরুল আরেফিন, সহ-সভাপতি কাজী মো. ফারুকুল হাসান। দৈনিক 'আজকের কাগজ'-এর বাংলা শতাব্দী বরণ উদযাপন কমিটি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালিসহ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য মোট ছয়জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিলেন, যার সদস্য ছিলেন বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন, কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান, প্রফেসর নীলিমা ইব্রাহিম, প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ, বিচারপতি কে. এম. সোবহান, প্রফেসর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রফেসর মযহারুল ইসলাম, প্রফেসর শামসুল হুদা হারুন, প্রফেসর মমতাজউদদীন আহমদ, নাট্য ব্যক্তিত্ব হাসান ইমাম প্রমুখ। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচকমণ্ডলী এখন থেকে দশ বছর আগে ১৪০১

সালের ১ বৈশাখ (১৯৯৪ সালের ১৪ এপ্রিল) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিগত বাংলা শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনকে শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক, শহীদ জননী জাহানারা ইমামকে শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা, শামসুর রাহমানকে শ্রেষ্ঠ কবি, কামরুল হাসানকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী আর বেগম সুফিয়া কামালকে শ্রেষ্ঠ নারী সংগঠকের মর্যাদা এবং তাদের পদক ও মানপত্র প্রদান করেছিল।

কোনও তালিকাই নিখুঁত নয় কিন্তু এটা কাকতালীয় হলেও সত্য যে, ঢাকার বাংলা দৈনিক 'আজকের কাগজ' দশ বছর আগে ১৯৯৪ সালে বিগত বাংলা শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালিরূপে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্বাচিত করেছিল, ২০০৪ সালে লন্ডনের বিবিসি বাংলার শ্রোতা ভোটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিরূপে সেই বঙ্গবন্ধুই নির্বাচিত হলেন। আমরা জানি শ্রেষ্ঠ বা সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধা যখন যাকে যে প্রক্রিয়াতেই প্রদত্ত হোক না কেন তা সচরাচর বিতর্কের অতীত বা নিখুঁত হয় না কিন্তু আজ থেকে দশ বছর আগে যে ব্যক্তিত্বকে দৈনিক আজকের কাগজের নির্বাচকমণ্ডলী বিগত বাংলা শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালিরূপে মনোনীত করেছিলেন তাকেই আবার বিবিসি বাংলা বেতারের বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বাঙালি শ্রোতারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশজন বাঙালির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট দিল এটাই হচ্ছে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জনতার রায়। বিবিসি'র এই মত আজকের কাগজ-এর দশ বছর আগের সিদ্ধান্তকেই প্রতিষ্ঠিত করলো।

মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করে কিন্তু ইতিহাসে নিজের স্থানটি সে নির্ধারণ বা নির্দিষ্ট করে যেতে পারে না। বঙ্গবন্ধু বা বিশ্বকবি বা বিদ্রোহী কবি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কোনও ধূম্রজাল, কুয়াশা, ভ্রান্ত ইতিহাস বা কূটকৌশল যে ইতিহাসের অমোঘ গতিকে স্তব্ধ বা সুনির্দিষ্ট গতিপথচ্যুত করতে পারে না বিবিসি বিশ্ব বাংলা বেতারের শ্রোতারা তাদের রায়ের মধ্যদিয়ে সে সত্যটাকেই আবার এই বিভ্রান্তির যুগে স্পষ্ট করে দিল।

প্রসঙ্গক্রমে সেই আপ্ত বাক্যটিকেই স্মরণ করতে হয়, কিছুদিনের জন্য কিছু লোককে বিভ্রান্ত করা যায় কিন্তু সর্বকালের জন্য সব লোককে বিভ্রান্ত করা যায় না। বিবিসি বেতারের শ্রোতা জরিপে নির্বাচিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশজন বাঙালির তালিকা অসম্পূর্ণ হতে পারে, তালিকার ক্রম নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু যে বিশটি নাম ইতিহাসের ধূলি ধূসরিত পাতা থেকে বিবিসি শ্রোতারা তুলে ধরলেন সে নামগুলো এতই উজ্জ্বল যে, শত সহস্র বছরেও তা মলিন হবার নয়। চারিদিকে ইতিহাস বিকৃতি ও বিকারের মধ্যে বিবিসি'র এই প্রয়াস যে বাঙালির দূষণমুক্ত ইতিহাস রচনায় সহায়ক হবে তাতে সন্দেহ নেই।

আজকের কাগজ, মঙ্গলবার ৭ বৈশাখ ১৪১১, ২০ এপ্রিল ২০০৪

সেরা বাঙালিরা

মনজুরে মওলা

এ বছর পহেলা বৈশাখ সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই শোনা গেল টেলিফোন বাজছে। নতুন বছরের শুরুতেই কে টেলিফোন করলো এবং কী খবর

দেওয়ার জন্য করলো, তা ভেবে খানিকটুকু ভয়ই হলো। না, কোনও দুঃসংবাদ নয়। টেলিফোন ধরতেই জানা গেলো, একটি বিদেশি বেতার-সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত জরিপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রেষ্ঠ বাঙালি মনোনীত হয়েছেন। বহু বছর এ রকম সুখবর দিয়ে নতুন বছর শুরু হয়নি।

একটি বিদেশি বেতার-সংস্থার জরিপে বঙ্গবন্ধু শ্রেষ্ঠ বাঙালি মনোনীত হলেন কি, হলেন না, তাতে, আমার বিবেচনায় কিছুই এসে যায় না। ওই জরিপ বঙ্গবন্ধুকে এমন কোনও আসনে অধিষ্ঠিত করেনি যা তিনি আগেই অর্জন করেননি। ওই জরিপ এমন কোনও নতুন সত্যও উদঘাটন করেনি যা আগেই জানা ছিলো না।

আমার বিবেচনায় বঙ্গবন্ধু সব সময়ই শ্রেষ্ঠ বাঙালি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। এ দিক থেকে দেখলে ওই জরিপ বঙ্গবন্ধুকে নতুন করে সম্মানিত করেনি, বরং ওই জরিপে অংশগ্রহণকারীরা বঙ্গবন্ধুকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি মনোনীত করে নিজেদেরকেই সম্মানিত করেছেন।

যে কোনও জরিপের মতো ওই জরিপেরও কিছু সীমাবদ্ধতা ছিলো। ওই জরিপ পরিচালিত হয়েছে একটি বিশেষ বেতার-সংস্থার শ্রোতাদের মধ্যে। সবাই ওই বেতার-সংস্থার বাংলা অনুষ্ঠান শোনেন না, কিংবা নিয়মিত শোনেন না, এমনটি ধরেই নেওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত এমনও অনেকে আছেন যাদের কোনও বেতার-অনুষ্ঠান শোনার সামর্থ্য বা সুযোগ নেই।

এই সীমাবদ্ধতাটুকু মেনে নিতে হবে। আমি এমন কোনও জরিপের কথা জানি না যাতে একটি বড়ো জনগোষ্ঠীর সবার মতামত নেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে। ওই বেতার-সংস্থার একজন কর্মকর্তা এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, তার ধারণা, এই জরিপে অংশগ্রহণকারীদের বেশির ভাগের বয়স পঁচিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। তিনি আরও বলেছেন যে, এই জরিপে মহিলাদের চাইতে পুরুষরা এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের চাইতে বাংলাদেশের মানুষরা বেশি সংখ্যায় যোগ দিয়েছেন। প্রত্যেক শ্রোতাকে পাঁচ জন শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম মনোনয়ন করতে বলা হয়েছে।

বহু ব্যক্তি এ জরিপে অংশ নিয়েছেন, যার ফলে জরিপটি ব্যাপকভিত্তিক হতে পেরেছে। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, এ বাঙালি নাগরিক সমাজের মতামতই প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি যে, মনোনীত বিশজন শ্রেষ্ঠ বাঙালির প্রত্যেকের ক্ষেত্রে যদি নাও হয়ে থাকে, বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে এই জরিপের মধ্য দিয়ে কেবল বাঙালি নাগরিক সমাজের নয়, বাঙালি জনমানুষের চিন্তারই প্রতিফলন ঘটেছে। তার কারণ, বঙ্গবন্ধু ছিলেন সারাদেশের জনমানুষের নেতা এবং তুলনাহীন নেতা। তিনি তাদের জীবনে স্বপ্ন জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং সে স্বপ্নকে সত্যও করে তুলেছিলেন।

'আজকের কাগজ' পত্রিকা ১৪০১ সালে গত শতাব্দীর ছ'জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেছিল। সে তালিকার শীর্ষেও ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সে নির্বাচনের সঙ্গে বর্তমান মনোনয়নের মৌল পার্থক্য আছে।

এক. সে নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুকে নির্বাচিত করা হয়েছিল শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে, কিন্তু অন্যদের নির্বাচিত করা হয়েছিল শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক, শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা, শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং শ্রেষ্ঠ নারী সংগঠক হিসেবে।

দুই. সে নির্বাচন কেবল বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তারা সবাই এ দেশের মানুষ ছিলেন।

তিন. সে নির্বাচন করেছিল একটি কমিটি। কোনও ব্যাপকভিত্তিক মতামতের ভিত্তিতে সে নির্বাচন করা হয়নি। মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, ওই নির্বাচন যে কমিটি করেছিল, সে কমিটির সদস্যরা একটি বিশেষ মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাতে অবশ্য শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নির্বাচন কোনওভাবেই মিথ্যে বা ভ্রান্ত হয়ে যায় না। অন্যদিকে, আলোচ্য বেতার-সংস্থার জরিপ কোনও বিশেষ কমিটির মাধ্যমে করা হয়নি। তার চাইতেও বড় কথা, যারা এই জরিপে অংশগ্রহণ করেছেন, তারা তা স্বেচ্ছায় করেছেন এবং তাদের মতামতকে প্রভাবিত করার কোনও উপায় ওই বেতার-সংস্থার ছিল না।

আশির দশকের শেষ দিকে এ দেশের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি একটি গবেষণামূলক লেখার মধ্যদিয়ে কয়েক জন স্মরণীয় বাঙালির কীর্তি বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, বঙ্গবন্ধু বাঙালির দু'হাজার বছরের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। লেখাটি 'দৈনিক সংবাদ'-এ বেরিয়েছিল। ওই সিদ্ধান্তটি ছিল গবেষণা ও বিশ্লেষণের ফল এবং বিশেষ এক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত।

দেশের সাধারণ মানুষ কাকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে মনে করেন, তার প্রতিফলন ওই সিদ্ধান্তে ছিল না। ওই বিদেশী বেতার-সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত জরিপটির যতই সীমাবদ্ধতা থাকুক না কেন, এই জরিপের মধ্যে দিয়ে দেশের মানুষ কাকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি বিবেচনা করেন, তা প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে জানা গেলো।

শেষপর্যন্ত, প্রতিযোগিতাটি ছিল দু'জনের মধ্যে। একজন রবীন্দ্রনাথ, অন্য জন বঙ্গবন্ধু। যখন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তৃতীয় বলে ঘোষণা করা হলো, তখন এ দু'জনেই কেবল বাকি ছিলেন। আমাদের জীবনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ও অবদান নিশ্চয়ই অসাধারণ। আজকে যে বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি ও কাজ করি, তা রবীন্দ্রনাথেরই তৈরি। বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালির মননকে তিনি এক তুলনাহীন শিখরে তুলে নিয়ে গেছেন। কিন্তু সংস্কৃতির চাইতে, মননের চাইতে, ভাষার চাইতে স্বাধীনতা অনেক বড়।

আমার ধারণা, বাংলাদেশ একদিন না একদিন স্বাধীন হতোই, কিন্তু বঙ্গবন্ধু না থাকলে ১৯৭১ সালে স্বাধীন হতো না। বঙ্গবন্ধুর কীর্তি ও অবদান তাই অনন্য। বিরোধী দলীয় নেতা বলেন, 'বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে তার নিজস্ব ভাষা ছিল, কৃষ্টি ছিল, সংস্কৃতি ছিল, ঐতিহ্য ছিল। ছিল না একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই বাঙালিকে দিয়েছিলেন জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন— স্বাধীনতা, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। এখানেই বঙ্গবন্ধুর শ্রেষ্ঠত্ব— তার সার্থকতা' (আজকের কাগজ, ১৫.০৪.২০০৪)।

লক্ষ্য করার মতো, এ তালিকায় বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব নানাদিক থেকে প্রায় সমান সমান। লক্ষ্য করার মতো, কোনও সাম্প্রদায়িক চিন্তা ও বিবেচনার প্রতিফলন এ তালিকায় ঘটেনি। আরও লক্ষ্য করার মতো, যারা কেবল নিভৃতে জ্ঞানচর্চা করে গেছেন, এই জরিপে অংশগ্রহণকারীরা তাদের কথাও ভোলেননি।

লক্ষ্য করার মতো, ভাষা-শহীদরা এ তালিকায় স্থান পেয়েছেন। এও লক্ষ্য করার মতো, কোনও বিশেষ ভাষা শহীদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, কতজন যে ভাষার জন্য শহীদ হয়েছিলেন, তা এখনও আমাদের নিঃসন্দেহে জানা নেই।

এ তালিকায় এমন একজনও অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, যিনি নিজেকে বাঙালি নন, বাংলাদেশী বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন। তারপরও এ তালিকায় তাকে অন্তর্ভুক্ত করে এ জরিপে অংশগ্রহণকারীরা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

এ তালিকা তৈরি হয়েছে বাঙালিত্বের বিচারে, অন্য কোনও বিচারে নয়। কারও কারও প্রিয় কবির বা শিল্পীর নাম এ তালিকায় নাও থাকতে পারে। কিন্তু তালিকাটি তো শ্রেষ্ঠ কবির বা শ্রেষ্ঠ শিল্পী নয়, শ্রেষ্ঠ বাঙালির। এ তালিকায় যারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, তারা শ্রেষ্ঠ বাঙালি কেন?

বাঙালিত্ব কাকে বলে? যারা এ তালিকায় জায়গা পেয়েছেন, তাদের কাজ ও কীর্তি বিশ্লেষণ করে এমন কোনও বিষয় কি নির্ধারণ করা সম্ভব, যা তাদের সবার ক্ষেত্রে কাজ করেছে? যদি তা করা যায়, তাহলে সেই বিষয়টিকে বাঙালিত্বের একটি নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

এখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে কিংবা বিজয় দিবসে সরকারিভাবে বঙ্গবন্ধুর নামটিও উচ্চারিত হয় না। ইতিহাস বিকৃত করা হয়, বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় কীর্তিকে অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়। যারা এসব করেন, মানুষের মন থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম কি তারা মুছে ফেলতে পারবেন? বঙ্গবন্ধু সব সময়ের শ্রেষ্ঠ বাঙালি থেকেই যাবেন।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১০ বৈশাখ ১৪১১, ২৩ এপ্রিল ২০০৪
অন্তরে বাহিরে
বেবী মওদুদ

১ বৈশাখ ১৪১১, বাংলা নববর্ষের দিন ভোরবেলায় রমনা বটমূলে গান শুনতে গিয়েছিলাম। সেখানেই বিবিসি থেকে শুনলাম শ্রোতা জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম এবং তাঁর সেই ৭ মার্চের ভাষণ! এবারের নববর্ষের আনন্দের সঙ্গে এটা একটা নতুন সংযোজন! রবীন্দ্রনাথের গানেই উচ্চারণ করলাম, 'তোমারে করি নমস্কার'!

মানুষের ভালোবাসা তাকে একদিন সংগ্রামী করে তোলে। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার ইচ্ছা একদিন তাকে বাঙালির অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জীবনের সবকিছু ত্যাগ করতে আদর্শবাদী ও সাহসী নেতা হিসেবে গড়ে তোলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যদিয়ে তিনি একটি জাতির জনক হয়ে ওঠেন। কিন্তু এই পরাজিত শত্রুরা তাকে বারবার আঘাত করেছে। ১৫ আগস্ট সপরিবারে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। তাঁর ছবি ও কীর্তি, এমনকি নামটিও মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ইতিহাস নীরবে কাজ করে যায়, ইতিহাস সব লিখে রাখে আগামীর জন্যে। ইতিহাস সময়ের তাগিদে সত্য কথাই বলে। তাই বিবিসি শ্রোতা জরিপে ইতিহাস সত্য কথাই বলেছে আবার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি নাম, একটি ইতিহাস— এই পৃথিবীতে বাঙালির অস্তিত্ব ও বাংলাদেশের নাম যতদিন থাকবে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ততদিন শুধুই উচ্চারিত হবেন না, চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন। এই মাটির সন্তান তিনি। এই মাটি ও মানুষের ভালোবাসাই তাকে একটি জাতির পিতার আসনে বসায়। এই মাটিকে বিদেশী শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে এবং মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন, কারাগারের নির্জন সেলে থাকতে হয়েছে, মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক মামলার আসামি হতে হয়েছে, 'রাষ্ট্রদ্রোহী' খেতাব জুটেছে— দু'বার ফাঁসির আসামি হতে হয়েছে। একবার জনরোষের কারণে এবং গণঅভ্যুত্থানে জেনারেল আইয়ুব তাঁকে মুক্ত করতে বাধ্য হয়। আর একবার মুক্তিযুদ্ধের সময় জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁকে গ্রেফতার করে পাকিস্তান মিয়ানওয়ালী কারাগারে বন্দী করে রাখে এবং গোপনে সামরিক আদালতে বিচার করে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের মুহূর্তে তাঁকে হত্যা করার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া আদেশসহ ফায়ারিং স্কোয়াডও পাঠায়। কিন্তু কারাগারের প্রধান রক্ষক তাঁকে সেদিন অন্যত্র সরিয়ে ফেলেন। ফলে সে যাত্রায় তাঁর জীবন রক্ষা পায়।

এক ঝড়ো জীবন ছিল তাঁর। তরুণ বয়সেই রাজনীতিতে যোগ দিয়ে তাঁর মেধা, দূরদর্শিতা, সত্যনিষ্ঠ শ্রম ও আন্তরিকতার কারণে বড় মাপের নেতা হয়ে ওঠেন। প্রচণ্ড সাহস, আদর্শের দৃঢ়তা এবং শুদ্ধতম সততা— তাঁকে একটি মাত্র লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যায়— সেটা হলো বাঙালির মুক্তি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা!

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হতে হলে যে বিশেষ বিশেষ গুণ এবং চারিত্রিক ঔজ্জ্বল্য ও দৃঢ়তা দরকার— তার সবই শেখ মুজিবের ছিল। এই যাত্রায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানসপুত্র ছিলেন শেখ মুজিবই। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, এ.কে. ফজলুল হক, সুভাষ বোসসহ হাজার বছরের বাঙালির আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন হলো স্বাধীন 'বাংলাদেশে"— যার রূপকার ও স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান। পৃথিবীর যেখানেই বাঙালির অবস্থান থাকুক না কেন— তার হৃদয়ে শেখ মুজিব চিরজীবী, চিরঞ্জীব— কোনও শত্রুর সাধ্য নেই, কোনও ঘাতকের কিংবা নরখাদকের শক্তি নেই তাঁকে মুছে ফেলতে পারে। এ হৃদয় বড় একান্ত গোপনীয় এবং সত্য! এখানে আইনের শেকল নেই, অস্ত্রের স্পর্ধা নেই, রক্তচক্ষু ও হুমকি-ধামকিও প্রবেশাধিকার পায় না।

শেখ মুজিবকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ঘোষণা করায় কেউ কেউ হৃদয়ে আঘাত পেয়েছেন। শ্রোতাজরিপকে তারা মেনে নিতে পারছেন না। এটাকে বলছেন সবার মত নয়, কিছু সংখ্যকের মতামত। বিবিসি রেডিও কি ১৪ কোটি মানুষ শোনে? তারা যে পত্রিকার সম্পাদক— সে পত্রিকা কি ১৪ কোটি বাঙালি পড়ে? পাঁচশত কপি বিক্রি হয় বলে তো শোনাও যায় না। শুধু নিজেরা পড়েন এবং যেখানে প্রচার করলে সুযোগ-সুবিধা জুটবে সেসব জায়গায় বিতরণ করে থাকেন। বিবিসির এই জরিপে তারা কিসের ধুম্রজাল তৈরি করতে চান? ইতিহাস বিকৃতি করে ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্তি ছড়ানো যায় কিন্তু ইতিহাসই যে সত্য— একদিন তা প্রমাণিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বেঁচে থাকতে এরা তাঁকে সহ্য করতে পারেনি। মিথ্যাচার করে সমাজ, রাজনীতি ও দেশকে কলুষিত করেছে! তারপর আবার বঙ্গবন্ধুর পদযুগল ধরে মোসাহেবি করেছে। বড় মাপের মানুষ ছিলেন, নেতা ছিলেন বলেই বঙ্গবন্ধু সবাইকে বুকে টেনে নিতে পারতেন এবং একসঙ্গে কাজ করতে দিতেন। কিন্তু এই কুলাঙ্গাররাই বঙ্গবন্ধু হত্যার পর কি না মিথ্যা অপপ্রচার করেছে তার বিরুদ্ধে— খুনিদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়েছে, আবার সুবিধাভোগী হয়ে সামরিক শাসকদের উপদেষ্টা, রাষ্ট্রদূত— কত কি-না হয়েছে একেকজন। কিন্তু এতে কি দেশের ও মানুষের কোনও কল্যাণ করতে পেরেছেন? শুধু নিজের ও স্বজনদের পেট ভরেই শেষ। এরা হলো বাঙালির জাত শত্রু। এদের দ্বারা অনিষ্ট সাধনই শুধু সম্ভব। সমাজে বুদ্ধিজীবী পরিচয়ে বড় বড় কথা উচ্চারণ, আর লেখনীর দ্বারা ভারি ভারি শব্দ লিখলেই হয় না, আদর্শবাদী এবং সত্য কথা বলার মতো সাহসী হতে হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তার ভক্তরা মহামানব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে— দেবতা হিসেবে অবশ্যই নয়। মহামানব হতে হলে অনেক বড় মাপের হৃদয়ের অধিকারী হতে হয়, যেটা তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে। তাঁকে যারা আঘাত করবে, আঘাতে তারাই ক্ষত-বিক্ষত হবে, নিঃশেষ হয়ে যাবে। হিমালয় পর্বতকে পাথর খণ্ড দিয়ে আঘাত করলে পর্বতের কিছু হয় না, বরং পাথর খণ্ডটিই ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। এটাই সত্য, এটাই বাস্তব। নিজের জীবন দিয়ে রক্ত দিয়ে, শেখ মুজিবই তা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। আজ কোটি বাঙালির সঙ্গে একাত্ম হয়ে জানাই, হে মহামানব তোমাকে অভিবাদন।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১০ বৈশাখ ১৪১১, ২৩ এপ্রিল ২০০৪

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি শাশ্বত সত্য

নুরুল ইসলাম নাহিদ

এবার পহেলা বৈশাখ, নববর্ষের প্রথম দিনে এক বিশেষ উপাদান যোগ হয়ে বাঙালি জাতির এই দিনের উৎসব এবং সকল অনুষ্ঠান ও আয়োজনকে এক নতুন মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। আবেগময় উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছে এবারের পহেলা বৈশাখের উৎসব। জনজোয়ারে প্রাণময় উৎসবে উদ্ভাসিত এবারের পহেলা বৈশাখ ভরে উঠেছে আনন্দে আর আবেগে, সৃষ্টি করেছে এক অসাধারণ পরিবেশ। বিশ্বের অন্যতম প্রধান গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান বিবিসি'র শ্রোতা-জনমত সমীক্ষায় বিশ্বের সকল

স্থানে ছড়িয়ে থাকা বাঙালির মনোনয়নে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শীর্ষ আসনটি লাভ করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পহেলা বৈশাখের প্রাতঃকালীন সংবাদে ঘোষিত বিবিসি'র এই সংবাদ বাঙালি জাতির নববর্ষের অনুষ্ঠানকে প্রাণের আবেগে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছিল।

বিবিসি'র শ্রোতা-জনমত সমীক্ষায় মনোনীত শ্রেষ্ঠ ২০ জনের তালিকা ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস থেকে প্রতিদিন একটি করে নাম নিচের দিক থেকে প্রকাশ করে আসছিল। সেই তালিকার শীর্ষ নামটি ঘোষিত হয় নববর্ষের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় প্রথম আসনটি ইতিহাসই নির্ধারণ করে দিয়েছে, যেদিন স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে সেদিনেই। বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন ও সংগ্রামের বাস্তব রূপ দিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে সচেতন ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করে স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির নিজস্ব স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন করেছিলেন। সেই সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই অনন্য অবস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

বিবিসি শ্রোতাদের মতামতের ভিত্তিতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শীর্ষ আসনটিতে নির্বাচিত করেছে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুকে, এটা নতুন কিছু নয়। এটাই শাশ্বত সত্য। ইতিহাসই বঙ্গবন্ধুকে এই স্থানে অভিষিক্ত করেছে। তবে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে এই জনমত ও বিবিসি'র ঘোষণার এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন মহল যখন বাঙালি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের তথ্য ও ইতিহাসকে বিকৃত করা এবং বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছে তখন বিবিসি'র এই উদ্যোগ এবং বিশ্বব্যাপী শ্রোতাদের এই রায় নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু অবিচ্ছেদ্য দুটি নাম। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি পূর্ণতা পায় না। এ দুটি নাম সমার্থক হয়ে রয়েছে ইতিহাসে। ইতিহাস বঙ্গবন্ধুকে যে আসনটি নির্ধারণ করে দিয়েছে সেই আসন থেকে তাঁকে হটাবার জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধীশক্তি এবং বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ বিরোধী কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী এহেন কাজ নেই যা তারা করেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও তথ্য বিকৃতি ঘটিয়ে, মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে, নানারকম বিভ্রান্তি ছড়িয়ে বঙ্গবন্ধুকে মানুষের মন থেকে মুছে ফেলার জন্য অবিরাম ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু ইতিহাস তার নিজস্ব নিয়মেই সকল কুৎসা ও মিথ্যাচারের জবাব দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের খ্যাতিমান গণমাধ্যম বিবিসি'র এই কাজ ইতিহাসেরই এক কর্তব্য সম্পাদন। ইতিহাস ও জনমত সারাবিশ্বে সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করল মিথ্যাচারের গালে চপেটাঘাত করে।

যারা ভেবেছিল ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে তাঁকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে পারবে, সেই সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশকেও তার লক্ষ্য থেকে

বিচ্যুত করতে সক্ষম হবে, তারা সাময়িকভাবে ইতিহাসের চাকা পেছনে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হলেও কখনই সফল হতে পারবে না। বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাস যথাস্থানে অভিষিক্ত করেছে। সমাজ বিকাশের ধারায় বাংলাদেশও তার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সঠিক পথ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। যারা ইতিহাস ও সমাজ বিকাশের পথে বাধা হয়ে থাকবে ইতিহাসই তার নিজস্ব নিয়মে তাদেরকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারিরা মনে করেছিল তাঁকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে শুধু শারীরিকভাবেই নয় তার আদর্শ, লক্ষ্য এবং ধারাবাহিকতাও ধ্বংস করে দিতে পারবে। বঙ্গবন্ধু সশরীরে আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই একথা ঠিক, কিন্তু তিনি প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে চিরকালের জন্য বেঁচে রয়েছেন। বাঙালি জাতির অনাগত সকল প্রজন্মের হৃদয় মাঝেও তিনি জাগরুক হয়ে থাকবেন। তাঁর লক্ষ্য ও আদর্শ– সমগ্র জাতির আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বেঁচে আছে এবং একদিন 'সোনার বাংলা' কায়েম করে তা বাস্তবে রূপান্তরিত হবে। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বঙ্গবন্ধুর রক্ত, আদর্শ ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকার ও ধারাবাহিকতার প্রতীক। তাদের সাথে রয়েছেন লাখ লাখ নেতা-কর্মী এবং কোটি কোটি বাঙালি জনতা যাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য, আদর্শ ও স্বপ্ন এই দেশের মাটিতে বিকশিত হবে। আজকের এই ক্ষণে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে জানাই অভিনন্দন। সেই সঙ্গে আমাদের দেশবাসী এবং দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বিবিসি'র শ্রোতাদের, যারা ইতিহাসের হয়ে বিশ্বের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর ন্যায্য স্থানটির কথা আজকের দুর্দিনে জানিয়ে দিলেন তাদের জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমাদের প্রজন্মের অতুলনীয় এবং ব্যতিক্রমী সৌভাগ্য যে, বাঙালি জাতির ইতিহাসের এমন এক অধ্যায়ে আমরা জন্মেছিলাম এবং দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার উপযুক্ত বয়স অর্জন করেছিলাম। সে সময়ের ছাত্র আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে সেদিন প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলাম এই সকল কর্মকাণ্ডে, সংগ্রামে, লড়াইয়ের ময়দানে। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেকে শুধু এই বিশেষ সৌভাগ্যবানই নয়, সেই সঙ্গে গর্বিত অনুভব করার অনন্য সুযোগও লাভ করেছি। স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তৎকালীন অন্যতম বৃহৎ ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে বাস্তবতা এবং ইতিহাসই আমার ওপর বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছিল। সেই সুযোগ ও ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁর স্নেহলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। নিজ দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং সেই দেশের প্রতিষ্ঠাতা নেতা ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির সাহচর্য লাভ এবং স্নেহধন্য হতে পারার চেয়ে একটি মানুষের গৌরবের আর কী থাকতে পারে!

নববর্ষের সূচনায় আজকের এইদিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিবেদন করছি শ্রদ্ধাঞ্জলি। সেই সঙ্গে তাঁর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বাস্তবে রূপায়ণের সংগ্রাম অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১০ বৈশাখ ১৪১১, ২৩ এপ্রিল ২০০৪
বিবিসি-এর শ্রোতা জরিপ
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে– বিবিসি বাংলা সার্ভিস গোটা পৃথিবীতে এমন একটি শ্রোতা জরিপের আহবান জানিয়ে শ্রোতাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ৫টি নাম চায়। ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত চিঠি, ই-মেইল, ফ্যাক্সে শ্রোতাদের পাঠানো মনোনয়নের ওপর ভিত্তি করেই ২৬ মার্চ ২০০৪ থেকে ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ পর্যন্ত প্রতিদিন প্রভাতী অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিদের নাম। বিবিসি'র ঘোষণায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ২০ জন বাঙালির তালিকা ঘোষণার কথা বলা হয়। ২৬ মার্চ সকালের অধিবেশনে ২০তম নামটি ঘোষণা করা হয় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নাম। ১৩ এপ্রিল সকালের অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বিবিসি'র জরিপে দ্বিতীয় অবস্থানের নামটি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামটি দ্বিতীয় অবস্থানে ঘোষণার পর কারও মনে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির এক নম্বর আসনটি কার। বস্তুত ১৩ এপ্রিল সারাদেশে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সামনাসামনি, ফোনে এবং ইন্টারনেটে সমস্ত পৃথিবীর বাঙালি একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাতে থাকে। ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের দিনে আওয়ামী লীগ আনন্দ শোভাযাত্রা বের করে। ওইদিন সন্ধ্যায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল এবং তাঁর প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে সর্বস্তরের জনতা। বিবিসি'র শ্রোতা জরিপে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হওয়ায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যান্য বাংলাভাষী অঞ্চলে, লন্ডন, নিউইয়র্কে আনন্দে মেতে উঠে বাঙালিরা। নিজেদের মধ্যে মিষ্টি আর ফুল বিতরণ করে এই খুশিকে ভাগাভাগি করা হয়।

বিবিসি'র শ্রোতাদের মতামতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে দ্বিগুণ পয়েন্ট লাভ করে শ্রেষ্ঠ বাঙালির শীর্ষস্থান অলংকৃত করেন।

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক নম্বর না হওয়াতে কারও কারও প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এ প্রসঙ্গে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বাঙালির ভাষা, যে বাংলাদেশ, যে অসাম্প্রদায়িক মানবিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতেন, যার কথা তিনি লিখতেন তার লেখনিতে– সেই বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নকেই বাস্তবায়ন করেছেন।'

এ প্রসঙ্গে শিক্ষক, ছাত্র এবং সর্বস্তরের মানুষ বলেছেন, বাঙালির মনন, চেতনা, সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ বিশাল এক মহাসমুদ্র। আর বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে বিশ্বের দরবারে একটি নতুন রাষ্ট্র দিয়েছেন– বাঙালি জাতিকে রাজনৈতিক মুক্তি দিয়েছেন। লেনিন যেমন কার্ল মার্কস দর্শনকে বাস্তবে রূপায়ণ করেন তেমনি বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্র

দর্শনের বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে বাংলা ভাষা, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের অব্যাহত চর্চা করার জায়গা নিয়ে সংকট সৃষ্টি হতো। বিবিসি'র শ্রোতা জরিপে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে আছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম। বঙ্গবন্ধুর সাথে এ দু'জনের সম্পর্ক আত্মিক। তৎকালীন পাকিস্তানে রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আর বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বেছে নেন কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে এনে জাতীয় কবির মর্যাদায় ভূষিত করেন।

বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির মর্যাদায় আসীন করায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা অভিনন্দন জানিয়েছেন বিবিসি ও জরিপে অংশ নেয়া শ্রোতামণ্ডলীকে। তিনি অভিনন্দন জানান দেশে-বিদেশে বসবাসরত ৩০ কোটি বাঙালিকে। শুভেচ্ছা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা।

বিবিসি'র শ্রোতা জরিপে মোট ১৪৩ জন বাঙালির নাম এসেছে এবং তাদের মধ্য থেকে এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ তালিকা করা হয়। বিবিসি'র বাংলা সার্ভিস এই প্রথম বাংলাভাষী শ্রোতাদের জন্য শ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচনের ব্যতিক্রমধর্মী এই জরিপ পরিচালনা করে। কিছুদিন আগে বিবিসি'র ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের বিশ্ব জনমত জরিপে সবাইকে অবাক করে শ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ নির্বাচিত হন বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন। অবশ্য বৃটেনে পরিচালিত বিবিসি টেলিভিশনের এক জরিপে শ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ নির্বাচিত হন সাবেক প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টোন চার্চিল।

২০০৩ সালের জুনে পরিচালিত এক জরিপে বিখ্যাত সিম্পসন পরিবারের সেলিব্রেটি হোমার সিম্পসন এক জরিপে ৪৭ দশমিক ১৭ ভাগ ভোট পেয়ে শ্রেষ্ঠতম আমেরিকান নির্বাচিত হন। আব্রাহাম লিংকন ৯ দশমিক ৬৭ ভাগ ভোট, মার্টিন লুথার কিং ৮ দশমিক ৫৪ ভাগ এবং বিল ক্লিনটন ৩ দশমিক ৫৩ ভাগ ভোট পান। গত ডিসেম্বরে মধ্যপ্রাচ্যে বিবিসির এক জরিপে শ্রেষ্ঠতম আরব নাগরিকদের মর্যাদা লাভ করেন ওসামা বিন লাদেন এবং তারপরই ছিল সাদ্দাম হোসেনের নাম।

জার্মানিতে পরিচালিত জনমত জরিপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে দেশটিকে নেতৃত্বদানকারী চ্যান্সেলর কনরাড অ্যাডেনুয়ের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জার্মান নাগরিক নির্বাচিত হন। এরপর ছিল মার্টিন লুথার কিং, কার্ল মার্কস, আলবার্ট আইনস্টাইন, স্যাত্রে এবং গুটেনবার্গের নাম।

এদিকে আউটলুক পত্রিকার জনমত জরিপে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় নির্বাচিত হয়েছেন মাদার তেরেসাঁ। এরপর জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অবস্থান। অবশ্য জাতির জনক হিসেবে আউটলুক মহাত্মা গান্ধীকে জরিপের উর্ধ্বে রাখে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর নিউজউইক ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধুকে 'পোয়েট অব পলিটিক্স' অভিধায় ভূষিত করে। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে কিউবার মহান নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধুকে গভীরভাবে

আলিঙ্গন করে বলেন, 'আমি হিমালয় পর্বত দেখিনি, শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্বে ও সাহসে এই মানুষটি হিমালয়। আমি হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম।'

কীভাবে বিশ শ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচন হয়েছে, এ বিষয়ে ঢাকাস্থ বিবিসি বাংলা সার্ভিসের প্রধান সাবির মুস্তাফা জানিয়েছেন, 'বিবিসি'র একজন শ্রোতাকে পাঁচজন বাঙালি নির্বাচনের সুযোগ দেয়। প্রথম বাঙালির জন্য পাঁচ পয়েন্ট, দ্বিতীয় বাঙালির জন্য চার পয়েন্ট এবং এই ধারাবাহিকতায় পঞ্চম বাঙালির পয়েন্ট এক। তিনি জানান, কেবল ই-মেইলে শ্রেষ্ঠ বাঙালি জনমত জরিপে অংশ নিয়েছেন প্রায় এক হাজার শ্রোতা এবং চিঠি এসেছে কয়েক হাজার। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাঙালিরা জনমত জরিপে অংশ নেন। এক প্রশ্নের জবাবে সাবির মুস্তাফা বলেন যে, বিবিসি কোন বাঙালির নাম বলে দেয়নি। শ্রোতারা পছন্দমতো পাঁচ বাঙালির নাম নির্বাচন করে পাঠিয়েছে।

এভাবে মোট ১৪৩ বাঙালির নাম এসেছে। তাদের মধ্য থেকে পয়েন্ট কাউন্ট করে সেরা কুড়ি বাঙালির নাম প্রকাশ করা হয়েছে।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১০ বৈশাখ ১৪১১, ২৩ এপ্রিল ২০০৪
চিত্রে ভাস্কর্যে বঙ্গবন্ধু

বিবিসি'র বাংলা সার্ভিসের শ্রোতা জরিপে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। উল্লেখ্য, এই বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগেই ১৯৭৪ সালে ঢাকার সেগুন বাগিচায় শিল্পকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়।

গত ত্রিশ বছরে একাডেমী ভবনের জাতীয় চিত্রশালায় শিল্পীদের ক্যানভাস ও অপরাপর মাধ্যমে মূর্ত হয়েছে অজস্র অশ্রু, ঘাম ও রক্তের বর্ণিল বৈভব। যেখানে প্রতিনিয়ত বঙ্গবন্ধু জ্বলজ্বলে।

সমগ্র বাংলাদেশ যদি হয় একটি সুবিশাল ক্যানভাস তবে সেই ক্যানভাসের একমাত্র নিপুণ শিল্পী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আমাদের আজকের বিচিত্রার প্রদর্শনী পাতার আয়োজন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি সেই কিংবদন্তী মহান রাষ্ট্রনায়কের প্রতিকৃতি নিয়ে। এ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি অঙ্কনে যে কয়েকজন চিত্রশিল্পী আমাদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছেন, নিচে তাদের নাম ও তাদের আঁকা ছবি (প্রতিকৃতি) প্রদর্শিত হলো।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি প্রদর্শনীর উদ্যোগটি অনেকদিনের পুরনো। অনেক বছর আগে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর রোডের বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনের রাস্তায় (আজকের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর) পোস্টার প্রদর্শনী দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল।

প্রদর্শিত বঙ্গবন্ধুর এসব প্রতিকৃতি ছাড়াও আরও কিছু প্রতিকৃতি নির্ভর ছবি শিল্পীরা

এঁকেছেন। যেখানে বঙ্গবন্ধুর বিচিত্র মহৎ জীবনের কর্মকাণ্ড বিষয়টিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ শিল্প মাধ্যম ও আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৮তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো গত বছরের আগস্টে চারুকলা শিক্ষার্থীদের 'শোক দিবস পালন পরিষদ' আয়োজন করে শিল্পকর্ম প্রদর্শনী। কিন্তু তার আগের বছর প্রবীণ-নবীনদের শিল্পকর্মের এই শিল্পচর্চার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যেভাবে বাঙালির সাংস্কৃতিক বিকাশের পথকে রুদ্ধ করতে চেয়েছিল, ঠিক সেভাবেই পাকিস্তানি ভাবাদর্শে বিশ্বাসী বর্তমান জোট সরকার আমাদের অফুরন্ত প্রেরণার উৎস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জয়নুল গ্যালারিতে আয়োজিত শিল্পকর্ম প্রদর্শনীটা বাতিল করেছিল। পক্ষপাতদুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্ষমতাসীন বিএনপি-জামাত জোটকে খুশি করার জন্যই এই অপকর্মটা করেছিল।

সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দলমত নির্বিশেষে আজ সবার উপরে। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের দুঃস্বপ্নের রাতে সামরিক বাহিনীর একদল বিপথগামী কর্মকর্তার ষড়যন্ত্রে সপরিবারে নিহত হন। মহান বাঙালির শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিবছর চারুকলার স্থাপত্যকর্ম, চিত্রকর্ম, আলোকচিত্র কর্মের প্রদর্শনী হয়ে থাকে। শোক রূপান্তরিত হয় শক্তিতে।

মনজুরুল হাসান

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১০ বৈশাখ ১৪১১, ২৩ এপ্রিল ২০০৪
সম্পাদকীয়

বিবিসি'র শ্রোতা জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ঘোষিত হয়েছেন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ ঘোষণায় লক্ষ-কোটি বাঙালি উদ্বেলিত হলেও কেউ কেউ দুঃখ পেয়েছেন। দু'একজন বিবিসি'র উদ্দেশ্য নিয়ে কূটতর্কের অবতারণাও করেছেন। তাদের উদ্দেশে একটা কথাই বলার আছে– সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নতুন করে স্বীকৃতি পাওয়ার কিছু নেই। বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে তাঁর নিজস্ব ভাষা ছিল, কৃষ্টি ছিল, সংস্কৃতি ছিল, ঐতিহ্য ছিল। শুধু স্বাধীন সার্বভৌম একটি আবাসভূমি ছিল না। ছিল না জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে নিজস্ব পরিচিতি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই বাঙালি জাতিকে দিয়েছেন জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা– স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্মের দিনই বঙ্গবন্ধু হয়ে যান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তার আর নতুন করে মূল্যায়নের প্রয়োজন নেই।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের কালো রাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে বাঙালি জাতির প্রকৃত ইতিহাস মুছে ফেলার নিরন্তর অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। পরের

বিশ বছর বঙ্গবন্ধু নামটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় উর্দিপরা কোন এক মেজরকে স্বাধীনতার ঘোষক বানানোর জন্য। এখন বিএনপি-জামাত জোট সরকার বীরদর্পে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিকৃত করছে। এমন পরিস্থিতিতে বিবিসি'র শ্রোতা জরিপ মানুষের চোখ খুলে দিয়েছে। এটা প্রমাণ করেছে বঙ্গবন্ধুর স্থান বাঙালি জাতির হৃদয়ে। পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই, যারা সেখান থেকে তাঁকে মুছে ফেলতে পারে। বিবিসিকে এবং শ্রোতা জরিপে অংশগ্রহণকারী সকলকে জানাই আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন।

গত ক'দিনে টর্নেডো আর কালবৈশাখী ঝড়ে প্রাণ হারিয়েছে শতাধিক মানুষ। হাজার হাজার মানুষ সহায়-সম্বল হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে বাস করছে। কিন্তু তাদের কাছে কোনও সাহায্য পৌঁছেনি সরকারের পক্ষ থেকে। জোট সরকার এখন ৩০ এপ্রিলের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য অস্থির। জোটের প্রধানমন্ত্রী বড় বড় নগরে জনসভা করে বেড়াচ্ছেন আর বিরোধীদলের বিরুদ্ধে স্বভাবসুলভ হুংকার ছাড়ছেন। ক্ষমতা ধরে রাখাই যেন তাদের একমাত্র কাজ। দুঃখী জনগণের জন্য কিছুই করণীয় নেই।

যতদিন রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান